বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৯-২০২০

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

টিপু মুনশি, এমপি
বাণিজ্য মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত এবং একইসাথে এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি। বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রকাশ পেয়ে থাকে।

বিশ্বমন্দার ঘোর অন্ধকার সময়ে বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রদর্শন, বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে বর্তমান সরকার 'দিন বদলের সনদ' স্লোগানের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০০৯ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সরকার রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সে লক্ষ্যে সরকার দেশের অর্থনীতিকে রক্ষা এবং রপ্তানি সম্প্রসারণসহ ব্যবসা ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার মুক্ত বাজার অর্থনীতি এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিধি-বিধানের আলোকে প্রতি তিন বছর পর পর দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষা করে উদার ও যুগোপযোগী ব্যবসাবান্ধব আমদানি ও রপ্তানি নীতি প্রণয়ন করে আসছে। এতে করে একদিকে যেমন দেশীয় শিল্প বিকশিত হচ্ছে অন্যদিকে রপ্তানি আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বর্তমান সরকারের ভিশন, মিশন এবং দিনবদলের সনদ সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে চলেছে।

বর্তমান সরকার দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখাসহ, ভোক্তা অধিকার সুরক্ষা, খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সঠিক সময়ে, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে চলেছে। ফলে গত দশ বছরে দ্রব্যমূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে এবং সহনীয় পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়েছে।

বর্তমান সরকার রপ্তানিকারক ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্যকে অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে সিআইপি (রপ্তানি) এবং জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করছে। রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লেদার ও লেদার গুডস, ফুটওয়্যার, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্লাস্টিক সেক্টরকে পরিবেশ সম্মত উৎপাদন ও রপ্তানিতে অধিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া, পণ্যপরিচিতি ও বহুমুখীকরণের জন্য নতুন নতুন বাজার অন্বেষণের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি পণ্যের একক মেলা আয়োজন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় যোগদানের ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকদের সহায়তা প্রদান এবং বিভিন্ন রপ্তানি পণ্যে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদানের ফলে দেশের রপ্তানির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশের ৭৪৪টি পণ্য ২০০টি গন্তব্যে রপ্তানি হচ্ছে। কোভিড-১৯ এর কারণে প্রথমদিকে রপ্তানি বাণিজ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়লেও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে জুলাই ২০২০ থেকে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। করোনা ভাইরাস সৃষ্ট মহামারির প্রেক্ষাপটে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের রপ্তানি আয় ৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনও সম্ভব হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অদূর ভবিষ্যতে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর উন্নত দেশের সমপর্যায়ে পৌঁছাবে এবং এই সাফল্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে সক্ষম হবো- এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কার্যক্রম ও সাফল্য প্রকাশের প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণের এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

টিপু মুনশি, এমপি
বাণিজ্য মন্ত্রী

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা ১০০০

Secretary
Ministry of Commerce
Government of the
People's Republic of
Bangladesh
Bangladesh Secretariat
Dhaka- 1000

বাণী

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি। বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড ও অগ্রগতি সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা প্রদান করার পাশাপাশি সরকারি কার্যক্রমে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে থাকে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক ঘোষিত রূপকল্প অনুযায়ী বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণ, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ প্রয়োজনীয় আইন, বিধি, নীতি প্রণয়নসহ উন্নয়নমূলক প্রকল্পগ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা, ভেজালমুক্ত খাবার সরবরাহ নিশ্চিত করা, দেশে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা, অপ্রচলিত পণ্যসমূহকে রপ্তানি পণ্যের তালিকাভুক্ত করে তা রপ্তানিযোগ্য পণ্যে পরিণত করা, বহির্বিশ্বে নতুন নতুন দেশে বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে ই-কমার্সকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে তরুণ উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে সার্বিক সহায়তা প্রদান বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ সকল কর্মকাণ্ড দেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণ, বাজার সম্প্রসারণ, তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্ব বাণিজ্যের সমান্তরাল রপ্তানি নীতি প্রণয়ন, রপ্তানি নীতিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, রপ্তানিকারক ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্যকে অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে সরকার নিয়মিতভাবে সিআইপি (রপ্তানি) এবং জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করছে। তাছাড়া, পণ্যপরিচিতি ও বহুমুখীকরণের জন্য নতুন নতুন বাজার অন্বেষণের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি পণ্যের একক মেলা আয়োজন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় যোগদানের ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকদের সহায়তা প্রদান এবং বিভিন্ন রপ্তানি পণ্যে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদানের ফলে দেশের রপ্তানির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশের ৭৪৪টি পণ্য ২০০টি গন্তব্যে রপ্তানি হচ্ছে। কোভিড-১৯ এর কারণে প্রথম দিকে রপ্তানি বাণিজ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়লেও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে জুলাই ২০২০ থেকে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। করোনা ভাইরাস সৃষ্ট মহামারির প্রেক্ষাপটে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের রপ্তানি আয় ৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে সরকারের সময়োপযোগী বাণিজ্যিক কূটনৈতিক কর্মকৌশলের ফলে এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনও সম্ভব হবে।

সাফল্যের এ ধারাবাহিকতা রক্ষা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, বৈষম্যহীন ও জ্ঞানভিত্তিক সোনার বাংলা গড়াই মুজিববর্ষে আমাদের অঙ্গীকার। আমি বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রণয়ন ও প্রকাশনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ড. মোঃ জাফর উদ্দীন
সচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

BMISS

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯-২০২০ অর্থবছর

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পৃষ্ঠপোষক

জনাব টিপু মুনশি এম.পি.
মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী

উপদেষ্টা

ড. মোঃ জাফর উদ্দীন
সচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পর্ষদ

মোঃ ওবায়দুল আজম	অতিরিক্ত সচিব	আহবায়ক
মালেকা খায়রুন্নেছা	অতিরিক্ত সচিব	সদস্য
এ কে এম আলী আহাদ খান	যুগ্ম সচিব	সদস্য
মোহাম্মদ মাসুকুর রহমান সিকদার	মন্ত্রীর একান্ত সচিব	সদস্য
খন্দকার নূরুল হক	উপসচিব	সদস্য
মোছাঃ নারগিস মুরশিদা	উপসচিব	সদস্য
জনাব শরীফ রায়হান কবির	উপ পরিচালক-১	সদস্য
ফারহানা ইসলাম	উপসচিব	সদস্য
মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল	উপসচিব	সদস্য
তানিয়া ইসলাম	উপসচিব	সদস্য
মোঃ মাজেদুর রহমান	সিনিয়র সহকারী প্রধান	সদস্য
প্রণব কুমার ঘোষ	সচিবের একান্ত সচিব	সদস্য
এস. এম. রফিকুল ইসলাম	উপসচিব	সদস্য সচিব

প্রকাশকাল
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
১৫ আশ্বিন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

মুদ্রণ
সহযোগী মিডিয়া

বার্ষিক প্রতিবেদন

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
অর্থবছর ২০১৯-২০

সূচিপত্র

ক্রম	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর
০১	মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী এর বাণী	০৫
০২	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এর বাণী	০৭
০৩	সম্পাদনা পর্ষদ	০৯
অধ্যায়: ১		
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের উইংভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি		১৩ - ৪১
১.অ)	রপ্তানি উইং	১৩
১.আ)	বৈদেশিক বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ)উইং	২০
১.ই)	আমদানি ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য উইং	২৪
১.উ)	বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সেল (WTO Cell)	২৮
১.ঊ)	পরিকল্পনা সেল	৩২
১.ঋ)	পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন	৩৬
১.এ)	নভেল করোনা ভাইরাস (Covid-19) এর প্রাদুর্ভাবের প্রেক্ষাপটের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এর গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ/কার্যক্রমসমূহ	৩৮
অধ্যায়: ২		
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থার ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি		৪২ - ৮৭
২.অ)	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন (বিটিটিসি)	৪২
২.আ)	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)	৪৬
২.ই)	ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)	৫০
২.ঈ)	জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর (ডিএনসিআরপি)	৫৪
২.উ)	বাংলাদেশ চা বোর্ড (বিটিবি)	৫৭
২.ঊ)	আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর (সিসিআইএন্ডই)	৬২
২.ঋ)	যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (আরজেএসসি)	৬৮
২.এ)	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (বিসিসি)	৭২
২.ঐ)	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই)	৭৬
২.ও)	বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (বিপিসি)	৮১

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন

বিশ্বমন্দার ঘোর অন্ধকার সময়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর রাষ্ট্রদর্শন, বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে বর্তমান সরকার 'দিন বদলের সনদ' স্লোগানের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০০৯ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সরকার রূপকল্প- ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে দেশকে পরিপূর্ণ ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সে লক্ষ্যে সরকার বিশ্বমন্দার কবল থেকে দেশের অর্থনীতিকে রক্ষা এবং রপ্তানি সম্প্রসারণসহ ব্যবসা ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার মুক্ত বাজার অর্থনীতি এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিধি-বিধানের আলোকে প্রতি তিন বছর পর পর দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষা করে উদার ও যুগোপযোগী ব্যবসাবান্ধব আমদানি ও রপ্তানি নীতি প্রণয়ন করে আসছে। ফলে একদিকে যেমন দেশীয় শিল্প বিকশিত হচ্ছে অন্যদিকে রপ্তানি আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বর্তমান সরকারের ভিশন, মিশন এবং দিনবদলের সনদ সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে চলেছে। কোভিড-১৯ মহামারীর প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট অর্থনৈতিক অচলাবস্থা দূর করাসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সাপ্লাই চেইন অক্ষুণ্ন রাখা এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সকলের নিকট সহনীয় রাখার জন্য সরকার বাস্তবতার নিরিখে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণপূর্বক তা সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখা, ভোক্তা অধিকার সুরক্ষা এবং ভেজাল প্রতিরোধে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সঠিক সময়ে, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে চলেছে।

ইতিহাস

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর মন্ত্রণালয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে বাণিজ্য বিভাগ ও বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগ নামে দু'টি বিভাগে বিভক্ত করা হয়। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে শিল্পের সাথে একীভূত হয়ে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সে সময় বাণিজ্য বিভাগ, শিল্প বিভাগ এবং পাট বিভাগকে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত করা হয়। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হিসেবে পুনঃকার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৫৬-৫৭ খ্রিস্টাব্দে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

কার্যাবলি

সরকারি কার্যপ্রণালী বিধিতে বাণিজ্য এবং বাণিজের সাথে সম্পর্কিত ৩১ ধরণের কাজকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এ কাজগুলো মূলত অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য চলমান রাখা এবং সম্প্রসারণে সহায়তা, আমদানি বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করা, দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও সহনীয় পর্যায়ে রাখা, পণ্য ও সেবা রপ্তানির বাজার সম্প্রসারণ করা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও রপ্তানির স্বার্থে দর কষাকষি করা, ব্যবসা সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করা, পণ্যের ট্যারিফ নির্ধারণ করা, বাণিজ্য সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা, বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ করা, বিসিএস (ট্রেড) ক্যাডার কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি।
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ওপর অর্পিত এ সকল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বেশ কয়েকটি অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা রয়েছে। এগুলো হচ্ছে:

- রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
- বাংলাদেশ ট্রেড এ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন
- আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর
- জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর
- যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের পরিদপ্তর
- বাংলাদেশ চা বোর্ড
- ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

- বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
- বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট
- বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল

রূপকল্প (Vision): বিশ্ব বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য প্রতিযোগিতা মূলক অবস্থান সৃষ্টি।

অভিলক্ষ্য (Mission): ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, বাণিজ্য পদ্ধতির সহজীকরণ, রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান, রপ্তানি পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণ, বৈদেশিক বাণিজ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধি, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।

Allocation of Business of the Ministry of commerce:

- Promotion and regulation of internal commerce
- Commercial intelligence and statistics and publications thereof
- Companies Act, Partnership Act, 1932, Societies Registration Act, 1860 and the Trade Organisations Ordinance, 1961
- Control and Organisation of Chamber of Commerce
- Price Advising Boards
- Accountancy including Chartered Accountancy
- Cost and management Accountancy.
- Matter relating to vested and abandoned commercial properties.
- Commercial Monopolies.
- Price Control.
- Export policies including protocols, treaties agreements and conventions bearing on trade with foreign countries.
- Review export policies and programmes.
- Regulation and control of import trade and policies thereof.
- Trade delegation to and from abroad, overseas trade, exhibitions and trade representation in consultation with the Ministry of Foreign Affairs.
- Purchase and supply of internal and external stores.
- Transit trade through Bangladesh.
- State Trading.
- International Commodity Agreements .
- Export promotion including administration of export credit guarantee scheme.
- Tariff commission, tariff policy, tariff valuation, commonwealth tariff Preference, general and international agreements on tariff.
- International trade organization including UNCTAD and GATT
- European Economic Community.
- Quality control, standardization and marking of the agricultural products/animals products for the purpose of export.
- Administration of Commercial Wings in Bangladesh missions abroad and appointment of officers and staff thereof
- Administration of B.C.S (Trade).

BLLISS-২০১৯ সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্টল পরিদর্শন করছেন

অধ্যায়: ১

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের উইংভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি

১.অ) রপ্তানি উইং

(১) নগদ সহায়তা প্রদান

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় Export-led প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে রপ্তানি নীতি ২০১৮-২১ বাস্তবায়ন করছে। ফলশ্রুতিতে বর্তমান সরকারের সময়কালে রপ্তানি বাণিজ্যে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট ৩৬ টি পণ্যে রপ্তানির ওপর ২% থেকে ২০% পর্যন্ত নগদ সহায়তা/ভর্তুকি প্রদানের লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগে সুপারিশ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ পরবর্তী পরিস্থিতিতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে অধিক সম্ভবনাময় ও মূল্য সংযোজনের সুযোগ রয়েছে এমন পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিদ্যমান খাত সম্প্রসারণ ও প্রণোদনার হার যৌক্তিকীরণের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

(২) রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণ

i. রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে রপ্তানি নীতি ২০১৮-২১ এ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত ও বিশেষ অগ্রাধিকার খাতে নীতি সুবিধা প্রদানে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে;

ii. পণ্যভিত্তিক রপ্তানিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রতিবছর একটি পণ্যকে 'বর্ষপণ্য' ঘোষণা করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক 'লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য'কে "বর্ষপণ্য-২০২০" হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রণোদনাসহ নানাবিধ নীতি সুবিধা প্রদানের নিমিত্ত বাইসাইকেল, মটরসাইকেল, অটোমোবাইল, অটো-পার্টস, ইলেকট্রিক পণ্য, ইলেকট্রনিক্স, এ্যাকুমুলেটর ব্যাটারি, সোলার ফটোভলটিক মডিউল ও খেলনাকে "বর্ষপণ্য-২০২০" এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে;

iii. ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিদেশে অনুষ্ঠিত ২৪ টি আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে;

iv. প্রতিবছর ১লা জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত মাসব্যাপী ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার আয়োজন করা হচ্ছে;

v. পণ্যে বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, ফুটওয়্যার (লেদার ও নন-লেদার), লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং

এবং প্লাস্টিক খাতের টেকসই উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় ১,০১২ কোটি টাকার বেশি ব্যয়ে "Export Competitiveness for Jobs" শীর্ষক ৬ বছর মেয়াদি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে; যার লক্ষ্য হলো এসব খাতে উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন, রপ্তানি বাজারে প্রবেশের জন্য বিদ্যমান শর্তাবলি প্রতিপালন এবং বাজার সংযোগ বৃদ্ধিকরণ। এ ধারাবাহিকতায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও লেদারগুডস এন্ড ফুটওয়্যার এসোসিয়েশন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে; এবং

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫ তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০২০ এর শুভ উদ্বোধন করেন

vi. বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট খাতের ব্যবসায়ীগণ যৌথভাবে নানা ম্যানুফেকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে ৩০ অক্টোবর হতে ২ নভেম্বর, ২০১৯ সময়ে তৃতীয়বারের মতো 'Bangladesh Leather Footwear, Leather Goods International Sourcing Show (BLLISS-2019)' আয়োজন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ সম্মেলন উদ্বোধন করেন। এতে দেশি-বিদেশি ক্রেতাসহ বিভিন্ন এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ, স্বনামধন্য ব্রান্ড, আন্তর্জাতিক মিডিয়া ও ক্রয় প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন।

(৩) জনবান্ধব রপ্তানি নীতি প্রণয়ন

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসহ দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা এবং রপ্তানি সংশ্লিষ্ট মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং কাঁচামাল আমদানি স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ব্যবসাবান্ধব রপ্তানি নীতি ২০১৮-২০২১ প্রণয়ন করেছে। ফলে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দ্রব্যমূল্যের বাজার স্থিতিশীল রয়েছে। বিশেষ করে তৈরি পোশাক, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য ও ঔষধের রপ্তানি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

(৪) বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে (Ease of Doing Business) অব্যাহত কার্যক্রম

- বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কোম্পানি আইনে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সংশোধন এনেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরণের ফি হ্রাসকরণ এবং ক্ষেত্র বিশেষে ফি বাতিল করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে Ease of Doing Business সূচকে বাংলাদেশের ৮ ধাপ উন্নীতকরণে এটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

BLLISS-২০১৯ সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্টল পরিদর্শন করছেন

- সম্প্রতি কোম্পানি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে কমন সীল এর বাধ্যবাধকতা বিমোচন করা হয়েছে এবং এক ব্যক্তি মালিকানাধীন কোম্পানি (OPC) গঠন সংক্রান্ত বিষয়টি মন্ত্রিসভা বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে। শীঘ্রই এ বিষয়ে আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে আইনটি প্রেরণ করা হবে। সংশোধনীর বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

i. কোম্পানি আইনে একটি আলাদা খণ্ড সংযোজনের মাধ্যমে এক ব্যক্তি কোম্পানি নিবন্ধন, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিধি-বিধান অন্তর্ভুক্তকরণ;

ii. হস্তান্তরকারীর ব্যক্তিগত উপস্থিতি বা কমিশনের মাধ্যমে শেয়ার হস্তান্তর দলিলে স্বাক্ষর নিশ্চিতকরণ;

iii. কোম্পানি অবলুপ্তির ক্ষেত্রে পাওনাদারগণের ঋণ পরিশোধের অগ্রাধিকার;

iv. কোম্পানি আইনের অধীনে সম্পাদিতব্য কোন কাজ ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সম্পাদন এবং এ ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নম্বর আইন) (সংশোধনীসহ) এর প্রয়োগ অন্তর্ভুক্তকরণ; এবং

v. অন্যূন ১৪ (চৌদ্দ) দিনের পরিবর্তে ২১ (একুশ) দিনের লিখিত নোটিশ দিয়ে কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান।

(৫) REX সম্পর্কিত অগ্রগতি

ইউরোপীয় ইউনিয়নে GSP প্রাপ্তির লক্ষ্যে ব্যবসায়ীদের Self Certification বা Registered Exporters System (REX) পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ২১ জুলাই, ২০১৯ মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর Registered Exporters System (REX) কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। এটি প্রবর্তনের ফলে রপ্তানিকারকগণ এখন তাদের Statement Of Origin নিজেরাই ইস্যু করতে পারছেন এবং এর মাধ্যমে জিএসপি সুবিধা ভোগ করতে পারছেন। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এর তথ্যমতে ২৩ জুলাই, ২০১৯ তারিখ থেকে ৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত REX Registration এর জন্য ২,৪৯১টি আবেদন পাওয়া গেছে। এর মধ্যে REX Number প্রদান করা হয়েছে ২,১৮৩টি, প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ২৯১টি এবং বাতিল করা হয়েছে ১৭টি আবেদন।

(৬) শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা

ইউরোপীয় উনিয়নভুক্ত সকল দেশ হতে Everything But Arms (EBA) স্কীম এর আওতায় বাংলাদেশি সকল পণ্যের (অস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যতীত) শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে। এ ছাড়া Generalized System of Preference (GSP) এর আওতায় অস্ট্রেলিয়া, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড হতে অস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যতীত সকল পণ্যে; চিলি হতে গম, গমের আটা ও চিনি ব্যতীত সকল পণ্যে; তুরস্ক হতে গার্মেন্টস, অস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যতীত সকল পণ্যে; জাপান হতে অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ ও স্বল্প সংখ্যক পণ্য ব্যতীত প্রায় সকল পণ্যে; রাশিয়া, বেলারুশ, কাজাখস্তান, কিরগিজিস্তান ও আর্মেনিয়া হতে ৭১টি পণ্যে; থাইল্যান্ড হতে WTO Agreement এর অধীনে ৬,৯৯৮টি পণ্যে ও BIMSTEC এর অধীনে ২২৯টি পণ্যে; দক্ষিণ কোরিয়া হতে "Preferential Tariff for Least Developed Countries" এর আওতায় ৪,৮০২টি পণ্যে; ভারত হতে SAFTA এর আওতায় টোবাকো ও ড্রাগ (Alcohol) ব্যতীত সকল পণ্যে; চীন হতে "Duty Free Treatment Granted by China" এর আওতায় প্রায় ৯৭ শতাংশ পণ্যে (৮২৫৬টি পণ্যে) শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা এবং মালয়েশিয়া হইতে জিএসপি'র আওতায় ৫২৫টি পণ্যে; এবং কানাডা হতে General Preferential Tariff (GPT) এর আওতায় পোলট্রি, ডেইরি, ডিম, অস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যতীত সকল পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। এ ছাড়া ইউরেশিয়ান ইকনোমিক ইউনিয়নের নিকট বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশসমূহের রপ্তানি পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিক ১৮২টি পণ্যের তালিকাসহ প্রস্তাব প্রেরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৭) Export Competitiveness for Jobs (EC4J) প্রকল্প বাস্তবায়ন

- Export Competitiveness for Jobs (EC4J) প্রকল্পের আওতায় "চামড়া খাতের রপ্তানি উন্নয়নে পথ নকশা" প্রণয়নের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- প্লাস্টিক এবং লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতে পরিবেশগত, সামাজিক ও মানগত (ESQ) কমপ্লায়েন্স প্রতিপালনে "কমপ্লায়েন্স হ্যান্ডবুক" প্রণীত হয়েছে।
- পরিবেশগত, সামাজিক ও মানগত (ESQ) উৎকর্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে EC4J প্রকল্প হতে Export Readiness Fund (ERF) কর্মসূচির আওতায় ম্যাচিং অনুদান এর মাধ্যমে এসএমই কারখানাসমূহকে রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানোন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ সহায়তা দেয়া হচ্ছে। এই উদ্যোগ প্রায় ৬৫০ টি কারখানার পরিবেশগত, সামাজিক ও গুণগত মানের অভাব পূরণ করতে, পণ্য ও পণ্যের উৎপাদন পদ্ধতি উন্নয়ন করতে এবং রপ্তানি বাজারের মান, আইন ও বিধি-বিধান অনুসরণ করতে সাহায্য করবে। ERF অনুদানের পরিমাণ এক কোটি মার্কিন ডলার এবং এই কর্মসূচিটি ৪২ মাসব্যাপী বাস্তবায়িত হবে।
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের Export Competitiveness for Jobs প্রকল্পের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর, মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে ১০ একর এবং

Export Readiness Fund (ERF) এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন ও এফবিসিসিআই এর সভাপতি জনাব শেখ ফজলে ফাহিমসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি, কালিয়াকৈরে প্রায় পাঁচ একর জমির ওপর নির্মাণ করা হবে আন্তর্জাতিক মানের দুটি অত্যাধুনিক টেকনোলজি সেন্টার। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইকনোমিক জোন অথরিটি ও বঙ্গবন্ধু হাই-টেক পার্ক অথরিটির সাথে লিজ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিশ্বমানের এসব টেকনোলজি সেন্টারে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, আইটি ও প্লাস্টিক খাতসহ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের শিল্পসমূহের জন্য লাগসই প্রযুক্তিগত সেবা, যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ, কারিগরি ও ব্যবসায়িক পরামর্শ সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশীয় ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পসমূহকে রপ্তানি সক্ষম করে তোলা হবে।

(৮) বিদেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ও MoU স্বাক্ষর

i. জয়েন্ট ট্রেড কমিশন (জেটিসি) এর আওতায় ভিয়েতনাম-বাংলাদেশ ২য় জয়েন্ট ট্রেড কমিটির সভা গত ২৬-২৭ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে হ্যানয়ে অনুষ্ঠিত হয়। থাইল্যান্ড-বাংলাদেশ ৫ম জয়েন্ট ট্রেড কমিটির সভা গত ০৭-০৮ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও, কম্বোডিয়া-বাংলাদেশ জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের সভা কম্বোডিয়াতে আয়োজনের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কম্বোডিয়া কর্তৃপক্ষকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে; এবং

ii. বাংলাদেশের সাথে বিশ্বের ৪৫ টি দেশের মধ্যে সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা চুক্তি এবং MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে। যার আওতায় খাতভিত্তিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব।

(৯) কর্মাশিয়াল উইং এর কার্যক্রম

i. রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণসহ পরিবর্তিত পরিস্থিতে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বিশ্বের ১৯টি দেশের ২১টি মিশনের কর্মাশিয়াল উইংএ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ কাজ করছেন। এ ছাড়া যে সকল মিশনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মাশিয়াল উইং নেই, সে সব মিশনে কর্মরত কর্মকর্তাদের মধ্যে থেকে এক বা একাধিক কর্মকর্তা বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে কাজ করছেন;

ii. লস এঞ্জেলস, সিউল, মায়ানমান, ব্রাসেলস, তেহরান এর কমার্শিয়াল কাউন্সেলরদের সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ায় উক্ত পদসমূহে কর্মকর্তা নিয়োগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুমোদন করেছেন। তাদেরকে প্রেষণে নিয়োগের প্রজ্ঞাপন ইতোমধ্যে জারি করা হয়েছে। অন্যদিকে চায়না, কুনমিং এ প্রথম সচিব (বাণিজ্যিক) এর পদ সৃজন করা হয়েছে। কর্মকর্তা নিয়োগের প্রস্তাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় অনুমোদন করেছেন। শীঘ্রই প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ শেষে নির্বাচিত কর্মকর্তাদেরকে স্ব স্ব দেশে প্রেরণ করা হবে;

iii. ব্রাজিলের ব্রাসিলিয়াতে বাণিজ্যিক উইং সৃজন এর প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় অনুমোদন করেছে এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে;

iv. সৌদি আরবের জেদ্দা কনস্যুলেটে বাণিজ্যিক উইং সৃজন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ জারি করা হয়েছে। কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;

v. কমার্শিয়াল কাউন্সেলরদের প্রশিক্ষণের নিমিত্তে এ বছর প্রথমবারের মতো প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি করা হয়েছে। কর্মস্থলে যোগদানের পূর্বে দুই মাসব্যাপী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে তৈরি করা হবে। এ ছাড়া কর্মক্ষমতা বা কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়ন ফর্ম তৈরি করা হয়েছে; এবং

vi. বিভিন্ন দেশে কর্মরত কমার্সিয়াল উইং নিয়মিতভাবে বিদেশি ক্রেতা, ক্রেতাসংগঠন ও সে দেশের সংশ্লিষ্ট সরকারি অফিসের সাথে যোগাযোগ/নেগোশিয়েসনের মাধ্যমে রপ্তানি অক্ষুণ্ন এবং প্রসারে কাজ করে চলেছে।

(১০) তৈরি পোশাক খাতে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ তৈরি পোশাক খাত

হতে অর্জিত হয়। এই খাতকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু ফরোয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড উপখাত গড়ে উঠেছে। বর্তমানে এ খাতে প্রায় ৪.১ মিলিয়ন শ্রমিক কর্মরত রয়েছে, যার অধিকাংশই নারী। নারীর ক্ষমতায়নে এ খাত গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে তৈরি পোশাক খাতের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে কমপ্লায়েন্স প্রতিপালনের সাথে বেশ কিছু নীতিগত সহায়তা ও নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। যথা:

i. তৈরি পোশাক খাতের কমপ্লায়েন্স প্রতিপালনের জন্য মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীকে আহবায়ক এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে সহ-আহবায়ক করে সংশ্লিষ্ট সরকারি, বেসরকারি এবং উন্নয়ন সহযোগীদের নিয়ে সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স ফোরাম ফর আরএমজি গঠন করা হয়েছে। তৈরি পোশাক কারখানাসমূহকে কমপ্লায়েন্ট করার জন্য এ ফোরাম কাজ করছে। এ পর্যন্ত ফোরামের ২৭টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে;

ii. দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীকে পরামর্শ প্রদানের জন্য জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন সেক্টরের ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে বাণিজ্য সহায়ক পরামর্শক কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। কমিটি প্রয়োজন অনুযায়ী সময়ে সময়ে সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীকে পরামর্শ প্রদান করে থাকেন;

iii. ইউরোপীয় ইউনিয়নের Everything But Arms (EBA) টেকনিক্যাল মিশনের সাথে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সভা ১৬ অক্টোবর ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন কর্তৃক বাংলাদেশকে প্রদত্ত শুল্ক মুক্ত বাণিজ্য সুবিধা প্রদানের শর্তাবলী যেমন-শ্রমিক অধিকার উন্নয়ন, নিরাপদ কর্মপরিবেশ উন্নয়ন, শিশুশ্রম, আইএলও কনভেনশন রেটিফিকেশন ইত্যাদি ইস্যুসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সভাটি ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের পণ্যের শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা অব্যাবহত রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে;

iv. রানা প্লাজা ভবন দুর্ঘটনার পর কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়ন পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের জন্য তৈরি পোশাকের প্রধান ক্রেতা দেশসমূহের ৫ জন রাষ্ট্রদূত (ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত, যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রদূত, ইউএসএ রাষ্ট্রদূত, কানাডার রাষ্ট্রদূত এবং ইইউ জোটের প্রতিনিধি হিসেবে পর্যায়ক্রমে ইইউভুক্ত একটি দেশের রাষ্ট্রদূত), বাংলাদেশ সরকারের ৩ জন সচিব (বাণিজ্য সচিব, শ্রম সচিব ও পররাষ্ট্র সচিব) এবং আইএলও সহযোগে ঢাকায় উচ্চ পর্যায়ের (৩+৫+১) ফোরাম গঠিত হয়েছে। এই ফোরাম তৈরি পোশাক শিল্পে Sustainability Compact-এর সুপারিশ বাস্তবায়ন এবং আইএলও-এর RMG সংক্রান্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করে এবং সুপারিশ করে থাকে। ফোরামের সর্বশেষ সভা গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে;

v. বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি পোশাক খাতে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণে ব্যবস্থা গ্রহণ, এ খাতের ব্যবসায় সহজীকরণ, ব্যবসা সম্প্রসারণ এবং সুষ্ঠু ও টেকসই বিকাশ নিশ্চিতকরণে তৈরি পোশাক খাতে ব্যবসায় সম্প্রসারণ ও সহজীকরণ বিষয়ক নীতি নির্দেশনা-২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে;

vi. তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিক ও কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে ২০.০০ কোটি টাকার এনডাউমেন্ট ফান্ডের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ওভেন, নীট, সুয়েটার মেশিন অপারেশন, কমপ্লায়েন্স নর্মস, প্রোডাকশন প্লানিং এন্ড ম্যানেজম্যান্ট এবং ইনভেন্ট্রি ম্যানেজমেন্ট-এর ওপর ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৭৮০ জন শ্রমিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ খাতে দক্ষ মিড লেভেল ম্যানেজার গড়ে তোলার লক্ষ্যে কর্মরত ম্যানেজারদের দীর্ঘ মেয়াদি ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট কোর্স চালু করা হচ্ছে। তাছাড়া, সংশোধিত প্রশিক্ষণ প্রদান নীতিমালায় তৈরি পোশাক শিল্পে ভবিষ্যতে কাজ করবে (would be worker) এমন জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের সুযোগ রাখা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি কারখানার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে; এবং

vii. বর্তমানে বস্ত্র খাতে প্রদত্ত নগদ সহায়তাসহ অন্যান্য সুবিধার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়াদি নিম্নরূপ-

- ✓ বন্ডেড ওয়ারহাউস সুবিধায় বিনাশুল্কে কাঁচামাল আমদানির সুবিধা;
- ✓ ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খোলার সুবিধা;
- ✓ হ্রাসকৃত শুল্কে মেশিনারিজ আমদানি;
- ✓ তৈরি পোশাক খাতে কমপ্লায়েন্স প্রতিপালন নিশ্চিত করতে সরকার বিনা শুল্কে ফায়ার ডোর ও এ সংশ্লিষ্ট ইক্যুইপমেন্ট আমদানির সুযোগ করে দিয়েছে;
- ✓ রপ্তানিমুখী দেশীয় বস্ত্রখাতে শুল্ক বন্ড ও ডিউটি ড্র ব্যাক এর পরিবর্তে বিকল্প নগদ সহায়তা ৪.০০% হারে প্রদান করা হচ্ছে;
- ✓ বস্ত্র খাতের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অতিরিক্ত সুবিধা হিসেবে প্রদত্ত নগদ সহায়তা ৪.০০%;
- ✓ নতুন পণ্য/নতুন বাজার (বস্ত্রখাত) সম্প্রসারণে সহায়তা (আমেরিকা/কানাডা/ইইউ ব্যতীত) ৪.০০%;
- ✓ ইউরো অঞ্চলে বস্ত্রখাতের রপ্তানিকারকদের জন্য বিদ্যমান ৪.০০%-এর অতিরিক্ত বিশেষ সুবিধা ২.০০%;

- ✓ রপ্তানিমুখী শিল্পের অনুকূলে Export Development Fund (EDF) হতে অতি অল্প সুদে কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে EDF এর পরিমাণ ৫.০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার; এবং
- ✓ তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিতে কর্পোরেট কর হার ১২% এবং গ্রিন ফ্যাক্টরির ক্ষেত্রে ১০%।

উল্লিখিত পদক্ষেপসমূহের ফলে তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিক অধিকার রক্ষিত হচ্ছে এবং কর্মপরিবেশের উন্নয়ন হচ্ছে।

(১১) জাতীয় সম্পদ চামড়ার ব্যবস্থাপনা

পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সম্পদ কাঁচা চামড়ার সংরক্ষণ, ক্রয় ও বিক্রয় এবং পরিবহনসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হয়েছে। এতে করে কাঁচা চামড়া নষ্ট হওয়ার হার কমাসহ পার্শ্ববর্তী দেশে চামড়া পাচার বন্ধ হয়ে গেছে। পাশাপাশি প্রান্তিক/মৌসুমী চামড়ার ব্যবসায়ীদের কাঁচা চামড়া ন্যায্যমূল্যে আড়ৎদারদের নিকট বিক্রয় করা সম্ভব হয়েছে।

(১২) চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পখাতের উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য "পলিসি সমন্বয়" কমিটির সভা

চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পখাতের উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের লক্ষ্যে বাণিজ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গঠিত "পলিসি সমন্বয়" কমিটি প্রতি মাসে একবার সভায় মিলিত হচ্ছে।

(১৩) রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গঠিত রপ্তানি টাস্কফোর্সের সাপ্তাহিক সভার সিদ্ধান্ত ও তার বাস্তবায়ন

বাণিজ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত রপ্তানি খাতে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এবং সমস্যা নিরসনপূর্বক রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গঠিত রপ্তানি টাস্কফোর্সের ৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সময়ে টাস্কফোর্স নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে:

i. রপ্তানি পণ্যের সম্ভাবনা বিবেচনায় বিদ্যমান ৩৬ টি পণ্যসহ মোট ৫৪টি পণ্য এবং বিভিন্ন খাতে বিদ্যমান হার যৌক্তিক করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে;

ii. কমার্সিয়াল কাউন্সিলর/প্রথম সচিব গণের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের কাজের মাসিক মূল্যায়নের জন্যে প্রতিবেদন ফরম্যাট প্রস্তুত করা হয়েছে;

iii. বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে কমার্সিয়াল কাউন্সিলর/প্রথম সচিব প্রেরণের পূর্বে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য নতুন করে প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে;

iv. প্রত্যেক বছরের সেরা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান-কে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ন্যায় 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফি' প্রদানের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি নীতিমালা ২০২০ এ অন্তর্ভুক্ত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে;

v. ডিসেম্বর ২০২০ এর মধ্যে বাংলাদেশে Virtual Trade Fair আয়োজন এবং বিদেশে একটি Virtual Trade Fair এ অংশগ্রহণের লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো প্রস্তুতি গ্রহণ করছে;

vi. Traditional পোশাক/হালাল ফ্যাশন বাজারজাতকরণের কৌশল নির্ধারণের কার্যক্রম চলমান আছে (সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে এসইএমই ও এফবিসিসিআই এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের নিয়ে সভা আয়োজন করতে হবে);

vii. কোভিড-১৯ এর বাস্তবতায় প্রচলিত পণ্যের বাইরে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাত ও আইসিটি খাত এর বিষয়ে কার্যক্রম চলমান আছে (প্রতিনিধিদের নিয়ে সুবিধাজনক সময়ে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে দুটি সভা কতে কর্মকৌশল নির্ধারণ করতে হবে);

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের রপ্তানি অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ ওবায়দুল আজম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা

viii. বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে ৪৫টি চুক্তি রয়েছে যার আওতায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ সহযোগিতা প্রসারের জন্য MoU সম্পাদিত হয়েছে। এসকল চুক্তি সংগ্রহপূর্বক ফলো-আপ ও রপ্তানি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নিয়মিত পর্যালোচনা করা হচ্ছে;

ix. দেশে দেশে কোভিড-১৯ মহামারির প্রেক্ষাপটে সার্জিক্যাল ও মেডিক্যাল সামগ্রী রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা প্রদানের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাগণের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য নিয়মিত পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে;

x. বিভিন্ন দেশের কমার্সিয়াল উইং হতে প্রাপ্ত বিনিয়োগ প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন তরান্বিত করার জন্য নিয়মিত সভা আয়োজন এবং বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় নিশ্চিত করা হচ্ছে;

xi. কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রায় ১৩ বিলিয়ন ডলারের প্রণোদনা প্যাকেজ এর ফলপ্রসু ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন Trade Associations এর আবেদন এবং এতদসংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ ব্যাংক এর প্রজ্ঞাপনসমূহ পরীক্ষাপূর্বক সমস্যা চিহ্নিত করে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা তৈরি করা হচ্ছে ; এবং

xii. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সময়োচিত পদক্ষেপের কারণে জুন ২০২০ মাস থেকে রপ্তানি খাত ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে এবং জুলাই ২০২০ মাসে রপ্তানি আয় হয় ২.৯৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে একক মাস হিসেবে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ রপ্তানি আয়ের রেকর্ড।

কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য: বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে অবদান রাখছে

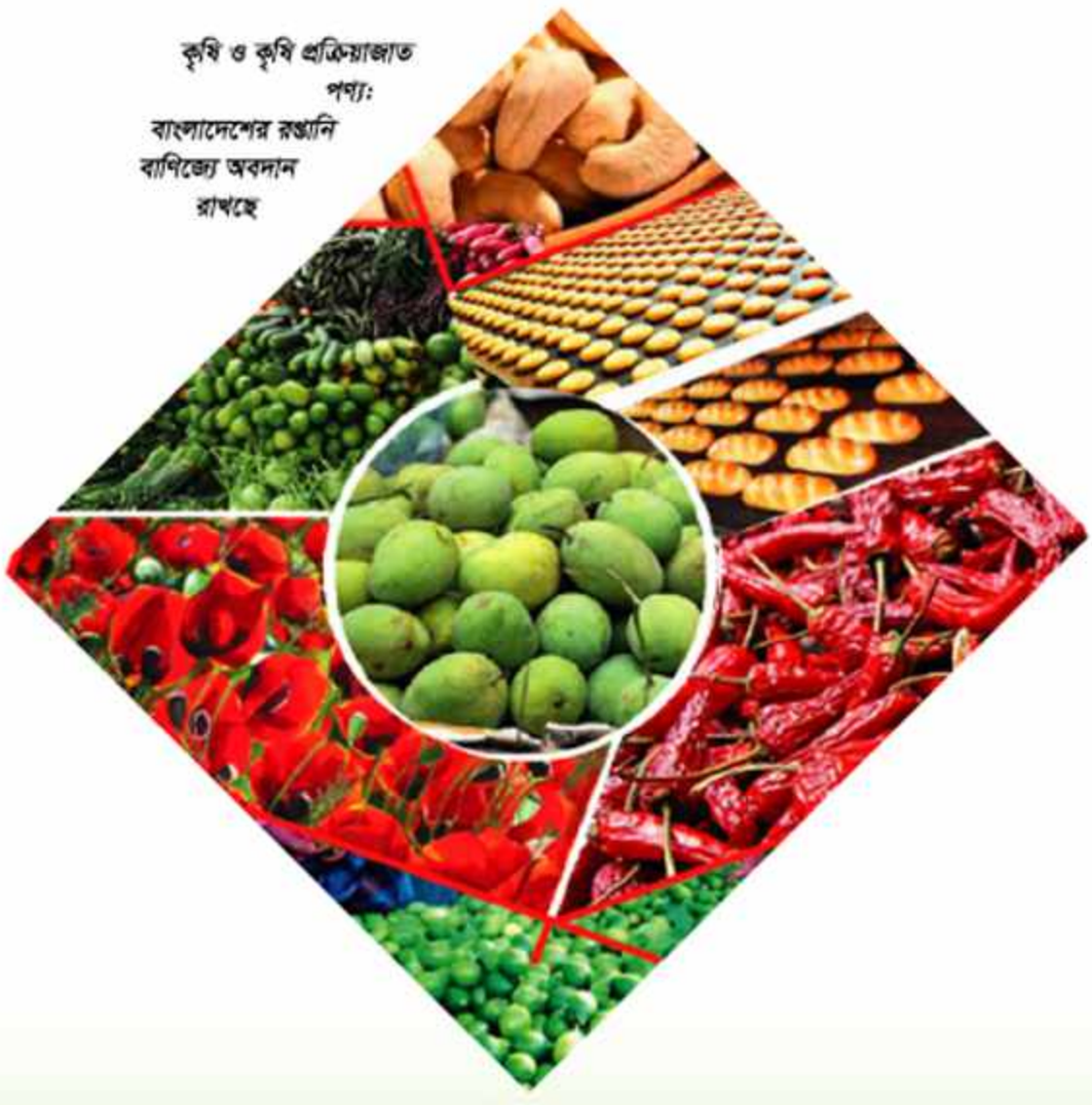

১.আ) বৈদেশিক বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) উইং

(১) দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এবং অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি

i. বাংলাদেশ-ভুটান দ্বিপাক্ষিক প্রেফারেনসিয়াল বাণিজ্য চুক্তির নেগোশিয়েশন শেষ হয়েছে এবং অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া শেষ করে ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে চুক্তিটি স্বাক্ষর করা হবে। বাংলাদেশ-ভুটান প্রেফারেনসিয়াল ট্রেড এগ্রিমেন্টটিই হবে বাংলাদেশের প্রথম দ্বিপাক্ষিক অগ্রাধিকার বাণিজ্য চুক্তি। এ ছাড়া বাংলাদেশের সাথে নতুন করে মেক্সিকো, চিলি, ইউক্রেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কম্বোডিয়ার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের প্রক্রিয়া চলছে। বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার ও নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দেশের সাথে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নেপাল, ইন্দোনেশিয়া ও ভুটানের সাথে Preferential Trade Agreement (PTA) স্বাক্ষরের বিষয়ে কাঙ্খিত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ভুটানের সাথে PTA সম্পাদনের লক্ষ্যে উভয় দেশের বাণিজ্য নেগোসিয়েশন কমিটির মধ্যে PTA text, Rules of Origin (RoO) এবং Product List সম্পর্কে চূড়ান্ত আলোচনা সম্পন্ন করা হয়েছে। যার ভিত্তিতে শীঘ্রই চুক্তি স্বাক্ষর হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। ইন্দোনেশিয়ার সাথে পণ্য তালিকা বিনিময় করা হয়েছে। এ ছাড়া নেপালের সাথে বাণিজ্য সচিব পর্যায়ে আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে এবং PTA text, Rules of Origin (RoO) বিষয়ে আলোচনা প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। পণ্য তালিকা বিনিময় সংক্রান্ত পরবর্তী কার্যক্রম চলমান আছে। আশা করা যাচ্ছে যে, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া ও ভুটানের সাথে দ্রুত PTA স্বাক্ষর সম্ভব হবে।

ইতোমধ্যে তুরস্ক, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা, যুক্তরাষ্ট্র, থাইল্যান্ড, লেবানন, মরক্কো, কানাডা, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) এবং Eurasian Economic Union (EAEU) এর সাথে বাংলাদেশের Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA) স্বাক্ষরের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে। অন্যদিকে ইরাক, দক্ষিণ কোরিয়া, নাইজেরিয়া, কেনিয়া, সিয়েরালিয়ন, সেনেগাল ও জাপানের এর সাথে বাংলাদেশের PTA/FTA স্বাক্ষরের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হচ্ছে। ভারতের সাথে Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) সম্পাদনের বিষয়ে সমীক্ষা প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ভারত, নেপাল ও ভুটানের সাথে নিয়মিতভাবে বাণিজ্য সচিব, অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সভাসমূহে ট্রানজিট, পণ্যের স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন, সরকারি পর্যায়ে পণ্য আমদানি, পণ্যের শুল্কমুক্ত সুবিধা, বন্দরের অবকাঠামোগত সুবিধা ও অশুল্ক বাধা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে/হচ্ছে। গত ১ জুলাই ২০১৮ থেকে Asia-Pacific Trade Agreement (APTA) কার্যকর হয়েছে। এতে বাংলাদেশ আপটাভুক্ত দেশসমূহের ২৮% ট্যারিফ লাইনে প্রায় ৩৩% শুল্ক সুবিধা পাবে। এ ছাড়া সম্প্রতি চীন বাংলাদেশের ৮,২৫৬ টি পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা প্রদান করেছে। যার ফলে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হবে বলে আশা করা যায়;

ii. দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে South Asian Free Trade Area (SAFTA)-এর আওতায় সদস্য দেশসমূহের মধ্যে অশুল্ক বাধা দূরীকরণসহ সেনসিটিভ লিস্টের পণ্য তালিকা এবং শুল্ক হ্রাসকরণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। SAFTA চুক্তির আওতায় ইতোমধ্যেই সকল পণ্যের শুল্কহার ০-৫%-এ হ্রাস করা হয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ভারতে তামাক ও মদজাতীয় পণ্য ব্যতীত সকল পণ্যে শুল্কমুক্ত কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা পাচ্ছে।

বাংলাদেশসহ সদস্য দেশসমূহ ইতোমধ্যে সার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস (SATIS) চুক্তির আওতায় তাদের প্রাথমিক Offer List ও Request List বিনিময় করেছে। সদস্য দেশসমূহের Schedule of Commitments

৩-৪ মার্চ ২০২০ হোটেল সোনারগাঁ, ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-নেপাল বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের ৫ম বৈঠকে উপস্থিত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ড. মোঃ জাফর উদ্দীন

চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে নেগোসিয়েশন অব্যাহত রয়েছে;

iii. বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, ভুটান ও নেপাল নিয়ে গঠিত Bay of Bengal Initiatives for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) আঞ্চলিক জোটের আওতায় BIMSTEC-FTA চুক্তি কার্যকর করার লক্ষ্যে নেগোশিয়েশন চলমান রয়েছে এবং BIMSTEC Trade Negotiating Committee -এর সর্বশেষ ২১তম সভা ২০১৮ সালে বাংলাদেশের আয়োজনে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া BIMSTEC -এর Trade Facilitation Working Group এর সর্বশেষ সভা সেপ্টেম্বর ২০১৯ সময়ে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এটি চূড়ান্ত ও কার্যকর হলে সদস্যভুক্ত দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে;

iv. দক্ষিণ আমেরিকার আঞ্চলিক বাণিজ্য জোট 'MERCOSUR' ভুক্ত দেশসমূহ (ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে) এর সাথে Free Trade Agreement (FTA) সম্পাদনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই (feasibility study) সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ইরান, মালয়েশিয়া, তুরস্ক, মিশর ও নাইজেরিয়া এর সমন্বয়ে

২৯-৩০ সেপ্টে:২০১৯ BIMSTEC Trade Facilitation Working Group এর দ্বিতীয় সভা শেষে ফটোসেশনে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের সাথে সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ড. মোঃ জাফর উদ্দীন

আর্জেন্টিনা সফররত মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপি-এর সাথে আর্জেন্টিনা'র চেম্বার নেতৃবৃন্দের বৈঠক করছেন

গঠিত Developing-8 (D-8) ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত D-8 Preferential Trade Agreement (PTA) চুক্তিটি বাংলাদেশ ২৫ এপ্রিল ২০১৭ অনুসমর্থন করে এবং ১৪ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে কার্যকর করেছে। এর ফলে সদস্য দেশসমূহে প্রাধিকারমূলক শুল্ক সুবিধায় পণ্য রপ্তানি করা যাবে;

v. বাংলাদেশ ২০১৭ সালে UNESCAP এর আয়োজনে প্রণীত Framework Agreement on Facilitation of Cross Border Paperless Trade in Asia and the Pacific-এ স্বাক্ষর করেছে। UNESCAP এর বিধান অনুযায়ী চুক্তিটি বাস্তবায়নার্থে বর্ণিত Frame Work Agreement টি সম্প্রতি মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে। চুক্তিটি কার্যকর হলে আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য সম্পাদনের সময়ও ব্যয় হ্রাস পাবে এবং বাণিজ্য আরও সহজতর এবং দ্রুততর হবে। এর ফলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর Vision 2021 অনুযায়ী Digital Bangladesh গঠন, ২০৩০ সালে এসডিজি বাস্তবায়নসহ উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ গঠন এবং Vision 2041 অনুযায়ী বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গঠনের স্বপ্ন ত্বরান্বিত হবে। আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য সম্পাদনের সময় ও ব্যয় হ্রাস পাবে এবং বাণিজ্য আরও সহজতর এবং দ্রুততর হবে; এবং

vi. ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ অধিকতর বৃদ্ধির লক্ষ্যে Bangladesh-European Union Business Climate Dialogue-এর অদ্যাবধি ৫টি Dialogue সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া, ১৯-২১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে ঢাকায় EU- Bangladesh Joint Commission-এর ৯ম সভা এবং EU- Bangladesh Joint Commission on Trade and Economic Cooperation-এর ৮ম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে;

(২) আর্ন্তজাতিক সংস্থায় বাংলাদেশের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির উদ্যোগ

i. OIC সদস্যভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে Framework Agreement on Trade Preferential System among the Member States of the OIC (TPS-OIC) চুক্তি এবং এর ধারাবাহিকতায় প্রণীত Protocol এবং Rules of Origin (RoO) চুক্তিগুলো বাংলাদেশ স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে। এ চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ ৪৭৬টি পণ্যের একটি Offer List ইতোমধ্যে OIC সদর দপ্তরে প্রেরণ করেছে। TPS-OIC কার্যকর হলে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ Rules of Origin-এর ৩০% মূল্য সংযোজন সুবিধা কাজে লাগিয়ে সদস্য দেশে অধিক পরিমাণ পণ্য রপ্তানি করতে পারবে;

ii. Common Fund for Commodities (CFC) বিশ্বের ১২১টি সদস্য দেশের ২৫টি Constituency নিয়ে গঠিত একটি Intergovernmental প্রতিষ্ঠান। CFC সদস্য দেশসমূহের পণ্য বাজার উন্নয়নে প্রকল্পভিত্তিক আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ CFC Governing Council এ সদস্য হিসেবে সংস্থার নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। নেদারল্যান্ডে নিযুক্ত বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত বর্তমানে CFC Governing Councilএর Managing Director নির্বাচিত হয়েছেন; এবং

iii. কমনওয়েলথভুক্ত ৫৩ টি দেশের বাণিজ্য মন্ত্রীগণের এক সম্মেলন ৯-১২ অক্টোবর ২০১৯ সময়ে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী উক্ত সম্মেলনে ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ও সুপারিশ প্রদান করেন। তিনি ডিজিটাইজেশন এর ফলে সৃষ্ট ডিজিটাল ডিজরাপশন মোকাবেলায় কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের সমন্বয়ে একটি স্ট্যান্ডার্ড প্রটোকল প্রণয়নের প্রস্তাব করেন এবং বিজনেস টু বিজনেস কানেক্টিভিটি ক্লাস্টারের লিড হিসাবে বাংলাদেশের পক্ষ হতে ব্যবসা সহজীকরণ কর্মসূচি যেমন: Cross Border Paperless Trade, National Single Window ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীগণের অধিকতর সম্পৃক্ততার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ ছাড়া ব্যবসা সহজীকরণের ক্ষেত্রে কমনওয়েলথভুক্ত ব্যবসায়ীগণের জন্য ভিসা সহজীকরণের প্রস্তাব রাখেন।

(৩) বর্ডার হাট

সীমান্ত এলাকার জনগণের জীবন মান উন্নয়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে মোট ৪ টি (চারটি) বর্ডার হাট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আরো ৬ টি বর্ডার হাটের বিষয়ে বাংলাদেশ হতে অনাপত্তি দেয়া হয়েছে এবং নির্মাণ কাজ চলমান আছে। এ ছাড়া আরো ৬টি বর্ডার হাটের যৌথ পরিদর্শন সমাপ্ত হয়েছে। বর্ডার হাট প্রতিষ্ঠার ফলে সীমান্ত এলাকার জনগণের পণ্য ক্রয় বিক্রয় সহজতর হয়েছে। পাশাপাশি সীমান্তবর্তী দেশগুলির সাথে বাংলাদেশের অনানুষ্ঠানিক বাণিজ্য কমে আসছে।

(৪) বাণিজ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে করোনাকালে Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement সংক্রান্ত এফটিএ অনুবিভাগের সাপ্তাহিক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত

i. ভুটানের সাথে Preferential Trade Agreement (PTA) সম্পাদনের লক্ষ্যে উভয় দেশের বাণিজ্য নেগোসিয়েশন কমিটির মধ্যে PTA text, Rules of Origin (RoO) এবং Product List চূড়ান্ত করা হয়েছে। এটি অতি দ্রুত স্বাক্ষর করা সম্ভব হবে;

ii. নেপালের সাথে বাণিজ্য সচিব পর্যায়ে আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে এবং Preferential Trade Agreement (PTA) text, Rules of Origin (RoO) বিষয়ে আলোচনা প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। পণ্য তালিকা বিনিময় সংক্রান্ত পরবর্তী কার্যক্রম চলমান আছে;

iii. ইন্দোনেশিয়ার সাথে Preferential Trade Agreement (PTA) সম্পাদনের লক্ষ্যে পণ্য তালিকা বিনিময় করা হয়েছে। Trade Negotiating Committee (TNC)-এর সভা অনলাইনে সম্পাদনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

iv. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনার আলোকে রপ্তানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠাণের রপ্তানি কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্ন রাখার লক্ষ্যে SAFTA ট্রেড গ্রুপের সভা ৮ এপ্রিল ২০২০ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় SAFTA Agreement-এর আওতায় শুল্কায়নকালে মূল Country of Origin (CoO) দাখিল করা সম্ভব না হলে এর পরিবর্তে ডিজিটাল স্বাক্ষরযুক্ত অথবা স্বাক্ষরবিহীন CoO গ্রহণপূর্বক পণ্যচালনসমূহ The Customs Act, 1969 এর section-81 অনুযায়ী সাময়িক শুল্কায়নপূর্বক খালাস প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

v. ইতোমধ্যে মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা, যুক্তরাষ্ট্র, থাইল্যান্ড, লেবানন, মরক্কো, কানাডা, ভিয়েতনাম, জাপান, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) এবং Eurasian Economic Union (EAEU) এর সাথে বাংলাদেশের Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA) স্বাক্ষরের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে। অন্যদিকে ইরাক, দক্ষিণ কোরিয়া, নাইজেরিয়া, কেনিয়া, সিয়েরালিয়ন ও সেনেগাল এর সাথে বাংলাদেশের PTA/FTA স্বাক্ষরের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হচ্ছে। ভারতের সাথে Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) সম্পাদনের বিষয়ে সমীক্ষা প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;

Common Fund for Commodities (CFC) এর *Governing Council* সভায় উপস্থিত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ড. মোঃ জাফর উদ্দীন

vi. বাংলাদেশের জোর বাণিজ্য নিগোসিয়েশনের ফলশ্রুতিতে চীনের বাজারে বাংলাদেশের ৮,২৫৬টি পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা গত ১ জুলাই ২০২০ তারিখ থেকে কার্যকর হয়েছে;

vii. Cross-Border Paperless Trade Ratification সংক্রান্ত সার-সংক্ষেপ সম্প্রতি মন্ত্রিসভা অনুমোদন করেছে;

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এফটিএ অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা

১.ই) আমদানি ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য উইং

(১) নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে পদক্ষেপ গ্রহণ

নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার হাতিয়ার হিসেবে দ্রব্যমূল্য সার্বক্ষণিক মনিটরিং করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের 'দ্রব্যমূল্য পর্যালোচনা ও পূর্বাভাস সেল' নিয়মিতভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন, ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তর হতে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতি সংগ্রহ করে থাকে। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের আর্ন্তজাতিক বাজার পরিস্থিতি, চাহিদা নির্ণয়, স্থানীয় উৎপাদন, মজুদ পরিস্থিতি, আমদানির পরিমাণ এবং এ সংক্রান্ত এলসি নিষ্পত্তিকরণ তথ্যসহ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারদরের তুলনামূলক বিশ্লেষণপূর্বক নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে সরকারের করণীয় নির্ধারণে সহায়ক হিসেবে এ পূর্বাভাস সেল সফলভাবে কাজ করে আসছে। অধিকন্তু, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা ও খাদ্য সামগ্রী ভেজালমুক্ত রাখার স্বার্থে দেশব্যাপী নিয়মিতভাবে বাজার মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ঢাকা মহানগরীসহ সমগ্র দেশে প্রতিদিন বাজার মনিটরিং টিম বাজার মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উক্ত টিম গত ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১২,৩৫১টি বাজার অভিযান পরিচালনাপূর্বক ২৩,৩১৩টি প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন অপরাধে মোট ১১,৯১,৪৭,২০০ (এগার কোটি একানব্বই লক্ষ সাত চল্লিশ হাজার দুইশত) টাকা জরিমানা আদায় করেছে। তাছাড়া, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্যদের সহযোগিতায় নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসহ অন্যান্য পণ্য সমুদ্র ও স্থল বন্দরে দ্রুত শুল্কায়ন ও খালাস, অভ্যন্তরীণ নৌ ও সড়ক পথে পণ্যের অবাধ পরিবহন নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

টিসিবির ট্রাকসেল কার্যক্রমের মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যে পেঁয়াজ বিক্রি করা হচ্ছে

(২) টিসিবির ট্রাকসেল কার্যক্রমের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য সহনীয় রাখতে পদক্ষেপ গ্রহণ

পবিত্র রমজান মাসসহ করোনা কালে সাশ্রয়ী মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার লক্ষ্যে টিসিবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের মার্চ ২০২০ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত (করোনা পরিস্থিতিতে) টিসিবি কর্তৃক ২,৮৩৪ জন ডিলারের মাধ্যমে ২৬,১৬২টি ভ্রাম্যমাণ ট্রাকসেলের মাধ্যমে ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ ৭০ হাজার লোকের কাছে ন্যায্য মূল্যে প্রায় ১,২১,০০০ মেট্রিক টন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যাদি যেমন: তেল, ডাল, চিনি, পেঁয়াজ, ছোলা ও খেজুর বিক্রয় করা হয়; যা গত অর্থবছরের তুলনায় পণ্যভেদে ১০-২০ গুণ বেশি। সারাদেশব্যাপী টিসিবির ট্রাক সেল মনিটরিং করার নিমিত্তে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে মনিটরিং টিম গঠন করা হয়েছে। উক্ত টিম টিসিবির ট্রাক সেল কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করেছে। কোন অনিয়ম/অব্যবস্থাপনা পেলে তা সাথে সাথে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে এবং তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ তদারকি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট পরিদর্শন করছেন

টিসিবির পেঁয়াজ বিক্রি কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন

'জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের ২০তম সভায় সভাপতিত্ব করছেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এম.পি.

(৩) ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ

ভোক্তা সাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণে 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯' প্রণয়ন করা হয়। এ আইনটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কাজ করছে এবং অধিদপ্তরকে কার্যকর দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য 'জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ' গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ০৮টি (আটটি) বিভাগীয় কার্যালয় ও ৬৪টি জেলায় জেলাসহ উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন করে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যহত রাখা হয়েছে। ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে এ আইন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে এবং জনসাধারণ এই আইনের সুফল পেতে শুরু করেছে। ফলে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল ও বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রণসহ বিভিন্ন অপরাধ উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। এক্ষেত্রে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসনের সমন্বয়ে নিয়মিত দায়িত্ব পালনের ফলে সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে এবং দেশের সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়েছে। এ ধারা আরও জোরদার করার কার্যক্রম চলছে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার উপজেলা পর্যায়ে অফিস ও লোকবল সৃষ্টিসহ জেলা পর্যায়ে লোকবল বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

(৪) জনবান্ধব আমদানি নীতি আদেশ প্রণয়ন

বাংলাদেশের শিল্পায়ন বৃদ্ধি নিশ্চিত করাসহ রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য জনবান্ধব আমদানি নীতি প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

(৫) খাদ্যে ভেজাল রোধ ও জননিরাপত্তায় ব্যবস্থা গ্রহণ

খাদ্যে ফরমালিন ও অন্যান্য রাসায়নিক প্রয়োগ রোধকল্পে ফরমালিন আইন, ২০১৫ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান থাকায় জনস্বাস্থ্যকে অধিকতর সুরক্ষা দেয়া সম্ভব হয়েছে। ফরমালিনের অপব্যবহার রোধে সরকার 'ফরমালিন

২৫ তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০২০ এ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কার্যালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্য, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ও অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫' প্রণয়ন করেছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় উক্ত আইনকে 'মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯' এর তফসিলভুক্তকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উক্ত আইনটিকে 'মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯' এর তফসিলভুক্তকরণের নিমিত্তে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগে প্রেরণ করেছে। এটি 'মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯' এর তফসিলভুক্ত হলে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ফরমালিনের অপব্যবহার রোধে আরও কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা সহজ হবে। এ ছাড়া জননিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এসিড আমদানি নিয়ন্ত্রণ করার ফলে এসিডের অপব্যবহার রোধপূর্বক সাধারণ জনগণের সুরক্ষা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

(৬) করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাণিজ্য সচিবের সভাপতিত্বে গঠিত টাস্কফোর্সের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:

৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত করোনা ভাইরাস মোকাবেলা সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের ১২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সময়ে

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আইআইটি অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা

টাস্কফোর্স নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা করেছে:

i. ০৭টি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের ক্যালেন্ডার প্রস্তুতকরণ;

ii. ট্রাকসেলের মাধ্যমে টিসিবির পণ্য বিক্রয় বিস্তৃতকরণ;

iii. সেপ্টেম্বরকে লীন পিরিয়ড বিবেচনায় পেঁয়াজ আমদানির ব্যবস্থা গ্রহণ;

iv. চামড়ার মূল্য নির্ধারণ ও সংরক্ষণের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান;

v. চামড়া ক্রয়/বিক্রয় নজরদারির জন্য মনিটরিং টিম গঠন;

vi. সিনিয়র সচিব/সচিবগণের নিকট হতে প্রাপ্ত জেলা পরিদর্শন প্রতিবেদনের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ;

vii. টিসিবির স্ট্রেনদেনিংয়ের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ;

viii. দ্রব্যমূল্য মনিটরিং বিষয়ে অ্যাপস তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ;

ix. দ্রব্যমূল্য পর্যালোচনা ও পূর্বাভাস সেলকে শক্তিশালীকরণ;

x. বাজার মনিটরিং জোরদারকরণ;

xi. আমদানি ও রপ্তানিকারকদের তালিকা প্রস্তুতকরণ;

xii. আমদানি-রপ্তানিকারকসহ পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের সাথে সভা অব্যাহত রাখা;

xiii নিত্য প্রয়োজনীয় আমদানিকারকদেরকে ফরোয়ার্ড আমদানির জন্য সহযোগিতা প্রদান;

xiv. নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত ডাটা প্রতিনিয়ত হালনাগাদকরণ;এবং

xv. ভোক্তা অভিযোগ কেন্দ্র, কুইক রেসপন্স টিম ও সেন্ট্রাল কন্ট্রোল রুম গঠন।

১.ঈ) প্রশাসন উইং

(১) প্রশাসনিক সংস্কারমূলক কার্যক্রম

i. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জন্য পৃথক আইসিটি সেল গঠন এবং উক্ত আইসিটি সেলের জন্য রাজস্ব খাতে আটটি পদ সৃজনের জন্য প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় উপস্থাপনপূর্বক অনুমোদনের জন্য একটি প্রস্তাব/পত্র মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে;

ii. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক কার্যক্রমের সম্প্রসারণ, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন, সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যাবলী সুচারুরূপে সম্পন্ন করার নিমিত্তে বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মসম্পাদন করার জন্য ৫ সদস্যের সমন্বয়ে গবেষণা ও মূল্যায়ন নামে একটি অস্থায়ী সেল গঠন করা হয়েছে। এই সেল এর কর্মপরিধি নিম্নরূপ: Emerging Issue সংক্রান্ত কার্যাবলি, SDG বিষয়ক কার্যাবলি, Least Developed Countries (LDC) Graduation সংক্রান্ত কার্যাবলি, LDC Graduation সংক্রান্ত জাতীয় টাস্কফোর্স এর সাথে সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যাবলি, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ও সেবার মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে কৌশল নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যাবলি, পণ্য ও সেবা বহুমুখীকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি, সম্ভাবনাময় রপ্তানি পণ্য ও সেবাখাত অন্বেষণ সংক্রান্ত কার্যাবলি, মাননীয় মন্ত্রী/সচিব এর আন্তর্জাতিক সেমিনার এর জন্য বক্তৃতা প্রস্তুতকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রদত্ত নির্দেশনা মতে এ সংক্রান্ত কার্যাবলি এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলি;

iii. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও সেলকে ডব্লিউটিও উইংএ রূপান্তর করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;

iv. ই-নথি কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি উইং এবং দপ্তর/সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ই-নথি সংক্রান্ত কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের জন্য মনিটরিংসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে;

v. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মতে সামরিক শাসনামলে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা বিবেচনা করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন/পরিমার্জন ও রহিতক্রমে তা নতুন আইন আকারে বাংলা ভাষায় প্রণয়নের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জরুরিভিত্তিতে নিষ্পত্তিকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে এবং উক্ত সময়ে প্রণীত কোন অধ্যাদেশ বর্তমান প্রেক্ষাপটে আইন আকারে প্রণয়নের আবশ্যকতা না থাকিলে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সঙ্গে পরামর্শক্রমে এতদসংক্রান্ত দুইটি আইন

যথা: '১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩' এবং '১৯৮২ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩' -এর তফসিল হইতে উহা বিযুক্ত করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে; এবং

vi. বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার আওতায় নতুন আইন প্রণয়ন, এবং প্রণীত আইন/অধ্যাদেশের পরিমার্জন/সংশোধন, ও রহিতক্রমে জরুরিভিত্তিতে নিষ্পন্ন করার লক্ষ্যে নতুন আইন আকারে বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করার কার্যক্রমও গ্রহণ করেছে।

(২) নিয়োগ, পদোন্নতি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম

ক) কর্মকর্তা/কর্মচারীর চিত্র (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য*
১	২	৩	৪	৫	৬
মন্ত্রণালয়	৩০৬	২৬৯	৩৭	৪৫	
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	১১৮২	৫২০	১৭০২	১৮৯	
মোট:	২০০৮	১৪৫১	৫৫৭	২৩৪	

খ) শূন্যপদের বিন্যাস সংক্রান্ত চিত্র

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	১২	৯৭	৫১	২৮৪	১১৩	৫৫৭

গ) নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান সংক্রান্ত চিত্র

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য*
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২০	৩৮	৫৮	১৫	৪৪	৫৯	১১৪টি পদের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে

ঘ) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলার চিত্র (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৯-২০) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি /বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
১২	-	-	-	-	১২

ঙ) সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার চিত্র (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
-	২৩	-	২৩	০৪

চ) মানবসম্পদ উন্নয়নের চিত্র

(১) *দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ* (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
৮৯	১১৬৮

(২) *সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য* (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২
১০৩৫টি	৩৬৫৭৭ জন

(৩) *তথ্যপ্রযুক্তি, কম্পিউটার স্থাপন ও প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা*

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারী
১	২	৩	৪	৫	৬
৩৫৭	আছে	আছে	আছে/না	৩১৬	৪২৪

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ ওবায়দুল আজম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা

১.ঊ) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সেল (WTO Cell) এর কার্যক্রম

১) বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য। বহুপাক্ষিক বাণিজ্যিক ব্যবস্থার সুবিধা যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও বাণিজ্য সহজীকরণে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও সেল নিয়মিত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে যাচ্ছে। ডব্লিউটিওর বিভিন্ন মিনিস্টেরিয়াল কনফারেন্সে এলডিসির কো-অর্ডিনেটর হিসেবে বাংলাদেশের জোরালো ভূমিকার কারণে কতিপয় দেশ ব্যতীত সকল উন্নতদেশ WTO এর আওতায় স্বল্পোন্নত দেশের পণ্যকে প্রায় শতভাগ শুল্কমুক্ত এবং কোটামুক্ত (DFQF) বাজার সুবিধা প্রদান করছে। উন্নয়নশীল দেশ যেমন; যেমন চীন, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, চিলি ও থাইল্যান্ড হতেও শুল্ক-মুক্ত এবং কোটা-মুক্ত (DFQF) বাজার সুবিধা পাওয়া গিয়েছে। ফলশ্রুতিতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সার্ভিস খাতসহ রপ্তানি আয় প্রায় ৪৭ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে;

২) ডব্লিউটিওর ১০ম মিনিস্টেরিয়াল কনফারেন্সে স্বল্পোন্নত দেশের জন্য Rules of Originএর শর্ত সহজ ও স্বচ্ছ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্তের ফলে যে কোন স্বল্পোন্নত দেশ শতকরা ৭৫ ভাগ কাঁচামাল Outsourcing করে পণ্য প্রস্তুতপূর্বক তা রপ্তানি করলে সংশ্লিষ্ট দেশ কর্তৃক ঘোষিত/প্রদত্ত অগ্রাধিকার বাজার সুবিধা পাবে। তাছাড়া, গার্মেন্টস, কেমিক্যালস এবং প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে simple transformation এর সুবিধা পাওয়া যাবে। এ সিদ্ধান্তের ফলে শুল্কমুক্ত এবং কোটামুক্ত বাজার সুবিধার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত বাজার সুবিধা কার্যকরভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে Rules of Origin অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে;

৩) WTO এর আওতায় স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য সেবা খাতে বিশেষ সুবিধা ঘোষণা করা হয়েছে। এর আওতায় ২৪টি দেশ ইতোমধ্যে তাদের সেবা খাতে Preferential Market Access ঘোষণা করেছে। এর ফলে বাংলাদেশের সেবা খাতের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে;

বাংলাদেশের ৫ম ট্রেড পলিসি রিভিউ সভায় মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপি এর সাথে World Trade Organization এর মহাপরিচালক রবার্টো এজিভেদো

৪) বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সফল নেগোসিয়েশনের কারণে ২০১৫ সালে ঔষধের ক্ষেত্রে বিদ্যমান মেধাস্বত্ব সংক্রান্ত অব্যাহতির মেয়াদ ১ জানুয়ারি, ২০৩৩ সাল এর পূর্ব পর্যন্ত (Until 1 January 2033) বর্ধিত করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পের বিকাশ অব্যাহত থাকবে এবং ঔষধ রপ্তানিতে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। পাশাপাশি দরিদ্র জনগণের জন্য সুলভমূল্যে ঔষধ প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। অধিকন্তু, ডব্লিউটিওর মিনিস্টেরিয়াল সম্মেলনে স্বল্পোন্নত দেশের কৃষি পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বাজার সম্প্রসারণ, পণ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিবহনে ২০৩০ সাল পর্যন্ত ভর্তুকি প্রদান অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে যা বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যকে সম্প্রসারিত করতে সহায়তা করবে;

৫) বাংলাদেশ ডব্লিউটিওর ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করে যা ২২ ফেব্রুয়ারী, ২০১৭ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে। বাংলাদেশ এই চুক্তির আওতায় ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহকে এ.বি. সি. তিনটি ক্যাটাগরিতে চিহ্নিত করে গত ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে ডব্লিউটিও-তে নোটিফিকেশন প্রেরণ করে। সর্বশেষ ১৫ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ক্যাটাগরি 'বি' বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করে ডব্লিউটিও-তে নোটিফাই করা হয়। এ ছাড়া ক্যাটাগরি 'সি' ভুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে যেসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সহযোগিতা প্রয়োজন তা উল্লেখ করে ডব্লিউটিতে নোটিফিকেশন প্রেরণ করা হয়েছে। ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট এর বিভিন্ন ক্যাটাগরিভুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে Ease of Doing Business এ বাংলাদেশের অবস্থান এগিয়ে আসবে তথা বাণিজ্য সহজ হবে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হবে;

৬) বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট বিষয় আলোচনার উদ্দেশ্যে বিগত ২৫ নভেম্বর ২০১৩ তারিখ "ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেশন ফোরাম এগ্রিমেন্ট (টিকফা) স্বাক্ষরিত হয় এবং গত ৩০ জানুয়ারি, ২০১৪ হতে চুক্তিটি কার্যকর হয়। টিকফা চুক্তির ফলে উভয় দেশের মধ্যে নিয়মিত আলোচনার একটি ফোরাম প্রস্তুত হয়েছে। বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেশন ফোরাম এগ্রিমেন্ট (টিকফা) এর পঞ্চম সভা বিগত ০৫ মার্চ ২০২০ তারিখ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

৫ মার্চ ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ৫ম টিকফা সভায় উপস্থিত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দীনসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

উক্ত সভায় বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ট্রেড ফ্যাসিলেশন এগ্রিমেন্ট (টিএফএ) বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান, বাংলাদেশে মার্কিন বিনিয়োগ ও টেকনোলজি ট্রান্সফার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাজারে বাংলাদেশি পণ্য ও সেবার অগ্রাধিকার বাজার সুবিধা (Preferential Market Access) প্রদানের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। এ বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অনুরোধ করা হয়;

৭) মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডব্লিউটিও সেল কর্তৃক ডব্লিউটিও'র টেকনিক্যাল এসিসটেন্স প্রোগ্রামের আওতায় ট্রিপস (TRIPS), এসপিএস (SPS), টিবিটি (TBT) নোটিফিকেশন, ট্রেড ইন সার্ভিসেস, নন-এগ্রিকালচার মার্কেট একসেস (নামা) বিষয়ে একাধিক কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় এবং এর মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ১২০০ জনের অধিক কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, চেম্বার অফ কমার্সের প্রতিনিধি এবং সাংবাদিকবৃন্দকে বাণিজ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

SI	Training/Workshop Name	Date	Participant Number
1.	Anti-Dumping and Countervailing Duty-Emerging Avenue for Cost Auditors	6-7 September, 2019	237
2.	Workshop on "Opportunities & Challenges of Harvesting Trade in Services Waiver Facilities under GATS"	17-18 September, 2019	30
3.	Workshop on "Developing a position paper to extend LDC related flexibilities for graduated LDCs in the WTO"	08 January, 2020	19
4.	Workshop on "Developing position paper of Bangladesh on E-Commerce in the WTO"	09 January, 2020	21
5.	Training Programme on ÒThe Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)"	21-22 January, 2020	50
	Total number of Training= 5		Total Participant=357

৮) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে একটি Institutional Memory গড়ে তোলার জন্য WTO'র EIF Tier-1 প্রকল্পের আওতায় Enterprise Solution নামে একটি সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে যার মাধ্যমে বাণিজ্য সংক্রান্ত দলিল ও তথ্য সংরক্ষণ করা হবে। এর মাধ্যমে বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা যাবে। এর ফলে একদিকে যেমন বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন দলিল ও তথ্য সংরক্ষিত থাকবে একই সাথে সম্ভাবনাময় রপ্তানি বাজারে বিদ্যমান শুল্ক ও অ-শুল্ক (নন-ট্যারিফ) প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করে তা দূরীকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করার মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে;

Rapid e Trade Readiness Assessment Report of Bangladesh এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন আইসিটি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনায়েদ আহমেদ পলক, এমপি

ডব্লিউটিও কর্তৃক আয়োজিত 'LDC Graduation & the WTO' শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ড. মোঃ জাফর উদ্দীন

৯) সুবিধাভোগীদেরকে নিয়মিত বাণিজ্য সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য প্রদান, বাণিজ্য সহজীকরণের কার্যক্রম জোরদার করা এবং দেশের নারী উদ্যোক্তাদেরকে বাণিজ্যের মূল স্রোতধারায় আনয়নের উদ্দেশ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি-১ (BRCP-1) শিরোনামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ ট্রেড পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে।

Information Sharing for Bangladesh Trade Portal উপলক্ষ্যে আয়োজিত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপি

এতে জনগণের বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য লাভ সহজীকরণ করা হয়েছে। প্রজেক্ট এর আওতায় ৩৯টি দপ্তর/সংস্থার সাথে তথ্য আদান-প্রদানের বিষয়ে চুক্তি হয়েছে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে গঠিত ন্যাশনাল ট্রেড এ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট ফ্যাসিলিটেশন কমিটি (NTTFC) বাণিজ্য সহজীকরণের বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কতৃর্ক গৃহীত কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করছে। (NTTFC) এর সুপারিশ অনুসারে রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৩ টি স্টাডি করা হয়েছে। এ ছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় ৫০০ জন নারী উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এ পর্যন্ত ৫০ জন নারী উদ্যোক্তাকে Increasing of Women Participants in the Cut-flower Sector in Bangladesh শিরোনামে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

১০) ই-কমার্স

তথ্য প্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে সারা বাংলাদেশেই-কমার্স ব্যবসার প্রসার ঘটাতে এবং ই-কমার্স ইন্ডাস্ট্রিকে যুগোপযোগী করে তোলার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'ই-বাণিজ্য করবো, নিজের ব্যবসা গড়বো' শিরোনামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ই-কমার্স খাতে নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে তথ্য প্রযুক্তির সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করা এ প্রকল্পের অধীনে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আগ্রহী এমন সর্বমোট ৫০০০ জন নতুন উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে, ৬৫টি ব্যাচে সর্বমোট ১৬২৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তার মধ্যে নারী প্রশিক্ষণার্থী ৬৬০ জন এবং পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী ৩৮০ জন। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১০৫০ জনকে ৪২টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

আশা করা যায়, এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে যা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে উন্নীত করতে সহায়তা করবে;

'ই-বাণিজ্য করবো নিজের ব্যবসা গড়বো' প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ শেষে সার্টিফিকেট প্রদান করছেন সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ড. মোঃ জাফর উদ্দীন

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ভক্সিটিও সেল এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা

১.ঊ) পরিকল্পনা সেল

i. বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ১০টি প্রকল্প চলমান ছিল। এর মধ্যে ০৪টি প্রকল্প বিনিয়োগ ও ০৬টি প্রকল্প কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। প্রকল্পগুলির জন্য ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ২০৭০৮.০০ লক্ষ (দুইশত সাত কোটি আট লক্ষ) টাকা যার মধ্যে জিওবি ৭১৬৭.০০ লক্ষ (একাত্তর কোটি সাতষট্টি লক্ষ) টাকা, বৈদেশিক সহায়তা ছিল ১৩৪৭৬.০০ লক্ষ (একশত চৌত্রিশ কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ) টাকা এবং নিজস্ব অর্থ ছিল ৬৫.০০ (পঁয়ষট্টি) লক্ষ টাকা। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বাস্তবায়নের হার ৮৮.০১%। উল্লেখ্য যে, এ বছর জাতীয় অগ্রগতি ছিল ৮০.৪৫%। সরকারি অর্থের বাস্তবায়নে এ মন্ত্রণালয় ৫৮টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ষষ্ঠ স্থান অর্জন করেছে। সরকারি অর্থের বাস্তবায়নের হার ৯৪%।

সাল	চলমান প্রকল্প	আরএডিপি বরাদ্দ	নতুন প্রকল্প	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)
২০১৯-২০২০	১০টি	২০৭.০৮	০৬	৩০০.০০
২০১৮-২০১৯	১২	২৭৯.৫১	০৪	২০০.০০
২০১৭-২০১৮	০৯	১৩০.২৪	০৩	১৫০.০০

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রমসমূহ:

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৪০০টি ফার্মের পরিবেশগত, সামাজিক ও গুণগতমান আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে বজায় রাখার জন্য ইআরএফ কর্মসূচিটি শুভ উদ্বোধন করেন। এ কর্মসূচিটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৪.০০ কোটি টাকা।
- করোনাকালীন সময়ে ই-বাণিজ্য করবো, নিজের ব্যবসা গড়বো প্রকল্পের মাধ্যমে ই-বাণিজ্য বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- এক্সপোর্ট কম্পেটিটিভনেস ফর জবস প্রকল্পের মাধ্যমে ০২টি টেকনোলোজি সেন্টার স্থাপনের জন্য গাজীপুর ও সাভারে জমি অধিগ্রহণ করা হয়।
- বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১ এর মাধ্যমে "Study on Comparable Countries are Addressing Implementation of TFA', 'Study on Review of Collaborative Border Management Institutional mechanisms for Coordinating across Sectors/Ministries and across Countries' & 'Review of Policy, Laws and Regulations Governing Border Management and Operations in Bangladesh" বিষয়ে ০৩টি সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।
- চা চাষের সম্প্রসারণের জন্য প্রান্তিক চা চাষীদের বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদান ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

ii. চলমান প্রকল্প:

১)

১. প্রকল্পের নাম	:	বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশীপ এক্সিবিশন সেন্টার নির্মাণ (১ম সং)
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ সরকার ইপিবি এবং চায়না সরকার
মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	১৩০৩৫০
প্রকল্প এলাকা	:	৪ নম্বর সেক্টর, পূর্বাচল, ঢাকা
প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম	:	ভূমি সংগ্রহ ও উন্নয়ন এবং প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন
৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	:	৭৭%

নির্মাণাধীন 'বাংলাদেশে-চায়না ফ্রেন্ডশীপ এক্সিবিশন সেন্টার' এর ছবি

উপর থেকে নেয়া 'বাংলাদেশে-চায়না ফ্রেন্ডশীপ এক্সিবিশন সেন্টার' এর ছবি

২)

২. প্রকল্পের নাম	:	এক্সপোর্ট কম্পেটিটিভনেস ফর জবস
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	পিএ-আইডিএ
মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	১০১২১২
প্রকল্প এলাকা	:	মিরসরাই চট্টগ্রাম, হাইটেক পার্ক, কালিয়াকৈর, গাজীপুর কেরানীগঞ্জ, ঢাকা (সম্ভাব্য)
প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম	:	চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্লাস্টিক সেক্টরের এর উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি বাজারে প্রবেশের জন্য বিদ্যমান শর্তাবলি প্রতিপালনে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও চারটি টেকনোলজি সেন্টার নির্মাণ।
৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	:	৭৭%

৩)

৩. প্রকল্পের নাম	:	বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ সরকার ও আইডিএ
মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	৬৮০০
প্রকল্প এলাকা	:	দেশের বৃহত্তর জেলাসমূহ
প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম	:	অংশীজনের মধ্যে সমন্বয় সাধন, ন্যাশনাল ট্রেড পোর্টাল এর উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং নারী ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	:	৭৩%

৪)

৪. প্রকল্পের নাম	:	স্ট্রেনদেনিং ইনস্টিটিশনাল ক্যাপাসিটি এন্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলাপমেন্ট ফর ট্রেড প্রমোশন
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (ইআইএফ)
মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	৬৯৩
প্রকল্প এলাকা	:	ঢাকা
প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম	:	প্রশিক্ষণ ও গবেষণা
৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	:	৬৪%

৫)

৫. প্রকল্পের নাম	:	এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন দ্যা চট্টগ্রাম হিল ট্রাক্টস
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	জিওবি ও বিটিবি
মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	৯৯৯
প্রকল্প এলাকা	:	সদর, রুমা ও রোয়াংছড়ি উপজেলা, বান্দরবান
প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম	:	১৬ লক্ষ চায়ের চা উৎপাদন ও চাষীদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ, চা ফ্যাক্টরি স্থাপন এবং সেচ যন্ত্র ক্রয়
৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	:	৮৫%

৬)

৬. প্রকল্পের নাম	:	প্রমোশন অব সোশ্যাল এন্ড এনভায়রনমেন্টাল স্ট্যান্ডার্ডস ইন দি ইন্ডাস্ট্রি-III
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	জিআইজেড
মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	৬৮৩৯
প্রকল্প এলাকা	:	ঢাকা
প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম	:	প্রশিক্ষণ প্রদান ও মিনি ফায়ার ব্রিগেড স্থাপন, সামাজিক ও পরিবেষ মানদন্ডের উন্নয়ন এবং আহত শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক আরএমজি সেক্টরে পুনর্বাসন
৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	:	৯৭%

৭)

৭. প্রকল্পের নাম	:	ই-বাণিজ্য করবো, নিজের ব্যবসা গড়বো
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	১৮০০
প্রকল্প এলাকা	:	ঢাকা
প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম	:	ই-কর্মাস খাতে নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের তথ্য প্রযুক্তির সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করা
৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	:	৪৮%

৮)

৮. প্রকল্পের নাম	:	এক্সপোর্ট ডাইভারসিফিকেশন এন্ড কম্পিটিটিভনেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	৯৯৫
প্রকল্প এলাকা	:	ঢাকা
প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম	:	ঔষুধ শিল্প, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য শিল্প ও আধুনিক বস্ত্র শিল্পের খাতকে বৈদেশিক রপ্তানি প্রক্রিয়া সক্ষমতা বৃদ্ধি করা
৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	:	২৬%

Export Competitiveness for jobs প্রকল্পের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি

৯)

৯. প্রকল্পের নাম	:	ইরাডিকেশন অব রুরাল পোভার্টি বাই এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন লালমনিরহাট
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বিটিবি'র নিজস্ব অর্থায়ন
মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	৪৮৭
প্রকল্প এলাকা	:	লালমনিরহাট
প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম	:	১৮ লক্ষ চা চারা উৎপাদন, সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং চা চাষীদের উদ্বুদ্ধকরণ
৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	:	৭০%

১০)

১০. প্রকল্পের নাম	:	এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন নর্দান বাংলাদেশ
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বিটিবি'র নিজস্ব অর্থায়ন
মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	৪৯৮
প্রকল্প এলাকা	:	পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর ও নীলফামারী জেলাসমূহ
প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম	:	১০ লক্ষ চা চারা উৎপাদন ও ক্ষুদ্র চাষীদের মাঝে বিতরণ
৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	:	৮৪%

iii. বিশেষ উদ্যোগ/প্রকল্প:

বিশেষ প্রকল্পের নাম	:	Garment Industry Park
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	BGMEA
মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	২.৩ বিলিয়ন ডলার (প্রায়)
প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ	:	৫৩০.৭৮ একর
প্রকল্প এলাকা	:	গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ
প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম	:	২৫৩টি কারখানা স্থাপন, আইটি পার্ক, ডে-কেয়ার সেন্টার, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, ডাম্পিং ইয়ার্ড, লেক, হাসপাতাল ইত্যাদি
সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ	:	তিন (৩) ধাপে প্রকল্পের কাজ ২০২২ সালের মধ্যে সমাপ্তির আশা করা যাচ্ছে
সর্বশেষ অবস্থা:		২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলায় ৫৩০.৭৮ একর জমির উপর গার্মেন্টস শিল্প পার্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। শিল্প পার্কটি বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে BGMEA-কে দায়িত্ব দেয়া হয়। BGMEA -এর পক্ষে এত বড় প্রকল্পে অর্থায়ন করা সম্ভব হবে না প্রতীয়মান হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চীন সফর কালে এ প্রকল্পে বিনিয়োগে BGMEA-এর অংশীদার হিসাবে ১০ জুন ২০১৪ তারিখে BGMEA-এর সাথে একটি চীনা কোম্পানি Orient International Holding Ltd. (OIH) এর MoU স্বাক্ষর হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৩ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে BGMEA এবং Orient International Holding Ltd. (OIH) এর মধ্যে একটি Framework Agreement স্বাক্ষর হয়| Framework Agreement এর অন্যতম শর্ত হলো BGMEA এবং OIH Ltd. একটি Joint Venture কোম্পানি গঠন করবে। কোম্পানির নাম হবে "China ORIENT-BGMEA Garment Industry Park Company Ltd". Joint Venture হিসাবে কোম্পানি নিবন্ধনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ চা বোর্ড বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল (পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, ঠাকুরগাঁও ও নীলফামারী) এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলায় চা চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র চা চাষীদের নিয়ে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করে

iv) প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন হলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ অর্জনের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ই-বাণিজ্যের সম্প্রসারণে করোনাকালীন যথোপযুক্ত প্লাটফরম গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। আন্তর্জাতিক রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে কার্যকরভাবে সহযোগিতা অক্ষুণ্ন রাখতে সমর্থ হবে। রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহের গুণগতমান বজায় রেখে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে উপনীত হয়ে বাণিজ্য বৃদ্ধি করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব শরিফা খান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা

১.ঋ) পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন এর কার্যাবলি:

বাংলাদেশে বিদ্যমান বিভিন্ন বাণিজ্য সংগঠন বিশেষ করে চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিসমূহ এবং দেশভিত্তিক বিভিন্ন এসোসিয়েশনসমূহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়-এর অধীন পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন (ডিটিও) উইং হতে লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের পরিবেশ উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ, আমদানি প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে বাণিজ্যিক সংগঠনসমূহ কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষে পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠনসমূহের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম মনিটরিং করেন।

কার্যাবলি:

- প্রস্তাবিত বাণিজ্য সংগঠন-কে নামের ছাড়পত্র প্রদান;
- কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন)-এর ২৮ ধারার ক্ষমতাবলে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান-কে লাইসেন্স প্রদান;
- বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ, ১৯৬১-এর ৩(২) ধারার ক্ষমতাবলে বাণিজ্য সংগঠন-কে লাইসেন্স প্রদান;
- বাণিজ্য সংগঠনের বিরোধ নিরসন ও অসন্তোষ প্রশমনে নীতিগত ও প্রশাসনিক সহযোগিতা প্রদান;
- বাণিজ্য সংগঠনের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহযোগিতাকরণ;
- বাণিজ্য সংগঠনসমূহের সংঘস্মারক ও সংঘবিধি সংশোধনে সহযোগিতাকরণ;
- বাণিজ্য সংগঠনসমূহের অডিট রিপোর্ট, বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাহী কমিটির নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় প্রতিবেদন সংরক্ষণ;
- যুক্তিসংগত কারণে কোন বাণিজ্য সংগঠন নির্বাচন

অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হলে বিধিমতে কমিটির মেয়াদ বৃদ্ধিতে সহযোগিতাকরণ;

- বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে লাইসেন্স প্রাপ্ত সংগঠনগুলো প্রচলিত আইন ও বিধি মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে কি না তা মনিটরিং করা এবং প্রয়োজনে নির্বাহী কমিটি বাতিলপূর্বক 'প্রশাসক' নিয়োগকরণ;
- বাণিজ্য সংগঠন সংক্রান্ত নতুন আইন প্রণয়ন ও বিদ্যমান আইন সংশোধন করার উদ্যোগ গ্রহণ;
- প্রয়োজনে বাণিজ্য সংগঠনসমূহের নির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং
- প্রয়োজনে অভিযুক্ত বাণিজ্য সংগঠনসমূহের লাইসেন্স বাতিল-এর ব্যবস্থা গ্রহণ।

বাণিজ্য সংগঠন উইং-এর এ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য অর্জন

- বাণিজ্য সংগঠন (ডিটিও) উইং থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে মোট ২১ (একুশ) টি বাণিজ্য সংগঠন/প্রতিষ্ঠান-কে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে;
- বিনিয়োগ প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের লক্ষ্যে এবং Ease of Doing Business Index সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান আরও উন্নত করার লক্ষ্যে কোম্পানির সাধারণ/কমন সিল/অফিসিয়াল সিল ব্যবহার বিলোপ (Eliminate) এর বিধান সংশোধন করে 'কোম্পানি (সংশোধন) আইন, ২০২০' মহান জাতীয় সংসদে ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে পাশ হয় যা ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে;
- বিনিয়োগ প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ এবং অধিকতর ব্যবসাবান্ধব সুবিধাদি প্রদানের লক্ষ্যে 'একব্যক্তি কোম্পানি' এর বিধান সংযোজন করে 'কোম্পানি (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০২০' এর খসড়া মন্ত্রিসভা বৈঠকে চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করেছে যা আইন আকারে পাশের জন্য মহান জাতীয় সংসদে প্রেরণ করা হয়েছে;
- মন্ত্রিসভা বৈঠকে নীতিগত অনুমোদনের পর বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২০ এর খসড়া ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ভেটিং পরবর্তীতে উক্ত খসড়া আইন চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে;
- পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন উইং থেকে দেশের বিভিন্ন সেক্টরে জুন, ২০২০ পর্যন্ত লাইসেন্স প্রাপ্ত বাণিজ্য সংগঠনের সংখ্যা ৯১৪টি। এদের মধ্যে মোট চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সংখ্যা ১১৬টি, পেশাজীবী গ্রুপ/মালিক গ্রুপের সংখ্যা ১৮৬ টি, বাংলাদেশভিত্তিক এসোসিয়েশন-এর সংখ্যা ৪৪৮টি এবং কোম্পানি আইন, ১৯৯৪-এর ২৮ ধারায় লাইসেন্স প্রাপ্ত অলাভজনক সংগঠন-এর সংখ্যা ১৬৪টি; এবং
- ১১৬টি চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর মধ্যে ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)-১টি, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রি-১টি, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম, রংপুর, বরিশাল), উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সংখ্যা ১৫টি (বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, ঢাকা, চিটাগাং, রংপুর, কিশোরগঞ্জ, সিলেট, ফরিদপুর, বরিশাল, বান্দরবান, রাজশাহী, কুমিল্লা, শেরপুর, সিরাজগঞ্জ, পটুয়াখালী, নরসিংদী), জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সংখ্যা ৬৪টি, উপজেলা চেম্বার-এর সংখ্যা ১ (এক)টি (ভৈরব), যৌথ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সংখ্যা ২৯টি।

করোনাকালীন সময়ে RMG Sustainable Council (RSC) কে লাইসেন্স প্রদান

রানা প্লাজা পরবর্তী সময়ে তৈরি পোশাক খাতের ফ্যাক্টরীর নিরাপত্তা, পরিদর্শন, মনিটরিং এবং কর্মীদের সকল প্রকার নিরাপত্তা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম মনিটরিং-এর জন্য এ্যাকর্ড এ্যালায়েন্স কাজ করছিলো। গত ৩১ মে ২০২০ তারিখ এ্যাকর্ড এ্যালায়েন্স-এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে ড. রুবানা হক, সভাপতি, বিজিএমইএ RMG Sustainable Council (RSC) গঠন করে কোম্পানি আইন, ১৯৯৪-এর ২৮ ধারায় লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেন। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে RMG Sustainable Council (RSC)-কে কোম্পানি আইন, ১৯৯৪-এর ২৮ ধারায় বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। RMG Sustainable Council (RSC) বাংলাদেশ তৈরি পোশাক খাত (আরএমজি)সমূহের অগ্নি, বৈদ্যুতিক, অবকাঠামো এবং বয়লার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষণ, পরিদর্শন ও সত্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করবে।

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলাম, পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাণিজ্য সংগঠন আইন সংক্রান্ত সভা।

১.এ) নভেল করোনা ভাইরাস (Covid-19) এর প্রাদুর্ভাবের প্রেক্ষাপটের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ/কার্যক্রমসমূহ

সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে টিসিবির পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম

i. ২০২০ সালের শুরুতে বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়লে ইউরোপ ও আমেরিকার ক্রেতারা বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের ক্রয়াদেশ স্থগিতসহ বাতিল করা শুরু করে। পরবর্তীতে মার্চ ২০২০ থেকে বাংলাদেশে কোভিড-১৯ সংক্রমণ দেখা দিলে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়। এ পরিস্থিতিতে তৈরি পোশাকের রপ্তানি অনেকাংশে হ্রাস পায়। সরকার এ পরিস্থিতি উত্তরণে তৈরি পোশাকের বড় রপ্তানি বাজার ইউএস এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নে পণ্য সরবরাহে বিদ্যমান বিশেষ সুবিধা অব্যাহত রাখা এবং চলমান কোভিড-১৯ মহামারীর সংকটকালে শিল্পখাতের সুরক্ষা এবং বিপুল শ্রমিকদের জীবনমান অক্ষুন্ন রাখার বিষয়ে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার জন্য মার্কিন বাণিজ্যমন্ত্রী ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের ট্রেড কমিশনারকে ব্যক্তিগত অনুরোধ জানিয়ে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী কর্তৃক পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। চলমান কোভিড-১৯ মহামারীর প্রেক্ষাপটে বিদেশের বাজারে তৈরি পোশাক খাতের বাজার ধরে রাখা এবং উদ্ভূত যে কোনো সমস্যা নিরসনের জন্য বাণিজ্য সচিবের নের্তৃত্বে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। টাস্কফোর্স পরিস্থিতি পর্যালোচনা করছে এবং প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে কাজ করছে। বিভিন্ন দেশে কর্মরত কমার্সিয়াল উইং নিয়মিতভাবে বিদেশি ক্রেতা, ক্রেতাসংগঠন ও সে দেশের সংশ্লিষ্ট সরকারি অফিসের সাথে যোগাযোগ/নেগোশিয়েসনের মাধ্যমে রপ্তানি অক্ষুন্ন এবং প্রসারে কাজ করছে। তাছাড়া, এ খাতের চলতি মূলধনের সরবরাহ অব্যাহত রাখা এবং শ্রমিক/কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি পরিশোধে স্বল্পসুদে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ১২.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অধিক বা লক্ষাধিক কোটি টাকার প্রণোদনায় তৈরি পোশাক শিল্পের বেতন পরিশোধের সুবিধার্থে কারখানা মালিকদেরকে স্বল্পসুদে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। যা দিয়ে তারা চার মাসের বেতন পরিশোধ করতে পারবে;

ii. কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষিতে রপ্তানি সমস্যা নিরসন ও রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের নিমিত্তে বাণিজ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গঠিত টাস্কফোর্স প্রতি সপ্তাহে সভা আয়োজন করে থাকে। মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বাণিজ্য সচিবের নেতৃত্বে কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষিতে রপ্তানি সমস্যা নিরসন ও রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গঠিত টাস্কফোর্স কমিটির সভা প্রতি সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ সভাতে রপ্তানি বৃদ্ধি, রপ্তানি বাজার প্রসার ও অন্যান্য উদ্ভূত সংকট মোকাবেলার নিমিত্ত যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ইতোমধ্যে এই কমিটির পর্যবেক্ষণের আলোকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে বিশ্বব্যাপী চাহিদা সংকোচনের ফলে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, মে ও জুন মাসের রপ্তানি আয় যথাক্রমে ৪.২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৩.৮৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৩.৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ০.৮৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ১.৪৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২.৭১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্জিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ৩১ দফা নির্দেশনার ২৯ নং নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি মেনে কল-কারখানা চালু রাখার বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফলশ্রুতিতে কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে রপ্তানি আয়ের প্রবণতা নিম্নমুখী থাকলেও সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে রপ্তানি আয়ের প্রবণতা উর্ধ্বমুখী হতে শুরু করেছে। অর্থাৎ

কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে সামগ্রিকভাবে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ব্যাহত হলেও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিকল্প রপ্তানি পণ্য প্রসারে উৎসাহ প্রদানসহ সরকারের নানামুখী পদক্ষেপের কারণে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে রপ্তানি আয় এসে দাড়ায় ৩৩.৬৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে;

iii. এ প্রেক্ষাপটে ১৬ জুলাই ২০২০ তারিখে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের রপ্তানি লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (পণ্য খাতে ৪১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং সেবা খাতে ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার);

iv. ২০২০-২০২১ অর্থবছরের শুরুতেই রপ্তানি বাণিজ্য ঘুরে দাঁড়িয়েছে। জুলাই ২০২০ মাসে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩.৯১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। যা একক মাস হিসেবে সর্বোচ্চ রপ্তানি আয় এবং এ আয় জুলাই মাসে লক্ষমাত্রার চেয়ে ১৩.৩৯% এবং গত বছর জুলাই মাসের রপ্তানি আয়ের চেয়ে ০.৫৯% বেশি;

v. কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে বিশ্বব্যাপী Medical-equipment and Personal Protective Equipment (MPPE) চাহিদা তৈরি হওয়ায় এর উৎপাদন ও রপ্তানির বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনা করেছে এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে সার্বিক সহয়তা প্রদান করছে। এর ফলে MPPE রপ্তানি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে;

vi. কোভিড-১৯ এর বাস্তবতায় রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণ এবং প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রপ্তানি প্রণোদনার অন্তর্ভুক্ত রপ্তানি পণ্য বা খাতে বিদ্যমান প্রণোদনার হার যৌক্তিকরণ ও সহজীকরণসহ নতুন নতুন সম্ভাবনাময় খাত কে রপ্তানি প্রণোদনাসহ নীতি সুবিধার আওতায় আনয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। সার্জিক্যাল ও মেডিকেল সামগ্রী, হালাল ফ্যাশান, কোভিড ভাইরাস প্রোটেকটিভ ক্লোদস প্রভৃতি রপ্তানির বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে;

vii. করোনা ভাইরাসজনিত পরিবর্তিত বিশ্ববাণিজ্য পরিস্থিতিতে নতুন চাহিদার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য সম্ভাবনাময় রপ্তানি পণ্য/সেবা চিহ্নিতকরণ ও তদানুযায়ী বাংলাদেশি রপ্তানিকারকদের জন্য সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন দূতাবাসে কর্মরত কমার্শিয়াল কাউন্সিলর/প্রথম সচিবগণ কাজ করে যাচ্ছেন এবং ক্রেতা প্রতিষ্ঠান/বায়ার এর সাথে আলোচনা করে ক্রেতা কর্তৃক রপ্তানি আদেশ যাতে বাতিল না হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করছেন। এ ছাড়া বাংলাদেশের উদ্যোক্তা/রপ্তানিকারকগণ যাতে ক্রেতা দেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/বায়ার-এর সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনপূর্বক নতুন নতুন পণ্য/সেবা রপ্তানির আদেশ বৃদ্ধির জন্য আশু কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন সে বিষয়ে সকল ট্রেড অর্গানাইজেশনকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। কোভিড-১৯ তথা করোনা মহামারীর সময় সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটিকালীন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর/অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি করোনা মোকাবেলা সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি প্রতি সপ্তাহে সভা অনুষ্ঠানপূর্বক বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার দর জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার নিমিত্তে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদন, স্টক, বিপণনসহ আমদানি-রপ্তানিসহ যাবতীয় বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করা হয়। তাছাড়া, উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পেঁয়াজসহ ০৭টি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের একটি বাৎসরিক ক্যালেন্ডার প্রণয়নের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ক্যালেন্ডারটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে এক নজরে যেকোন পণ্যের অভ্যন্তরীণ চাহিদা, উৎপাদনের সময়কাল, বিভিন্ন সময়ের স্টক, আমদানির তথ্যসহ যাবতীয় তথ্য উঠে আসে। ফলে সংশ্লিষ্ট পণ্যটির বিষয়ে সরকার আগাম সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

viii. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্যদের সহযোগিতায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসহ অন্যান্য পণ্য সমুদ্র ও স্থল বন্দরে দ্রুত শুল্কায়ন ও খালাস, অভ্যন্তরীণ নৌ ও সড়ক পথে পণ্যের অবাধ পরিবহন নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে;

ix. করোনাকালে সাশ্রয়ী মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার লক্ষ্যে টিসিবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের মার্চ ২০২০ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত টিসিবি কর্তৃক ২,৮৩৪ জন ডিলারের মাধ্যমে ২৬,১৬২টি ভ্রাম্যমাণ ট্রাকসেলের মাধ্যমে ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ ৭০ হাজার লোকের কাছে ন্যায্য মূল্যে প্রায় ১,২১,০০০ মেট্রিক টন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যাদি যেমন: তেল, ডাল, চিনি, পেঁয়াজ, ছোলা ও খেজুর বিক্রয় করা হয়; যা গত অর্থবছরের তুলনায় পণ্যভেদে ১০-২০ গুণ বেশি। সারাদেশব্যাপী টিসিবির ট্রাক সেল মনিটরিং করার নিমিত্তে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে মনিটরিং টিম গঠন করা হয়েছে। উক্ত টিম টিসিবির ট্রাক সেল কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করেছে; এবং

x. করোনা ভাইরাস সৃষ্ট মহামারী প্রতিরোধসহ সর্বস্তরের জনগণের জীবন-জীবিকা নির্বাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়) ইতোমধ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে:

১) দেশের অভ্যন্তরে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী উৎপাদনকারী বড় বড় গ্রুপ অব কোম্পানি যেন তাদের

ই-কমার্স বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

উৎপাদন, বিপণন ও সরবরাহ ব্যবস্থা সঠিক রাখতে পারে সেজন্য বিভিন্ন সরকারি দপ্তরসহ আমদানিকারক ও সকল স্তরের ব্যবসায়ীদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হয়েছে;

২) নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য, শিশুখাদ্য, ওষধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম যাতে সহজে আমদানি করা যায় সে লক্ষ্যে আমদানিকারকদের বিভিন্ন নীতি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং হচ্ছে;

৩) আমদানিকারকগণের পুঁজি সংকটের কারণে যাতে আমদানি বিঘ্নিত না হয় সে লক্ষ্যে আর্থিক প্রণোদনা ও ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে;

৪) নিত্য প্রয়োজনীয় জরুরি আমদানিকৃত পণ্য দ্রুত খালাসের লক্ষ্যে নৌবন্দর, স্থল বন্দরসহ শুল্কায়ন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে;

৫) প্রতিদিন ঢাকা মহানগরসহ দেশব্যাপী বাজার মনিটরিং টিমের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা চলমান রয়েছে;

৬) ঢাকা মহানগরীতে ১৫০টিসহ সারাদেশে টিসিবির ৫৫০টি ট্রাক সেলের মাধ্যমে তেল, চিনি, মশুর ডাল, ছোলা, খেজুর ও পেঁয়াজ সর্বসাধারণের মাঝে ন্যায্য মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যা পণ্যভেদে গত বছরগুলোর তুলনায় ১৫-২০ গুণ বেশি;

৭) কোভিড-১৯ মোকাবেলায় বাংলাদেশ কে প্রথম স্বীকৃতি দানকারী দেশ ভুটানের ৩০ হাজার প্রবীণ নাগরিকের জন্য বাংলাদেশ হতে জরুরি ঔষধ প্রেরণ এবং মালয়েশিয়ায় হাইড্রোক্সোক্লোরোকুইনাইন ট্যাবলেট রপ্তানির বিষয়ে ইতিবাচক মতামত প্রেরণ করা হয়েছে;

৮) বাংলাদেশ হতে সংযুক্ত আরব আমিরাতে খাদ্যশস্য, গোমাংস, ফলমূল ও শাকসবজী রপ্তানির বিষয়ে এবং বাংলাদেশ হতে চাল, গম, এডিবল অয়েল, ব্রেড এবং চিনি রপ্তানির বিষয়ে কাতারের আগ্রহ সৃষ্টির বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ হতে সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং কাতারে বর্ণিত পণ্যসমূহ রপ্তানি করা হয়েছে;

৯) করোনা ভাইরাসজনিত পরিস্থিতিতে বিশ্বের অনেক দেশই চলাচল ও পরিবহন সীমিতকরণের লক্ষ্যে নানারকম কর্মসূচি (যেমন: লক-ডাউন) বাস্তবায়ন করছে যা পণ্যের অবাধ পরিবহনকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। এ অবস্থায় সরবরাহকারী কোনো দেশ কোনোরূপ নিষেধাজ্ঞা বা অন্য কোন প্রতিবন্ধকতা আরোপ করছে/করতে যাচ্ছে কী-না তা তথ্য ও উপাত্তের নিরিখে বিশ্লেষণপূর্বক বিভিন্ন দেশে কর্মরত কমার্শিয়াল কাউন্সিলর/প্রথম সচিবগণ নিয়মিতভাবে অবহিত করেছেন;

১০) কোভিড-১৯ এর কারণে শুধুমাত্র বাংলাদেশেই নয় সমগ্র বিশ্বেই আমদানি, রপ্তানি, উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থায় প্রভাব পড়েছে। এ প্রেক্ষাপটে রপ্তানিমুখী শিল্পে নানাবিধ নীতি সুবিধাসহ নগদ আর্থিক প্রণোদনা অব্যাহত রয়েছে। কোভিড-১৯ এর বাস্তবতায় রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত রপ্তানি প্রণোদনার অন্তর্ভুক্ত রপ্তানি পণ্য ভর্তুকির খাতে বিদ্যমান প্রণোদনা সহজিকরণ ও যৌক্তিকীকরণসহ নতুন নতুন খাতে কে রপ্তানি প্রণোদনা প্যাকেজে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কার্যক্রম গ্রহণ করছে;

১১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক "বর্ষপণ্য-২০২০" হিসেবে ঘোষিত 'লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য (বাইসাইকেল, মটরসাইকেল, অটোমোবাইল, অটো-পার্টস, ইলেকট্রিক পণ্য, ইলেকট্রনিক্স, এ্যাকুমুলেটর ব্যাটারী, সোলার ফটোভলটিক মডিউল, খেলনাসহ অন্যান্য পণ্য)' সমূহে

প্রণোদনাসহ নানাবিধ নীতি সুবিধা প্রদানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কার্যক্রম গ্রহণ করছে;

১২) ডিসপোজেবল ফেসমাস্ক এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজারের রপ্তানি বন্ধকরণে জারিকৃত গণবিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করা হয়েছে। ঢাকা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সীমিত সময়ের জন্য কাস্টমস স্টোরেজ এর প্রদেয় চার্জ সম্পূর্ণরূপে মওকুফ সংক্রান্তে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সরকারি সোলারকেন্দ্রিক প্রকল্পসমূহে দেশীয় সোলার শিল্পের অগ্রাধিকারমূলক অংশগ্রহণ/যৌক্তিক কোটা বরাদ্দ সংক্রান্তে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। রপ্তানিতে সহায়তাকল্পে কাঁচামাল আমদানিতে ১০০% ব্যাংক গ্যারান্টির অনুকূলে শুল্ক ও বন্ড সুবিধা প্রদান বিষয়ে পর্যালোচনাপূর্বক বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদনের জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে;

১৩) কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে বিশ্বব্যাপী Medical-equipment and Personal Protective Equipment (MPPE) চাহিদা তৈরি হওয়ায় এর উৎপাদন ও রপ্তানির বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনা করেছে এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে সার্বিক সহয়তা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে;

১৪) দেশের ই-কমার্স কার্যক্রম সচল রাখার জন্য নিয়মিত তদারকি করা হয়েছে। জনগণের জীবন জীবিকা স্বাভাবিক রাখাসহ গৃহে অবস্থানকারী জনসাধারণের কাছে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের পাশাপাশি অন্যান্য পণ্যসামগ্রী ও ঔষধ সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;

১৫) করোনা মহামারী মোকাবেলার জন্য আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত বিভিন্ন সরকারি প্রজ্ঞাপন সংশ্লিষ্টদেরকে অবহিত করার পাশাপাশি ডব্লিউটিওতে তা নোটিফাই করা হয়েছে;

১৬) খাদ্যসহ অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের আমদানি ও রপ্তানি যাতে বন্ধ না হয় সেজন্য ডব্লিউটিও'র এলডিসিভুক্ত দেশসমূহকে নিয়ে অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রকে অনুরোধ করা হয়েছে;

১৭) করোনা ভাইরাসের সম্ভাব্য প্রাদুর্ভাব বিবেচনায় নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন, সরবরাহ, পরিবহন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে উদ্ভূত যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে একটি সেল সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে; এবং

১৮) ই-কমার্স ব্যবস্থা এবং ডেলিভারি কোম্পানিগুলো বৈশ্বিক এই করোনা মহামারীর (কোভিড-১৯) সময়ে অনলাইন অর্ডারের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে। এটিকে আরো সহজতর করতে বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে যাচ্ছে, যেখানে সকলই-কমার্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীরা নিজেদের পণ্য রাখতে পারবে এবং সাধারণ ক্রেতারা সেই অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয় করতে পারবে। এ বিষয়ে তরুণ উদ্যোক্তাদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টিসহ নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া, বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করার লক্ষ্যে 'জাতীয় ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা ২০১৮' সংশোধন করা হয়েছে।

তৈরি পোশাক: বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি রপ্তানি আয় অর্জনকারী পণ্য

অধ্যায়: ২

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তার অধীন দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তার আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা যথা: বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন (বিটিসি), রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি), ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি), জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর (ডিএনসিআরপি), বাংলাদেশ চা বোর্ড (বিটিবি), আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর (সিসিআইঅ্যান্ডই), যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (আরজেএসসি), বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (বিসিসি), বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই) এবং বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (বিপিসি) এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করত ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। নিম্নে দপ্তর/সংস্থাভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড উপস্থাপন করা হলো:

২.অ) বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন (বিটিটিসি)

(১) পটভূমি

Protective Duties Act, 1950 (Act No. LXI of 1950) মোতাবেক দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ফরেন ট্রেড ডিভিশনের ২৮ জুলাই, ১৯৭৩ তারিখের রেজুল্যুশন নং-ADMN-IE-20/73/636-এর বলে একটি সম্পূর্ণ সরকারি দপ্তর হিসেবে ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ, মান উন্নয়ন এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারকে যথাযথ পরামর্শ প্রদানের নিমিত্ত ১৯৯২ সনের ৪৩নং আইনের মাধ্যমে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা (statutory public authority) হিসাবে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২৮ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখ বিশ্ব বাণিজ্যের গতি প্রকৃতি বিবেচনা ও সময়ের নীরিখে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ সংশোধন করে কমিশনের নাম 'বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন' করা হয় সেই সাথে কমিশনের কার্যধারায় ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়।

(২) কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

১৯৯২ সালে বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে অর্পিত দায়িত্বাবলি সম্পাদনের জন্য কমিশনের একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্ধারিত হয়। এ কাঠামো অনুযায়ী একজন চেয়ারম্যান এবং অনূর্ধ্ব তিনজন সদস্য সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হয়। কমিশনের চেয়ারম্যান বাংলাদেশ সরকারের সচিব পদমর্যাদার এবং সদস্যগণ বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা। এ ছাড়া কমিশনে ৪ (চার) জন যুগ্মপ্রধান, ১(এক) জন সচিব ও বিভিন্ন স্তরের ৩০ জন কর্মকর্তাসহ মোট ৩৯ জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা, ৪৩ জন তৃতীয় শ্রেণির এবং ৩৩ জন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর মঞ্জুরিকৃত পদ রয়েছে। বর্তমানে ২৮ জন কর্মকর্তা এবং ৬৪ জন কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। সংশ্লিষ্ট আইনের শর্ত অনুসারে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও কমিশনের সচিব সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। কমিশনের নিয়োগবিধি অনুযায়ী যুগ্ম-প্রধান ও উপপ্রধান পর্যায়ে ৫০% পদে সরকার প্রেষণে কর্মকর্তা নিয়োগ করে এবং কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী সরাসরি/পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ হয়ে থাকে।

(৩) কমিশনের সংক্ষিপ্ত কার্যাবলি

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন সংশোধন আইন, ২০২০ এর ৭ (১) ধারা অনুযায়ী দেশীয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষা, শিল্প সম্পদ উৎপাদনে প্রতিযোগিতায় উৎসাহ, শিল্প সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, দেশী পণ্য রপ্তানির উন্নয়ন, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে দেশে এবং বিদেশে দেশীয় শিল্প সম্পদ ব্যবহারের উন্নয়ন, ডাম্পিং ও বিদেশি পণ্যের আমদানি ও বিক্রয়ের ব্যাপারে অসাধু পন্থা প্রতিরোধকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এ ছাড়া ৭ (২) ধারা অনুযায়ী কমিশন এন্টি-সারকামভেনশন সংক্রান্ত তদন্ত, বাংলাদেশ হতে

রপ্তানিকৃত পণ্যের উপর বাণিজ্য প্রতিবিধান সংক্রান্ত পদক্ষেপ (এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টার ভেইলিং, সেইফগার্ড মেজার্স ও এন্টি সারকামভেনশন) এর ক্ষেত্রে দেশীয় রপ্তানিকারকগণকে সহায়তা প্রদান, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাজারদর নিরীক্ষণ ও পর্যালোচনা, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আওতায় বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তিতে সরকারকে সহায়তা প্রদান, বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে তথ্যাদি ও ডাটাবেজ সরবরাহ, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ এবং জনস্বার্থে উক্ত তথ্য সরকার ও প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ, অন্যান্য দেশের সহিত বাংলাদেশের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই ও চুক্তির সম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায়ন, ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প, ভোক্তা ও জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনায় গণশুনানির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিতকরণ, বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অংশীজনদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা বা সমীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে।

(৪) বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদান করেছে:

i. মিথানল আমদানির প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা সে বিষয়ে মতামত প্রদান;

ii. M/S WAQIAH Bd International কর্তৃক আমদানিকৃত কৃষিজ যন্ত্রপাতি ছাড়করণ বিষয়ে মতামত প্রদান;

iii. কোরবানি ঈদ ২০১৯ উপলক্ষে কাঁচা চামড়ার সম্ভাব্য মূল্য সম্পর্কে মতামত প্রদান বিষয়ে বাংলাদেশের বাজারে চামড়ার নির্ধারিত বাজারমূল্য, বর্তমান স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য পর্যালোচনা করে কাঁচা চামড়ার সম্ভাব্য মূল্য ধার্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে কমিশনের সুপারিশ প্রেরণ;

iv. ২০১৯-২০ অর্থবছরে জাতীয় বাজেটে শুল্ক ও করকাঠামো সংস্কার অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ভোজ্যতেলের মূল্যের প্রভাব ও সম্ভাব্য করণীয় বিষয়ে প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ ;

v. বাংলাদেশে লবণের উৎপাদন, পরিশোধন ও বিপণন ব্যবস্থায় জাতীয় লবণ নীতির প্রভাব বিষয়ে সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন;

vi. পেঁয়াজের উৎপাদন ও বর্তমান বাজার পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ করণীয় (আপৎকালীন) বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন;

vii. চাল রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি ভর্তুকি প্রদানের লক্ষ্যে কৃষি পণ্যের তালিকায় চাল অন্তর্ভুক্তিকরণ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন;

viii. স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত (Biaxially oriented polypropylene- BOPP) ফিল্মসকে নীতি সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত প্রতিবেদন;

ix. সিমেন্ট শিট রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা/ভর্তুকি প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিবেদন প্রদান;

x. পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্যের পাশাপাশি সিনথেটিক ও ফেব্রিকের মিশ্রণে তৈরি ব্যাগ ও অন্যান্য পণ্যের রপ্তানির বিপরীতে ভর্তুকি প্রদান সংক্রান্ত মতামত প্রদান;

xi. বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;

xii. বাংলাদেশ ও লেবাননের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;

xiii. বাংলাদেশ ও কানাডার মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;

xiv. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) এর সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;

xv. বাংলাদেশ-নেপাল PTA এর Template (Rules of Origin Modality) সহ বাংলাদেশের পণ্য তালিকা (Revised) প্রস্তুতকরণ;

xvi. প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-ভুটান PTA-এর অধীনে বাংলাদেশের অফার তালিকা প্রণয়ন;

xvii. Bangladesh-USA PTA Feasibility Study পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন;

xviii. চীন ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে করোনা ভাইরাস-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে বাংলাদেশের বাণিজ্যের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব সংক্রান্ত কার্যাদি;

xix. ব্রেক্সিট পরবর্তী শুল্ক কাঠামো সংক্রান্ত যুক্তরাজ্য-এর প্রস্তাবের ওপর মতামত;

xx. বাংলাদেশ ভিয়েতনামের মধ্যে আসন্ন Joint Trade Committee এর সভার জন্য মতামত প্রেরণ;

xxi. South African Customs union (SACU) ভুক্ত দেশসমূহে শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় রপ্তানি পণ্যের তালিকা প্রণয়ন;

xxii. বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক/বহুপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য রাজস্ব হ্রাস/ক্ষতি সংক্রান্ত তথ্য প্রদান;

xxiii. FTA/PTA-এর জন্য সম্ভাবনাময় দেশসমূহ চিহ্নিতকরণ;

xxiv. আখাউড়া স্থল বন্দর দিয়ে পণ্য আমদানির অনুমতি প্রদানসংক্রান্ত মতামত প্রেরণ;

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন আয়োজিত কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

xxv. বাংলাদেশের সিরামিক পণ্য রপ্তানিতে শুল্ক সুবিধা সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ;

xxvi. বাংলাদেশের সাথে নাইজেরিয়া ও ইথিওপিয়ার মধ্যে বাণিজ্য বিষয়ক হালনাগাদ তথ্য প্রেরণ;

xxvii. এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স সংক্রান্ত সচেতনতামূলক সেমিনার ও বিশেষায়িত কর্মশালা আয়োজন;

xxviii. পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড এর ওপর আরোপিত এন্টি-ডাম্পিং শুল্কের রিভিউ (Review) সংক্রান্ত; এবং

xxix. বাংলাদেশ হতে আমদানিকৃত পাটপণ্যের ওপর ভারত কর্তৃক কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপের লক্ষ্যে কনসালটেশন আহবান সম্পর্কিত।

(৫) অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

i. ***বাংলাদেশ-ভুটান অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) বিষয়ক কার্যাদি***

প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-ভুটান অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি এর খসড়ার ওপর প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রস্তাব, রুলস অব অরিজিনের খসড়া প্রস্তুতকরণ ও বাংলাদেশের অফার তালিকা চূড়ান্তকরণে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এর ফলশ্রুতিতে গত ১৬ জুন ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ-ভুটান পিটিএ সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক দ্বিতীয় সভায় পিটিএ চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়েছে;

ii. ***বাংলাদেশ-ইন্দোনেশিয়া অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ)বিষয়ক কার্যাদি***

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন বাংলাদেশ ইন্দোনেশিয়া অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির খসড়া-এর ওপর মতামত, বাংলাদেশের অনুরোধ তালিকা ও অফার তালিকা প্রণয়ন করে যা সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়;

iii. ***বিভিন্ন দেশের সাথে মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন***

কানাডা, লেবানন, থাইল্যান্ড ও তুরস্ক এর সাথে দ্বিপাক্ষিকমুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব সমীক্ষা প্রতিবেদন মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য দেশ নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে;

iv. ***অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সরবরাহ ও বাজারদর স্থিতিশীল রাখা***

অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সরবরাহ ও বাজারদর স্থিতিশীল রাখার জন্য জাতীয় মনিটরিং কমিটিকে সকল প্রকার দাপ্তরিক সহযোগিতা প্রদান;

v. ***অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারদর সরবরাহ***

রয়টার্স থেকে দৈনিকভিত্তিক অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারদর সংগ্রহপূর্বক বিশ্লেষণের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ডিজিএফআই, টিসিবি, এনএসআই, বাংলাদেশ ব্যাংক, এফবিসিসিআই এবং চাহিদা অনুসারে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে প্রেরণ করা হয়;

vi. ***জাতীয় বাজেটে শুল্ক ও কর কাঠামো সংস্কার বিষয়ে সুপারিশ প্রদান***

প্রতিবছর জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তির নিমিত্ত দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ ও নীতি সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে বিদ্যমান শুল্ক, ভ্যাট ও ট্যাক্স কাঠামো বিশ্লেষণপূর্বক সুপারিশ প্রদান করা হয়;

vii. ***এন্টিডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স শীর্ষক সচেতনতা সেমিনার আয়োজন***

২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সভাকক্ষে ভারত কর্তৃক আয়োজিত পাটজাত পণ্যের ওপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ ও পরবর্তী করণীয় শীর্ষক কর্মশালা

অংশ হিসাবে এন্টিডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড সংক্রান্ত সচেতনতা শীর্ষক একটি সেমিনার গত ২০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ও মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, ঢাকা এর যৌথ উদ্যোগে মেট্রোপলিটন চেম্বারের সম্মেলন কক্ষে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ভূমিকা এবং এন্টিডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স বিষয়ে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির নিমিত্ত সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ও মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এবং সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারগণ উপস্থিত ছিলেন; এবং

viii. ***এন্টিডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স শীর্ষক বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ আয়োজন***

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অংশ হিসাবে ভারত কর্তৃক পাটজাত পণ্যের ওপর এন্টিডাম্পিং শুল্ক আরোপ ও পরবর্তী করণীয় শীর্ষক বিশেষায়িত একটি কর্মশালা গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, এফবিসিসিআই, ডিসিসিআই, পাটপণ্যের উৎপাদক, রপ্তানিকারক ও অন্যান্য রপ্তানি বাণিজ্য ও উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত স্টেকহোল্ডারদের মধ্য হতে প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

(৬) করোনাকালের কার্যক্রম

i. করোনাকালীন সময়ে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন নিয়মিত দাপ্তরিক কাজ পরিচালনা করেছে;

ii. অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সাপ্লাই চেইন ঠিক রাখার লক্ষ্যে রপ্তানিকারক দেশসমূহের করোনা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বিকল্প বাজার সংস্থানপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ;

iii. স্থানীয় বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে করোনাকালীন সময়ে স্থানীয় উৎপাদন, আমদানি বিপণন ইত্যাদি পর্যালোচনা করে সুপারিশ প্রেরণ;

iv. জাতীয় বাজেটে দেশীয় শিল্পের আবেদন পর্যালোচনা করে শুল্ক কাঠামোর যৌক্তিক পরিবর্তনের বিষয়ে কমিশনের সুপারিশ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ; এবং

v. দেশীয় পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নগদ সহায়তা প্রদানের বিষয়ে কমিশনের সুপারিশ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

পাট ও পাটজাত দ্রব্য বাংলাদেশের অন্যতম রপ্তানি পণ্য

২.আ) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)

(১) ভূমিকা

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রপ্তানি খাতের ভূমিকা সুদৃঢ়ীকরণের লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কাজ করে যাচ্ছে। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর ক্রম উন্নয়নশীল প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার দ্বারা পণ্য উন্নয়ন, পণ্য যুগোপযোগীকরণ ও বহুমুখীকরণ এবং পণ্যের বাজার সৃষ্টি, বর্তমান বাজার সম্প্রসারণ ও সুদৃঢ়ীকরণ কর্মকাণ্ড বেগবান করার পাশাপাশি রপ্তানি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহকে দ্রুত সহজীকৃত সেবা প্রদান করা ব্যুরোর অভিলক্ষ্য।

(২) সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো তদানীন্তন পাকিস্তান আমলে ১৯৬২ সালে সরকারি সংস্থা হিসেবে যাত্রা শুরু করে। স্বাধীনতা উত্তর ১৯৭৭ সালে জারিকৃত অধ্যাদেশ (XLVII of 1977) বলে প্রথম শ্রেণির ৫৩ জন, দ্বিতীয় শ্রেণির ০৩ জন, তৃতীয় শ্রেণির ১৫৩ জন ও চতুর্থ শ্রেণির ৪৫ জনসহ সর্বমোট ২৫৪ জনবল সমৃদ্ধ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোকে আধা-স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় রূপান্তর করা হয়। পরবর্তীতে ১৪ জুলাই ২০১৫ তারিখে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৩ নং আইন) মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়। বর্তমানে এই আইনের আওতায় ব্যুরোর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

(৩) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর অর্গানোগ্রাম ও বর্তমান জনবল

১৬ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত ব্যুরোর ১৩৯তম পরিচালনা পর্ষদ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিবর্তিত বর্তমান প্রেক্ষাপটে ব্যুরোর অর্গানোগ্রাম পুনর্গঠন প্রস্তাব তৈরি করা হয়েছে যা বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে। ব্যুরোর অনুমোদিত ২৭৮ (বন্ধ হয়ে যাওয়া মিলানস্থ অফিস, বরিশাল ও বগুড়াস্থ অফিসের জনবলসহ) জনবলের মধ্যে বর্তমানে ১৮৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। মোট ৮৯টি পদ শূন্য রয়েছে (প্রেষণে-৮, নিয়োগ-৭২ এবং পদোন্নতি-০৯টি)।

(৪) পরিচালনা পদ্ধতি ও অফিসসমূহ

সংবিধিবদ্ধ এ সংস্থাটি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আইন, ২০১৫ এর আওতায় ২২ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদের দিকনির্দেশনায় পরিচালিত হয়। মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী পদাধিকার বলে ব্যুরোর পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান। সরকারের অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা ভাইস-চেয়ারম্যান এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তিনি পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে থাকেন। ব্যুরো পরিচালনায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করে। ঢাকার প্রধান কার্যালয় ব্যতীত চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায় আঞ্চলিক কার্যালয় এবং সিলেট, কুমিল্লা ও নারায়ণগঞ্জে শাখা কার্যালয়ের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রপ্তানি খাতের ভূমিকা সুদৃঢ়ীকরণের লক্ষ্যে ব্যুরো কাজ করে যাচ্ছে। ইতঃপূর্বে ইতালির মিলানে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর অফিস ছিল যা ১৯৯৩ সালে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। একইভাবে বরিশাল ও বগুড়াতে অবস্থিত শাখা কার্যালয় বিলুপ্ত করে তার জনবল প্রধান কার্যালয়ে আত্মীকরণ করা হয়েছে।

(৫) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর দায়িত্ব ও কার্যাবলি

i. দেশের রপ্তানি উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারী-বেসরকারি উভয় খাতের জন্য কার্যকর ও পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক ও সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

ii. রপ্তানি নীতি প্রণয়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে সহায়তা প্রদান;

iii. দেশের সম্ভাবনাময় রপ্তানিযোগ্য পণ্য অন্বেষণ, সম্ভাবনা পরীক্ষণ এবং সকল রপ্তানি পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান;

iv. দেশের সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহ কর্তৃক রপ্তানির জন্য গৃহীত বিভিন্ন প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধন এবং এ ধরণের প্রতিষ্ঠানের বিদেশে রপ্তানি বাণিজ্যে অংশগ্রহণের সক্ষমতা অর্জন বা রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, তথ্য ও সহায়তা প্রদান;

v. দেশের কাঁচামাল/আধা-প্রস্তুত পণ্য/প্রস্তুতকৃত পণ্যের রপ্তানি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাজার অন্বেষণ এবং পর্যবেক্ষণ;

vi. বিদেশে শিল্প, বাণিজ্য ও রপ্তানি মেলা বা প্রদর্শণীর আয়োজন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

vii. দেশের অভ্যন্তরে বাণিজ্য এবং রপ্তানি মেলা আয়োজন;

viii. বিদেশে দেশি পণ্যের প্রচারণার আয়োজন এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

ix. প্রশিক্ষণ/জরিপ/পরীক্ষণ/কারিগরি গবেষণা পরিচালনা অথবা অন্য কোন সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত এই ধরণের জরিপ/পরীক্ষণ/কারিগরি গবেষণার ব্যয় নির্বাহে সহায়তাকরণ;

x. দেশের রপ্তানি বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্য এবং সরকার কর্তৃক আরোপিত/নির্দেশিত অন্যান্য কার্য সম্পাদন; এবং

xi. বাজার বহুমুখীকরণ ও বিভিন্ন রপ্তানি বাজারে অবস্থান সুদৃঢ়ীকরণের উদ্দেশ্যে বিদেশে বাণিজ্য মিশন প্রেরণ এবং মূল্যায়ন।

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০২০ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এম.পি. এবং সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ড. মোঃ জাফর উদ্দীন

(৬) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর অর্পিত দায়িত্ব

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো বাণিজ্য মন্ত্রণালয়াধীন একটি আধা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটির ওপর অর্পিত দায়িত্ব হচ্ছে রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণ, বাজার সম্প্রসারণ, তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্ব বাণিজ্যের সমান্তরাল রপ্তানি নীতি প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা প্রদান, রপ্তানি নীতিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাদির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, বাণিজ্য তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ এবং রপ্তানিকারকদের রপ্তানি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সেবা প্রদান ইত্যাদি।

উল্লিখিত কার্যক্রমের আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি নিম্নরূপ:

i. *ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০২০*

০১ জানুয়ারি হতে ০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ সময়কালে ২৫তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০২০ ঢাকার শেরে বাংলা নগরে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ এবং ২০টি দেশের ৫৫টি প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে দেশি-বিদেশি সর্বমোট ৪৬০টি প্রতিষ্ঠান এ মেলায় অংশগ্রহণ করে। বরাবরের মতই এবারের বাণিজ্য মেলা সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

ii. *বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ*

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ এবং একক বাণিজ্য মেলা আয়োজনের মাধ্যমে দেশের রপ্তানিকারক তথা বেসরকারী খাতকে Marketing Support প্রদান করা হয়। মেলায় অংশগ্রহণের ফলে আয়োজক দেশ ও অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের সাথে আমাদের বাণিজ্যিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হওয়ার পাশাপাশি রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে অনেকগুলো তালিকাভুক্ত আন্তর্জাতিক মেলা বাতিল করার কারণে বাংলাদেশ ফেব্রুয়ারি-২০২০ পর্যন্ত ২৪টি মেলায় সাফল্যজনকভাবে অংশগ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্য যেমন- তৈরি পোশাক, নীটওয়্যার, হোম টেক্সটাইল, টেক্সটাইল ফেব্রিকস, সিরামিকস সামগ্রী, ফার্মাসিউটিক্যালস, মেলামাইন সামগ্রী, তৈজসপত্র, পাদুকা, চামড়াজাত পণ্য, জামদানী ও সিল্ক সামগ্রী, হস্তশিল্পজাত পণ্য, পাটজাত পণ্য, হিমায়িত খাদ্য (চিংড়ী), অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী (বিস্কুট, চানাচুর, জুস, আচার), জাহাজ, বাই-সাইকেল, আইসিটি প্রোডাক্টস/সেবা, প্লাস্টিক দ্রব্যাদিসহ প্রায় সকল পণ্যই বিদেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় প্রদর্শনের মাধ্যমে বাজার উন্নয়ন তথা রপ্তানি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে।

iii. *সিআইপি (রপ্তানি) নির্বাচন*

বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার আবহ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতি বছর সরকার কর্তৃক রপ্তানিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ রপ্তানিকারক ব্যক্তিকে সিআইপি নির্বাচন করা হচ্ছে। গত ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখ সরকার কর্তৃক ২০১৭ সালের জন্য নির্বাচিত ১৮২ জন ব্যক্তিকে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি সিআইপি (রপ্তানি) কার্ড প্রদান করেন। এ ছাড়া প্রাথমিক বাছাই কমিটির সুপারিশকৃত ২০১৮, ২০১৯ এবং ২০২০ সালের সিআইপির প্রাথমিক তালিকা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

iii. *জাতীয় রপ্তানি ট্রফি*

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রাপক ৬৬টি প্রতিষ্ঠানকে (২৯টি স্বর্ণ, ২১টি রৌপ্য ও ১৬টি ব্রোঞ্জ) গত ০১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করেছেন; এবং
- ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জাতীয় রপ্তানি ট্রফির আবেদন যাচাই বাছাই শেষে প্রাথমিক তালিকা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এটি চূড়ান্তকরণের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।

'সিআইপি (রপ্তানি)' ও 'সিআইপি (ট্রেড) ২০১৭' কার্ড বিতরণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এম.পি.

সিআইপি (রপ্তানি) ও সিআইপি (ট্রেড)-২০১৭ কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে সিআইপি কার্ড বিতরণ করছেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এম.পি.

v. ***পণ্য উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণ***

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো দেশের রপ্তানি পণ্যের পরিধি বিস্তারে পন্য উন্নয়ন, বহুমুখীকরণ এবং পণ্য তালিকায় নতুন নতুন রপ্তানি পণ্য সংযোজনের মাধ্যমে সীমিত পণ্যের ওপর রপ্তানি নির্ভরতা হ্রাসের উদ্দেশ্যে বিবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ কর্মসূচির আওতায় রপ্তানিতে অবদান রাখতে সক্ষম এমন সম্ভাবনাময় পণ্যসমূহকে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক চিহ্নিত করা হয়েছে। এ পণ্যগুলো হচ্ছে জাহাজ, ঔষধ, ফার্নিচার, বহুমুখী পাট পণ্য, ইলেকট্রনিক্স এন্ড হোম এ্যাপ্লায়েন্স, এগ্রোপ্রসেস সামগ্রী, কাগজ, প্রিন্টেড ও প্যাকেজিং সামগ্রী, আইসিটি, রাবার, পাদুকা, কাট ও পলিশড ডায়মন্ড ইত্যাদি। এ সকল পণ্যের রপ্তানি উন্নয়নকল্পে বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করে সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে সমস্যাদির সমাধানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

vi. ***পণ্য তালিকায় নতুন নতুন পণ্য সংযোজন***

রপ্তানি পণ্য তালিকায় নতুন নতুন রপ্তানি পণ্য সংযোজনের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত ঐতিহ্যবাহী পণ্যের রপ্তানি উন্নয়নে "এক জেলা এক পণ্য" কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এ কর্মসূচির আওতায় ৪১টি জেলার ১৪টি পণ্যকে নির্বাচন করা হয়েছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর নিজস্ব অর্থায়নে বর্তমান পর্যায়ে আগর কাঠ ও আতর, রাবার এবং পাঁপড় এর রপ্তানি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

vii. ***বাজার বহুমুখীকরণ***

রপ্তানি বাণিজ্যে বাংলাদেশের সক্ষমতা তুলে ধরা, বিদ্যমান শুল্ক ও অশুল্ক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ, বাংলাদেশের তুলনামূলক সুবিধা চিহ্নিত করে বাংলাদেশের রপ্তানি বিপণন উন্নয়নের লক্ষ্যে মূলত: অপ্রচলিত রপ্তানি বাজারে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয়। এবছরে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে সফর করে। এ ছাড়া মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি'র নেতৃত্বে ব্যবসায়ী ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল রাশিয়া, উজবেকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণ করে যা এসকল দেশে রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সক্রিয় প্রচেষ্টায় জাপানে নিট পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে জিএসপি সুবিধার রুলস অব অরিজিন দুই স্তর হতে এক স্তরে নামিয়ে আনা হয়েছে। ফলে জাপানে বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে জাপানে রপ্তানি হয়েছে ১০৭৯.৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ১৩৬৫.৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১২০০.৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

viii. ***বাণিজ্য মিশন প্রেরণ***

রপ্তানি বাণিজ্যে বাংলাদেশের সক্ষমতা তুলে ধরা, বিদ্যমান শুল্ক ও অশুল্ক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ, বাংলাদেশের তুলনামূলক সুবিধা চিহ্নিত করে বাংলাদেশের রপ্তানি বিপণন উন্নয়নের লক্ষ্যে মূলত: অপ্রচলিত রপ্তানি বাজারে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয় এবং বিভিন্ন দেশ হতে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এবছরে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি'র নেতৃত্বে ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে সফর করে। এ ছাড়া মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি'র নেতৃত্বে ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল রাশিয়া, উজবেকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণ করে যা এসকল দেশে রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৬-২০১৭ প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ix. *করোনাকালে কার্যক্রম*

অফিস খোলা রেখে স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিয়মিত অফিসের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। টেক্সটাইল ও নন-টেক্সটাইল পণ্যসমূহ রপ্তানির বিপরীতে শুল্ক সুবিধা সংক্রান্ত সনদ জারির কার্যক্রম অব্যাহত রেখে রপ্তানিকারকদের সার্বক্ষণিক সেবা প্রদান করা হয়। বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ২৬তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০২১ পূর্বাচলে "বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশীপ এক্সিবিশন সেন্টার" প্রকল্পের নতুন ভেন্যুতে আয়োজনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ, সমন্বয়সাধন ও মনিটরিং করা হচ্ছে। এ ছাড়া বিদেশে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা বাতিল/স্থগিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে ভার্চুয়াল বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

পূর্বাচল শহরে বাস্তবায়নাধীন "বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশীপ এক্সিবিশন সেন্টার (বিসিএফইসি)" পরিদর্শন করেন রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব এ. এইচ. এম. আহসান

২.ই) ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)

(১) পটভূমি

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে দেশের বিপর্যস্ত অর্থনীতির মধ্যে পর্যাপ্ত নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ এবং শিল্পের কাঁচামাল যোগান নিশ্চিতকরণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১ জানুয়ারি, ১৯৭২ সনে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার পর টিসিবি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসহ অন্যান্য পণ্য আমদানি ও রপ্তানির কার্যক্রম পরিচালনা করে। বর্তমানে দেশের তৈরি পোশাক রপ্তানিখাত যে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে তার পথিকৃৎ টিসিবি। টিসিবি প্রথম বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক রপ্তানি করে। পরবর্তীতে মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রভাবে টিসিবি'র কার্যক্রম সংকুচিত হয়। তবে বর্তমান সরকার টিসিবি'র জনবল এবং গুদাম ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ নানামুখী কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করার মাধ্যমে টিসিবিকে শক্তিশালী করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে টিসিবি'র কার্যক্রম বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। টিসিবি বর্তমানে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিকট বছর ব্যাপী সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য বিক্রয় করছে, যা একাধারে যেমন দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করছে, অন্যদিকে জনগনের জীবনযাত্রার ব্যয় সহনীয় পর্যায়ে রাখতে সাহায্য করছে। এভাবে টিসিবি দেশের প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দ্রারিদ্র্য বিমোচনসহ জীবন মানের উন্নতি সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

(২) টিসিবি'র প্রয়োজনীয়তা

- মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার অবকাশ না থাকায় সরকারের বাজার নিয়ন্ত্রণ (Market Intervention) সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করা;
- অযৌক্তিকভাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ঘাটতি বা মূল্য বৃদ্ধির তৎপরতা প্রতিহত করা; এবং
- নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যাদির দাম স্থিতিশীল রেখে ভোক্তা সাধারণের স্বার্থ রক্ষা করা।

(৩) টিসিবি'র প্রধান কার্যাবলি

i. সরকারের নির্দেশনা অনুসারে জরুরি পণ্যদ্রব্যের আমদানি/স্থানীয় ক্রয়ের মাধ্যমে পর্যাপ্ত বাফার স্টক গড়ে তোলা;

ii. সরকারের নির্দেশনা অনুসারে আমদানি ও রপ্তানির মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করা;

iii. স্থানীয়ভাবে ক্রয় অথবা আমদানিকৃত মালামাল, পণ্যদ্রব্য, উপাদান সামগ্রী বিক্রয় এবং বিতরণের ব্যবস্থা করা এবং এই উদ্দেশ্যে ডিলার/এজেন্ট নিয়োগ করা এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদন করা; এবং

iv. নিয়মিত বাজার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতঃ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ সরকারি বিভিন্ন সংস্থায় প্রেরণ এবং টিসিবি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।

(৪)এক নজরে টিসিবি

প্রতিষ্ঠা	: ১৯৭২ সনে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-৬৮/১৯৭২ এর মাধ্যমে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়।
অনুমোদিত মূলধন	: ১,০০০ কোটি টাকা (৫.০০ কোটি পরিশোধিত)
কার্যক্রম শুরু	: ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ
আঞ্চলিক ও ক্যাম্প অফিসের সংখ্যা	: ১২টি
অনুমদিত জনবল কাঠামো	: ২৭৫ জন
বর্তমান জনবল	: ২০০ জন
মোট পেনশনার	: ৩২২ জন
গোল্ডেন হ্যান্ডশেক	: ১,১১১ জন (১৯৯৪ ও ২০০২ সালে) মোট ডিলার সংখ্যা ২,৫১১ জন
মোট মজুদ ক্ষমতা	: ৩৮,৫৭৭ মেট্রিক টন

(৫) টিসিবি'র জনবল কাঠামো

(নিচে চিত্রের মাধ্যমে দেয়া হলো)

(৬) টিসিবি'র পরিচালনা পর্ষদ

মোট- ০৬ জন	
চেয়ারম্যান, টিসিবি	সভাপতি
পরিচালক, টিসিবি/প্রশাসন ও	
অর্থ/বাণিজ্যিক/সিএমএস এবং এস এন্ডডি	সদস্য
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি - ০২ জন	সদস্য

(৭) বাজার তথ্য সেলের কার্যক্রম

➢ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাজার তথ্য অধিদপ্তর বিলুপ্ত করে তাঁর বাজার সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ ০১ জানুয়ারি ১৯৯০ হতে টিসিবির উপর ন্যস্ত করা হয়; এবং

➢ প্রতিদিন ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন বাজার সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক কতিপয় নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের স্থানীয় খুচরা ও পাইকারী বাজার সংগ্রহপূর্বক খুচরা বাজার দর টিসিবি'র ওয়েবসাইটের প্রকাশ করা হয় এবং নির্দেশনা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার নিকট খুচরা বাজার দর প্রেরণ করা হয়। এ ছাড়া দৈনিক পাইকারী বাজার দর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। আন্তর্জাতিক বাজার দর বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ও বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহপূর্বক পর্যালোচনা করে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনে সরকারকে অবহিত করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩৪৮ দিন বাজার দর প্রকাশ করা হয়েছে।

(৮) স্থাবর সম্পদ (ঢাকা ও নারায়াণগঞ্জ)-০১

ক্র: নং:	জমির অবস্থান	জমির পরিমাণ	মন্তব্য
০১	টিসিবি প্রধান কার্যালয়, টিসিবি ভবন, ১, কাওরান বাজার, ঢাকা	১.৮৫ বিঘা	জমি ও ভবন
০২	৩৪৪/সি তেজগাঁও, শিল্প এলাকা, ঢাকা	১.০০ বিঘা	জমি ও গুদাম
০৩	২৩০ তেজগাঁও, শিল্প এলাকা, ঢাকা	৩.০০ বিঘা	জমি ও গুদাম
০৪	৫/এ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, গুলিস্তান, ঢাকা	০.১৯ বিঘা	জমি ও ভবন
০৫	প্লট-৮, রোড-৮, সেক্টর-৮, উত্তরা, ঢাকা	৮.১৮ বিঘা	আবাসিক প্লট
০৬	নিউদাপা গুদাম, ইন্দ্রাকপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ	১.৮৫ বিঘা	জমি ও গুদাম

(৯) স্থাবর সম্পদ (চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও মৌলভীবাজার)-০২

ক্র: নং:	জমির অবস্থান	জমির পরিমাণ	মন্তব্য
০১	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, বন্দরটিলা, সিইপিজেড, চট্টগ্রাম।	২৫.৬২ বিঘা	জমি ও গুদাম
০২	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, ২১-২২ কেডিএ বা/এ, খুলনা।	১.০৩ বিঘা	জমি ও ভবন
০৩	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর।	২.৮২ বিঘা	জমি
০৪	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, শেরপুর, মৌলভীবাজার।	৪.৫৫ বিঘা	জমি

নড়াইল জেলায় টিসিবির পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম উদ্বোধন করছেন জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক এবং মাননীয় সংসদ সদস্য মাশরাফি বিন মর্তুজা

(১০) আঞ্চলিক কার্যালয় ও ক্যাম্প অফিসসমূহের বিবরণ

ক্র: নং:	আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ
১.	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকা
২.	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, চট্টগ্রাম
৩.	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, খুলনা।
৪.	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, সিলেট (মৌলভীবাজার)
৫.	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, বরিশাল
৬.	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর
৭.	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, রাজশাহী
৮.	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ
৯.	টিসিবি ক্যাম্প অফিস, মাদারিপুর
১০.	টিসিবি ক্যাম্প অফিস, কুমিল্লা
১১.	টিসিবি ক্যাম্প অফিস, বগুড়া
১২.	টিসিবি ক্যাম্প অফিস, ঝিনাইদহ

(১১) সংস্কার পরিকল্পনা

১১.ক) স্বল্পমেয়াদী (১-৩ বছর) পরিকল্পনা:

i. রংপুর, মৌলভীবাজার ও চট্টগ্রামে নতুন গুদাম নির্মাণ;

ii. তেজগাঁও, ৩৪৪/সি প্লটে টিসিবি টাওয়ার-০১ নির্মাণ;

iii. বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রাজশাহীতে জমি ক্রয়;

iv. খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয় ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ;

v. সরকারের নিকট হতে ১,০০০ কোটি টাকা সুদ মুক্ত চলতি মূলধন সংগ্রহ করা; এবং

vi. টিসিবি'র মামলা ও অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি করা।

১১.খ) দীর্ঘমেয়াদী (৪-১০ বছর) পরিকল্পনা

i. ২৩০ তেজগাঁও, ঢাকা এর মামলা নিষ্পত্তি এবং টিসিবি টাওয়ার-২ নির্মাণ;

ii. চট্টগ্রামে টিসিবি'র নিজস্ব জায়গায় টিসিবি টাওয়ার-৩ নির্মাণ;

iii. টিসিবি'র কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জনবল বৃদ্ধি;

iv. উত্তরায় টিসিবি'র নিজস্ব জায়গায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ;

v. টিসিবি'র মামলা ও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ।

১১.গ) নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে পদক্ষেপ:

i. ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের মার্চ ২০২০ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত টিসিবি কোভিড-১৯ মহামারীর মধ্যে উদযাপিত পবিত্র ঈদ-উল-আযহা এবং পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে ২৮৩৪ জন ডিলারের মাধ্যমে কিস্তির বরাদ্দ এবং মোট ২৬১৬২টি ভ্রাম্যমাণ ট্রাকসেলের মাধ্যমে ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ ৭০ হাজার জন লোকের কাছে ন্যায্যমূল্যে প্রায় ১ লক্ষ ২১ হাজার মেট্রিক টন পণ্য (তেল, চিনি, মশুরডাল, ছোলা, পেঁয়াজ ও খেজুর) সারা দেশে ভোক্তা সাধারণের মাঝে সাশ্রয়ী মূল্যে বিক্রয় করেছে;

ii. টিসিবি'র আপদকালীন সময়ে গুদামের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিক মানসম্মত গুদাম নির্মাণ এর নিমিত্ত রংপুর, সিলেট (মৌলভীবাজার) এবং চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়ে গুদাম নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশন থেকে অনুমোদিত হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদনের আদেশ জারি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;

iii. দেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে টিসিবি'র পণ্য ভোক্তা সাধারণের নিকট সাশ্রয়ী মূল্যে বিক্রয় কার্যক্রম সহজ করার লক্ষ্যে কুমিল্লা, মাদারীপুর, ঝিনাইদহ ও বগুড়ায় ৪ (চার)টি ক্যাম্প অফিস স্থাপন করা হয়েছে;

iv. টিসিবি'র ক্রয় প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে ই-জিপির মাধ্যমে ক্রয়ের কাজ হাতে নিয়েছে। টিসিবি'র সকল কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশনের লক্ষ্যে ই-ফাইলিংসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে; এবং

v. বাজার মনিটরিং সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন বণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহে প্রেরণ করা হয়।

(১২) অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

ক. দেশের পিঁয়াজের সংকটকালীন সময় স্বল্প মূল্যে দেশব্যাপী পিঁয়াজ বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করা

২০১৯ সনের পিঁয়াজের সংকটকালীন সময় স্বল্প মূল্যে দেশব্যাপী পিঁয়াজ বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। দেশের পিঁয়াজের ঘাটতি মোকাবেলায় টিসিবি তুরস্ক, মিশর, থাইল্যান্ড, মিয়ানমার থেকে বিমান ও নৌ-পথে জাহাজে করে পিঁয়াজ আমদানি করে ভোক্তা সাধারণের নিকট স্বল্প দামে পিঁয়াজ বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে যা সর্বসাধারণ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। পেঁয়াজের ন্যায় একটি পচনশীল পণ্য মজুদের পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও টিসিবি অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে কাজটি সম্পন্ন করেছে।

পবিত্র রমযান উপলক্ষ্যে টিসিবির পণ্য বিক্রয় কার্যক্রমের ছবি

ii. *উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে টিসিবি'র ভোগ্যপণ্য বিক্রয় কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা:*

২০২০ সনে কোভিড ১৯ এর প্রাদুর্ভাব থাকা সত্ত্বেও সাধারণ ছুটিকালীন সময়ে টিসিবি সরকারের নির্দেশে ভোগ্য পণ্য আমদানি ও স্থানীয়ভাবে ক্রয় করে সংকট সমাধানে এগিয়ে আসে। এ ছাড়া দেশের অধিকাংশ উপজেলা পর্যায়ে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পর্যায়ে টিসিবি'র ভোগ্য পণ্যাদি বিক্রয় কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হয়েছে। জনবল স্বল্পতা সত্ত্বেও দেশের অধিকাংশ উপজেলা পর্যায়ে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পর্যায়ে বিক্রয় কার্যক্রম সম্প্রসারিত করার মাধ্যমে টিসিবি প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। এতে দেশের তৃণমূল পর্যায়ের জনগণ টিসিবি'র বিক্রয় কার্যক্রম হতে অধিকতর সুফল লাভ করছে।

iii. *পবিত্র রমজান মাসে পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম বহুগুণ বৃদ্ধি করা*

দেশে কোভিড'১৯ এর প্রাদুর্ভাব থাকা সত্ত্বেও ২০১৯ সালের পবিত্র রমজান মাসের চেয়ে ২০২০ সালের রমজান মাসে ১০/১২ গুণ বেশি পণ্য (চিনি, সয়াবিন তেল, মশুরডাল, ছোলা, খেজুর এবং পিঁয়াজ) বিক্রয় করা হয়েছে। ফলে পবিত্র রমজান মাসে নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যের বাজার মূল্য বহুলাংশে স্থিতিশীল ছিল। টিসিবির স্বল্প জনবল নিয়ে পূর্বের বছরগুলোর তুলনায় ১০/১২ গুণ বেশী পণ্য বিক্রি করার কাজটি খুবই দুরূহ ছিল। তবুও, টিসিবির কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা উক্ত দুরূহ কাজ সফল ভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে।

১৩) করোনাকালের কার্যক্রম

কোভিড- ১৯ এর প্রাদুর্ভাব থাকা সত্ত্বেও সাধারণ ছুটিকালীন সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে দেশের প্রতিটি বিভাগ, জেলা, অধিকাংশ উপজেলা এবং কিছু কিছু ইউনিয়ন পর্যায়ে টিসিবি'র আমদানিকৃত ও স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত চিনি, সয়াবিন তেল, মশুর ডাল, ছোলা, খেজুর এবং পিঁয়াজ সাশ্রয়ী মূল্যে ভোক্তাসাধারণের নিকট সাফল্যের সাথে বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এতে সাধারণ ছুটিকালীন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা ও মূল্য স্থিতিশীল রাখা সহজ হয়েছে। স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও টিসিবির কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সেবার মানসিকতা নিয়ে কাজে ব্রত হওয়ায় এই অর্জন সম্ভব হয়েছে।

বাইসাইকেল: একটি লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য যা রপ্তানি আয়ে অবদান রাখছে

২.ঈ) জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর (ডিএনসিআরপি)

(১) প্রতিষ্ঠার পটভূমি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্তে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ ও ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ৬ এপ্রিল ২০০৯ সালে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয় এবং এ আইন বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয় জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। ভোক্তা-অধিকার সুরক্ষা ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করতেই জণগুরুত্বপূর্ণ যুগোপযোগী এ আইন প্রণীত হয়েছে। এ আইন প্রণয়নের ফলে দেশে প্রতিদিনই বাজার তদারকি করে অপরাধ দমনের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে এবং ভোক্তাগণ তাদের অধিকার লঙ্ঘিত হলে এ আইন অনুযায়ী অভিযোগ দায়েরের সুযোগ পাচ্ছেন এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রতিকারও পাচ্ছেন। এ আইন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ভোক্তা ও ব্যবসায়ীগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ভোক্তা সাধারণ আইনের সুফল পেতে শুরু করেছেন। বর্তমান সরকারের পূর্ববর্তী মেয়াদে প্রণীত আইনসমূহের মধ্যে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট এ আইনটি একটি মাইলফলক।

(২) আইনের উদ্দেশ্য

i. ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
ii. ভোক্তার অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধ;
iii. ভোক্তাদের অভিযোগ নিষ্পত্তি (প্রতিকার);
iv. নিরাপদ পণ্য ও সঠিক সেবা নিশ্চিতকরণ;
v. ক্ষতিগ্রস্থ ভোক্তাকে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা;
vi. পণ্য ও সেবা ক্রয়ে প্রতারণা রোধ; এবং
vii. গণসচেতনতা সৃষ্টি।

(৩) জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ

এ আইনের ধারা ৫ মোতাবেক ২৪ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে ২৯ সদস্য বিশিষ্ট উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ গঠিত হয়। জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ০৯ ডিসেম্বর, ২০০৯ তারিখে। মূলত এ সভার মাধ্যমেই ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নের সূচনা হয়।

(৪) জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি

আইন বাস্তবায়নে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ প্রতিষ্ঠা ছাড়াও জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কমিটিসমূহ গঠন করা হয়েছে:

i. সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি (১১ সদস্য বিশিষ্ট);
ii. সংশ্লিষ্ট উপজেলা চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে উপজেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি (১৮ সদস্য বিশিষ্ট); ও
iii. সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়াম্যানের নেতৃত্বে ইউনিয়ন ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি (২০ সদস্য বিশিষ্ট)।

(৫) জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর অর্জন

i. ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নে একটি কার্যকরী পরিষদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিধি ও প্রবিধানমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে;
ii. জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে;
iii. প্রধান কার্যালয়সহ ৭টি বিভাগীয় কার্যালয় ও ৬৪টি জেলা কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে;
iv. ১ম-৯ম গ্রেডে ৮৪জন, ১০ম গ্রেডে ১ জন, ১৩তম-১৬তম গ্রেডে ৭৭ জন ও ১৯তম-২০তম গ্রেডে ৩১ জনসহ সর্বমোট ১৯৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। জনবল নিয়োগের ফলে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে;
v. ভোক্তা সাধারণের অভিযোগ দায়েরের জন্য ভোক্তা বাতায়ন শীর্ষক হটলাইন (১৬১২১) স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে এটুআই এর এক সেবা (৩৩৩)র সাথে একীভূত হওয়ার মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের সহজ ও দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;
vi. ই-প্রণোদনা সেবা চালুকরণের মাধ্যমে অভিযোগকারীর লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত প্রণোদনা দ্রুত প্রদান সম্ভব হয়েছে;
vii. বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভোক্তাদের অধিকার সংরক্ষণের পথ সুগম হয়েছে;
viii. নিয়মিত বাজার তদারকির মাধ্যমে নকল ও ভেজাল মুক্তবাজার নিশ্চিতকরণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে;
ix. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগী সংস্থা টিসিবির ট্রাকসেল নিবিড়ভাবে মনিটরিং করে স্বল্প আয়ের ভোক্তাদের অধিকার সুরক্ষিত করা হচ্ছে;

x. ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ এবং খুচরা ও পাইকারী ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে সচেতনতামূলক সভা আয়োজনের মাধ্যমে স্থিতিশীল বাজার ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

(৬) জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করেছে:

i. বাজার তদারকি ও অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে ১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত ২২২৪৪টি অভিযানের মাধ্যমে মোট ২৩,৩১৩টি প্রতিষ্ঠানকে ১১,৯১,৪৭,২০০/- (এগার কোটি একানব্বই লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার দুইশত) টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়েছে;

ii. ভোক্তা সাধারণের নিকট থেকে ১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রাপ্ত ৯১৯৫টি অভিযোগের

iii. মধ্যে ৭৩৩০ টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে;

iv. ভোক্তা সাধারণের অভিযোগ দায়েরের জন্য ভোক্তা বাতায়ন শীর্ষক হটলাইন (১৬১২১) স্থাপন করা

v. হয়েছে। এর ফলে এটুআই এর এক সেবা (৩৩৩)র সাথে একীভূত হওয়ার মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের

vi. সহজ ও দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;

vii. ই-প্রণোদনা সেবা চালুকরণের মাধ্যমে অভিযোগকারীর লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত প্রণোদনা

viii. দ্রুত প্রদান সম্ভব হয়েছে;

ix. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগী সংস্থা টিসিবির ট্রাকসেল নিবিড়ভাবে মনিটরিং করে স্বল্প আয়ের

x. ভোক্তাদের অধিকার সুরক্ষিত করা হয়েছে;

xi. ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ এবং খুচরা ও পাইকারী ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে সচেতনতামূলক সভা আয়োজনের মাধ্যমে

xii. স্থিতিশীল বাজার ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে; এবং

xiii. বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভোক্তাদের অধিকার সংরক্ষণের পথ সুগম হয়েছে।

(৭) অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার পর থেকে অর্থবছরভিত্তিক বাজার তদারকি/বাজার অভিযানের তথ্য উপস্থাপন:

ক্রম নং:	অর্থবছর	বাজার অভিযানের সংখ্যা	দন্ডিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আদায়কৃত জরিমানার টাকার পরিমাণ	অভিযোগকারীকে প্রদত্ত টাকার পরিমাণ	২৫% প্রণোদনা হিসেবে প্রাপ্ত অভিযোগকারীর সংখ্যা	সরকারী কোষাগারে জমাকৃত টাকার পরিমাণ
১	২০০৯-২০১০	৭	৫৪	১৬,৫,৫০০/-	-	-	১৬,৫,৫০০/-
২	২০১০-২০১১	১৭৪	১৫১২	১,৬৯,৬১,৩০০/-	-	-	১,৬৯,৬১,৩০০/-
৩	২০১১-২০১২	৩৭১	২৬৬৩	২,৭১,৬৪,৩০০/-	৫২,৫০০/-	৮	২,৭১,১১,৮০০/-
৪	২০১২-২০১৩	৫৪০	২৯২৪	২,১৩,৬৯,৫০০/-	১,০৮,৭৫০/-	২৯	২,১২,৬০,৭৫০/-
৫	২০১৩-২০১৪	৭২১	২৮৬১	১,৭৭,৩১,১০০/-	৫১,৫০০/-	১৭	১,৭৬,৭৯,৬০০/-
৬	২০১৪-২০১৫	৮৪১	৩১৩১	২,০৩,৪০,৩৫০/-	১,৮৮,৫০০/-	১০৭	২,০১,৫১,৮৫০/-
৭	২০১৫-২০১৬	১৩৯৪	৫০৫৯	৩,২৩,৮২,০৫০/-	২,৯৩,৮৭৫/-	১৯২	৩,২০,৮৮,১৭৫/-
৮	২০১৬-২০১৭	৩৪৩৭	১০৭২৯	৬,৮৭,০৯,৩০০/-	১৫,৫১,৬৭৭/-	১,৪২০	৬,৭১,৫৭,৬২৩/-
৯	২০১৭-২০১৮	৪০৭৭	১৩৬৫২	১৪,১৪,৭৮,২০০/-	৩৯,৪০,৫০০/-	১,৯১০	১৩,৭৫,৩৭,৭০০/-
১০	২০১৮-২০১৯	৭৩৪৩	২০৭০৩	১৫,৭২,৩৭,৮৫০/-	২৪,৩৮,৮২৫/-	১,৪৩৬	১৫,৪৭,৯৯,০২৫/-
১১	২০১৯-২০২০	১২৩৫১	২৩৩১৩	১১,৯১,৪৭,২০০/-	২১,২৬,৭২৫/-	১,০৫৫	১১,৮৭,৯৪,৬৯০/-
সর্বমোট:		৩১,২৫৬	৮৬,৬০১	৬২,২৬,৮৬,৬৫০	১,০৭,৫২,৮৫২	৬,১৭৪	৬১,৩৭,০৮,০১৩/-

এছাড়াও, ভোক্তাদের অভিযোগ দায়ের করার জন্য জাতীয় ভোক্তা-অভিযোগ কেন্দ্র এবং ভোক্তা-বাতায়ন শীর্ষক হটলাইন স্থাপন করা হয়েছে। ৩০ জুন, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত ভোক্তা সাধারণের নিকট থেকে প্রাপ্ত ৩২,৯৭৪টি অভিযোগের মধ্যে ৩১,১০৯টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

(৭) জাতীয় সম্পদ চামড়া সংরক্ষণ কার্যক্রমে অবদান:

পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সম্পদ কাঁচা চামড়ার সংরক্ষণ, ক্রয় ও বিক্রয় এবং পরিবহনসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করে। জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ দেশব্যাপী উক্ত কাজ নিবিড়ভাবে মনিটরিং করেছে। এতে করে কাঁচা চামড়া নষ্ট হওয়ার হার হ্রাস পাওয়াসহ পার্শ্ববর্তী দেশে চামড়া পাচার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি প্রান্তিক/মৌসুমী ব্যবসায়ীরা কাঁচা চামড়া ন্যায্যমূল্যে আড়তদারদের নিকট বিক্রয় করতে সক্ষম হয়েছে।

নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার তদারকি করছেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ

(৮) করোনাকালে কার্যক্রম:

করোনা ভাইরাস জনিত রোগ (কোভিড-১৯) এর কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আদেশ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনার মধ্যে ২৫ নম্বর (নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন, সরবরাহ ও নিয়মিত বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া মনিটরিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন) নির্দেশনা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সাধারণ ছুটির দিনগুলোতে (শুক্র-শনিবারসহ) জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের মাধ্যমে সমগ্র দেশে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে:

i. নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিবিড় বাজার তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা;

ii. মাস্কস, হ্যান্ডগ্লাভস ও স্যানিটাইজার এর নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিকমূল্যে বিক্রয় বন্ধ করার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ফার্মেসীসমূহে নিয়মিত পরিদর্শন ও তদারকি;

iii. করোনার বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ীগণকে ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রি এবং একইসঙ্গে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধকল্পে ভোক্তা-সাধারণের মধ্যে সরকার নির্ধারিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয়ে আহবান জানানো;

iv. টিসিবি'র ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রয় (ট্রাক সেল) কার্যক্রম নিয়মিত তদারকি করা-যাতে ভোক্তাগণ নির্ধারিত সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রয়োজনীয় পণ্য নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করতে পারে;

v. বাজার তদারকি চলাকালে হ্যান্ডমাইকে চাল, ডাল, রসুন, আদা, পেঁয়াজসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য প্রদর্শন এবং প্রদর্শনকৃত তালিকার চেয়ে অধিকমূল্যে পণ্য বিক্রি না করা এবং করোনা ভাইরাসকে কেন্দ্র করে অতি মুনাফা করা থেকে বিরত থাকার জন্য ব্যবসায়ীগণকে সচেতন করা;

vi. ভোক্তাগণকে অতিরিক্ত পণ্য কিনে মজুদ না করার বিষয়ে আহবান জানানো;

vii. দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে দেশের প্রত্যেক বৃহৎ পাইকারী আড়ৎ এর মালিক ও ব্যবসায়ী সংগঠনসমূহের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপন; এবং

viii. মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুন্সী এমপি এর ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রাপ্ত ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) মাস্ক স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে বাজার অভিযান পরিচালনাকালে ব্যবসায়ী, ভোক্তা এবং অপেক্ষাকৃত নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

২৫ তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ বিশেষ ভূমিকা পালন করায় মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে সম্মাননা স্মারক প্রদান করছেন

২.ঊ) বাংলাদেশ চা বোর্ড (বিটিবি)

(১) পটভূমি

বাংলাদেশ চা বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। পাকিস্তান টি অ্যাক্ট-১৯৫০ এর অধীনে ১৯৫১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন পাকিস্তান টি বোর্ড গঠন করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ০৪ জুন, ১৯৫৭ সাল থেকে ২৩ অক্টোবর, ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তৎকালীন টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৯ সালের ০৮ আগস্ট পাকিস্তান টি অ্যাক্ট, ১৯৫০ বাতিল করে টি বোর্ড পরিচালনার লক্ষ্যে চা অধ্যাদেশ ১৯৫৯ জারী করা হয়। ১৯৭৭ সালে চা অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ বাতিল করে চা অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ জারী করা হয় এবং এ অধ্যাদেশের অধীনে বাংলাদেশ চা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। ০১ আগস্ট, ২০১৬ তারিখে এক গেজেটের মাধ্যমে চা অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ রহিত করে সরকার চা আইন, ২০১৬ জারী করে। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চা বোর্ড সহ মোট ১৪ জন সদস্য নিয়ে বাংলাদেশ চা বোর্ড গঠিত।

(২) বঙ্গবন্ধু, চা বোর্ড ও বাংলাদেশের চা শিল্প

চা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান:

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৪ জুন ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ হতে ২৩ অক্টোবর ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রথম বাঙালি হিসাবে চা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত থেকে বাঙালি জাতিকে সম্মানিত করেন। তিনি চা বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকাকালীন ১১১-১১৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকায় সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত ০.৩৭১২ একর ভূমির ওপর চা বোর্ডের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ কাজ ত্বরান্বিত হয়। তাঁর সময়ে (১৯৫৭-১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে) মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলে অবস্থিত টি রিসার্চ স্টেশনে ল্যাবরেটরি ও লাইব্রেরি স্থাপনের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম জোরদারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি "টি অ্যাক্ট-১৯৫০" সংশোধনের মাধ্যমে চা বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড (সিপিএফ) চালু করেছিলেন যা এখনও চালু রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর "বাংলাদেশ টি ইন্ডাস্ট্রিজ ম্যানেজমেন্ট কমিটি (BTIMC)" গঠন করে যুদ্ধোত্তর মালিকানাবিহীন/পরিত্যক্ত ৩৯টি চা বাগান পুনর্বাসন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এর পাশাপাশি যুদ্ধ বিধ্বস্ত ৮টি পরিত্যক্ত বাগান ১৯৭৫ সালের মধ্যে বাগান মালিকদের নিকট পুনরায় হস্তান্তরের ব্যবস্থা করেন। চা শিল্পের অস্তিত্ব রক্ষায় তাঁর সরকার ১৯৭২-১৯৭৪ সাল পর্যন্ত চা উৎপাদনকারীদের নগদ ভর্তুকি প্রদান করার পাশাপাশি ভর্তুকি মূল্যে সার সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। উক্ত সার সরবরাহ কার্যক্রম এখনো অব্যাহত আছে। তিনি ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ টি রিসার্চ স্টেশনকে পূর্ণাঙ্গ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটে উন্নীত করেন। বর্তমানে তা বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (BTRI) নামে পরিচিত। এ ছাড়া তিনি চা শ্রমিকদের শ্রম কল্যাণ নিশ্চিত করেন; যেমন-বিনামূল্যে বাসস্থান, সুপেয় পানি, বেবি কেয়ার সেন্টার, প্রাথমিক শিক্ষা এবং রেশন প্রাপ্তি নিশ্চিত করেন।

৩) ৪ জুন জাতীয় চা দিবস ঘোষণা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৪ জুন ১৯৫৭ খ্রি. হতে ২৩ অক্টোবর ১৯৫৮ খ্রি.পর্যন্ত প্রথম বাঙালি হিসেবে চা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত থেকে চা শিল্পের সম্প্রসারণ, গবেষণা ও শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে অবিস্মরণীয় অবদান রাখেন। এছাড়াও, স্বাধীনতা পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত চা বাগান পুনর্গঠন, বাগান মালিকদের ভর্তুকি প্রদান এবং টি রিসার্স স্টেশনকে পূর্ণাঙ্গ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটে (বিটিআরআই) উন্নীতকরণের কাজটিও তিনি সম্পন্ন করেন। তাঁর এ যুগান্তকারী অবদানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য বিগত ২০ জুলাই ২০২০ খ্রি. তারিখ মন্ত্রিসভার বৈঠকে চা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে বঙ্গবন্ধুর দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ ৪ জুনকে প্রতি বছর "জাতীয় চা দিবস"হিসেবে পালনের অনুমোদন দেয়া হয়।

(৪) রূপকল্প (Vision) :

দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানির জন্য অধিক চা উৎপাদন।

(৫) অভিলক্ষ্য (Mission) : চা বাগানে চা চাষযোগ্য জমি চিহ্নিতকরণপূর্বক এর সর্বোচ্চ ব্যবহার করা, ক্ষুদ্র চা চাষে উৎসাহ প্রদান, চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি ও মানোন্নয়ন, চায়ের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ ও চা রপ্তানির হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার।

(৬) বাংলাদেশ চা বোর্ডের কার্যাবলি

- চা শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধনকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণসহ সরকার কর্তৃক, সময় সময় নির্দেশিত কার্যক্রম সম্পাদন;
- চায়ের আমদানি পরিবীক্ষণ, রপ্তানি ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা;
- চায়ের উৎপাদনকারী, প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায়ী অথবা চা ও চা শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করে পরিসংখ্যান বুলেটিন প্রস্তুতপূর্বক ট্যারিফ মূল্য নিয়ন্ত্রণ;
- বিভিন্ন প্রকার চায়ের গুণগতমান নির্ধারণ এবং চায়ের গুণগতমান উন্নয়নের জন্য চা চাষাবাদ ও চা শিল্প সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিক গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করা এবং প্রদর্শনী খামার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি ও গুণগতমান উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্রায়তন বাগানের চা উৎপাদনকারীদের মধ্যে সমবায়ী কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- চা চাষাবাদ, চা আস্বাদন ও বাগান ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণ এবং বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে কর্মরত কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বাগান ও কারখানা নিবন্ধীকরণের এবং বাগান মালিক, চা প্রস্তুতকারক, রপ্তানিকারক, ব্রেন্ডার, ব্রিডার, ব্রোকার, চা বর্জ্য বিক্রেতা এবং পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতাগণকে লাইসেন্স প্রদান;
- সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী যে কোন ব্যবসার দায়িত্বভার গ্রহণ করা অথবা যে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অর্জন, গ্রহণ বা পরিচালনা;
- নতুন বাগান প্রতিষ্ঠা করাসহ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিত্যক্ত বাগান গ্রহণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা এবং সাধারণভাবে বিদ্যমান বাগানগুলিকে উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- বাগানের চা চাষ বহির্ভূত অতিরিক্ত জমির ব্যবহার নিশ্চিতকরণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং
- বাগানের শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ।

(৭) বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত চা বাগানসমূহ

- নিউসমনবাগ চা বাগান
- পাথারিয়া চা বাগান
- দেওড়াছড়া চা বাগান
- কাশিপুর চা বাগান

(৮) চা নিলাম

- ১৯৪৯ সাল থেকে চট্টগ্রামে চা নিলাম শুরু হয়। ১৪ মে, ২০১৮ তারিখে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে দেশের দ্বিতীয় চা নিলাম কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।
- ২০১৯-২০ নিলামবর্ষে ৪৫টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে শ্রীমঙ্গল নিলাম কেন্দ্রে ১১টি ও চট্টগ্রাম নিলাম কেন্দ্রে ৩৪টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়।
- ২০১৯-২০ নিলামবর্ষে মোট ৯০.৪৫ মিলিয়ন কেজি চা গড়ে ১৭৬.০৮ টাকা দরে নিলামে বিক্রয় হয়।

(৯) উন্নয়নের পথনকশা: বাংলাদেশ চা শিল্প

১১ টি কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করে চা শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে "উন্নয়নের পথনকশাঃ বাংলাদেশ চা শিল্প" প্রণয়ন এবং ২৮ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক এটি

বাংলাদেশ টি এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করছেন বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মোঃ জহিরুল ইসলাম এনডিসি, পিএসসি

অনুমোদিত হয়। ১১ টি কর্মসূচি নিম্নরূপ:

i. প্রতিষ্ঠিত চা বাগানগুলোর ও ক্ষুদ্রায়তন চা আবাদের মাধ্যমে ২০২৫ সাল নাগাদ ১৪০ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদনের লক্ষ্যে অতিরিক্ত ৭২ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদন;

ii. নতুন ১০ হাজার হেক্টর (২৪,৭০০ একর) জমি চা আবাদের আওতায় আনা এবং পূর্বের ১০ হাজার হেক্টরে বিদ্যমান অতিবয়স্ক ও অর্থনৈতিকভাবে অলাভজনক চা গাছ উত্তোলনপূর্বক পুনঃরোপন;

iii. হেক্টর প্রতি জাতীয় গড় উৎপাদন ১২৭০ কেজি থেকে ১৫০০ কেজিতে (একর প্রতি ৫১৪ কেজি থেকে ৬০৭ কেজিতে) উন্নীতকরণ;

iv. চা চাষে জমির গড় ব্যবহার ৫১.৪২% হতে ৫৫% এ উন্নীতকরণ;

v. অতিরিক্ত উৎপাদিত চা প্রক্রিয়াকরণের জন্য কারখানা সুবিধা উন্নয়নের লক্ষ্যে ১,৮৩৮টি চা প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ;

vi. চা শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৫ হাজার ইউনিট শ্রমিক বাসস্থান, ১৫ হাজার শৌচাগার, ৪০ টি গভীর নলকূপ, ৪,৫০০টি হস্তচালিত নলকূপ এবং ৩০০টি পাতকুয়া তৈরিকরণ;

vii. চা বাগানের নারী শ্রমিকদের ক্ষমতায়নের জন্য ১০০টি মাদারস ক্লাব প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমিকের আইনগত অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;

viii. চা এলাকার সেচ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পানির উৎস সৃষ্টির জন্য ৭৫টি বাঁধ/জলাধার নির্মাণ করা এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ সেচ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ;

ix. চা বাগান এলাকায় ৪৭ কিলোমিটার রাস্তা, ৫০টি কালভার্ট ও ৪টি সেতু নির্মাণ;

x. প্রায় ৪৮৪.২০ লক্ষ শ্রম দিবস পরিমাণ অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা; এবং

xi. অন্তত ৫০ বছর সময়ের জন্য অতিরিক্ত ৩০ হাজার স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

(১০) চা শিল্পে সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য সাফল্য:

- ২০১৯ সালে দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ৯৬.০৭ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদন;
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১.৬৭ মিলিয়ন কেজি চা রপ্তানি করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ২৬১% বেশি;
- মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলে অবস্থিত বাংলাদেশ চা বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই)-এ একটি আধুনিক গ্রীন টি ফ্যাক্টরি গত ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ খ্রি. তারিখে চালু করা হয়;
- বান্দরবানে ক্ষুদ্র চা চাষীদের উৎপাদিত সবুজ চা পাতা প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে বিগত ০১ অক্টোবর ২০১৯ খ্রি. তারিখে বান্দরবান পার্বত্য জেলার সুয়ালকে একটি আধুনিক চা কারখানা চালু করা হয়;
- মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলে দেশের দ্বিতীয় চা নিলামকেন্দ্র চালুকরণ। বিগত ১৪ মে, ২০১৮ খ্রি. তারিখে শ্রীমঙ্গল নিলাম কেন্দ্রের প্রথম চা নিলাম অনুষ্ঠিত হয়;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিগত ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ চা প্রদর্শনী ২০১৮ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ চা বোর্ডের ঢাকার মতিঝিলে অবস্থিত নিজস্ব জায়গায় ২৫তলা বিশিষ্ট 'বঙ্গবন্ধু চা ভবন' নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের নামফলক উন্মোচন করা হয়;
- জনগণের দোরগোড়ায় সহজে চা লাইসেন্স সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক গ্রাহকদের জন্য বিগত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি. তারিখে 'অনলাইন চা লাইসেন্সিং সিস্টেম' চালুকরণ;

(১১) বাংলাদেশ চা বোর্ডের অধীনে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে দুটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান রয়েছে:

ক) বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই);

বাংলাদেশ চা বোর্ডের আওতাধীন বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই) এ আধুনিক গ্রিন টি ফ্যাক্টরি উদ্বোধন শেষে ঘুরে দেখছেন বাংলাদেশ চা বোর্ডের কর্মকর্তাবৃন্দ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসেবে চা বাগানে নিরক্ষর ও বয়স্ক চা শ্রমিকদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়

খ) প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট (পিডিইউ)।

ক) বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই): বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই) ১৯৫৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিটিআরআই এর মূল লক্ষ্য:

- বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে চায়ের উচ্চ ফলনশীলতা ও গুণগত মান বৃদ্ধি এবং গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি চা শিল্পে বিস্তার করা;
- চা শিল্পের উন্নয়ন ও উৎকর্ষে বিজ্ঞানভিত্তিক পরামর্শ ও সহায়তা দান এবং
- বর্তমানে এ ইনস্টিটিউট ১২ টি জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবেও পরিগনিত। এ ইনস্টিটিউট এ যাবৎ উচ্চ ফলনশীল ও আকর্ষণীয় গুণগতমান সম্পন্ন ২১টি ক্লোন ও ৫টি বীজজাত উদ্ভাবন করেছে। বর্তমানে ৮ টি গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানটি গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

খ) প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট (পিডিইউ): ১৯৮০ সালে 'বাংলাদেশ চা পুনর্বাসন প্রকল্প' বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিটের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৮৮ সালের জানুয়ারি হতে প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিটকে বাংলাদেশ চা বোর্ডের রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট (পিডিইউ) দেশের সকল চা বাগান নিয়মিত মনিটরিং করার মাধ্যমে চা সম্প্রসারণ ও পুনঃআবাদ বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখছে।

(১২) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বাংলাদেশ চা বোর্ড ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন করেছে:

ক) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হলো:

i. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস-২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে বিগত ১৭ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখ বাংলাদেশ চা বোর্ড এবং এর অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানে আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল এবং বঙ্গবন্ধুর কর্ম ও জীবনীর উপর ডকুমেন্টরি প্রদর্শন কর্মসূচি পালন করা হয়;

ii. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে বাংলাদেশ চা বোর্ড পরিচালিত চা বাগানসমূহে 'বয়স্ক শিক্ষা' কার্যক্রম চালু করা হয়েছে;

iii. চা শ্রমিক ও চা শিল্প সম্পর্কিত (চা শিল্পের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সবাই যথা- চা বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারী, চা বাগান মালিক, ব্যবস্থাপক, কর্মচারী, শ্রমিক, টি ট্রেডার্স, টি ব্রোকার্স ইত্যাদি) মুক্তিযোদ্ধাদের পৃথক তালিকা প্রণয়ন এর কাজ শুরু করা হয়েছে;

iv. বাংলাদেশ চা বোর্ড প্রধান কার্যালয়, চট্টগ্রাম এবং বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট, শ্রীমঙ্গলে LED ডিসপ্লে এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর কর্ম ও জীবনীর উপর ডকুমেন্টরি প্রদর্শন করা হচ্ছে;

খ) চা আবাদ সম্প্রসারণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের চা আবাদকারীগণের সমন্বয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন;

গ) কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং চা শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ চা বোর্ড ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর সমন্বয়ে বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন;

ঘ) চা চাষ সম্প্রসারণ, চা চাষে উদ্বুদ্ধকরণ এবং চা চাষীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক বান্দরবান জেলায় ৪টি, লালমনিরহাট জেলায় ১০টি, এবং পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী জেলায় ১৭টি, মোট ৩১টি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে;

ঙ) বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক চালুকৃত "অনলাইন চা লাইসেন্সিং সিস্টেম" ও "চা সেবা" এবং "দু'টি পাতা একটি কুঁড়ি" নামক দুটি মোবাইল অ্যাপ এর মাধ্যমে

চা লাইসেন্স ও চা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য প্রদানপূর্বক জনগণকে সেবা প্রদান করে আসছে;

চ) বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক মাসিক চা বুলেটিন নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে;

ছ) কোভিড-১৯ মহামারীর মধ্যেও অর্থনীতির চাকা সচল রাখার জন্য বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক ২০২০/২১ নিলামবর্ষের চা নিলামের জন্য সিডিউল ঘোষণা করা হয়েছে। চট্টগ্রাম নিলামকেন্দ্র এবং মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলাস্থ নিলাম কেন্দ্রে সরকারের নির্দেশনানুযায়ী যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে নিলাম কাজ চলমান রয়েছে;

জ) বৃহত্তর পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর এবং নীলফামারী জেলায় ৫০০ (পাঁচশত) হেক্টর জমিতে চা চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৪৯৭.৬০ (চার কোটি সাতানব্বই লক্ষ ষাট হাজার) লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে "Extension of Small Holding Tea Cultivation in Northern Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্পটি বিগত ১০ নভেম্বর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের পঞ্চম বছরের কাজ চলমান। সর্বমোট বরাদ্দের বিপরীতে জুন ২০২০ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৭৯.৮৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ৭৪.৮১%;

ঝ) লালমনিরহাট জেলায় ১০০ হেক্টর জমিতে ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ সম্প্রসারণের জন্য ৪৪৬.৮৯ (চার কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ উননব্বই হাজার) লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে "Eradication of Rural Poverty by Extension of Small Holding Tea Cultivation in Lalmonirhat" শীর্ষক প্রকল্পটি বিগত ১০ নভেম্বর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের পঞ্চম বছরের কাজ চলমান। সর্বমোট বরাদ্দের বিপরীতে জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৬৭.০৪%এবং আর্থিক অগ্রগতি ৫৫.৬৮%;

ঞ) পার্বত্য চট্টগ্রামে চা চাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য ৯৯৯.৩৫ (নয় কোটি নিরানব্বই লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার) লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে "Extension of Small Holding Tea Cultivation in Chattogram Hill Tract" শীর্ষক একটি প্রকল্প গত ১৯ জুন, ২০১৬ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। মোট বরাদ্দকৃত (৯৯৯.৩৫ লক্ষ) টাকার বিপরীতে জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পযর্ন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৬৯.৮০% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬৯.৯৭% (আরডিপিপি অনুযায়ী);

ট) বাংলাদেশ চা বোর্ড নিয়ন্ত্রনাধীন পাথারিয়া চা বাগানের নবনির্মিত পাথারিয়া চা ফ্যাক্টরি বিগত ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখে চালু করা হয়; এবং

ঠ) বিগত ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ চা বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন শ্রীমঙ্গলস্থ প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট এর পিডিইউ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত "২৩ তম প্রফেশনাল ডিপ্লোমা ইন টি ম্যানেজমেন্ট" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়।

(১৩) সাম্প্রতিক বছরগুলিতে চা উৎপাদনের চিত্রঃ

বছর	উৎপাদন (মিলিয়ন কেজি)
২০০৫	৬০.১৪
২০০৬	৫৩.৪১
২০০৭	৫৮.১৯
২০০৮	৫৮.৬৬
২০০৯	৫৯.৯৯
২০১০	৬০.০৪
২০১১	৫৯.১৩
২০১২	৬২.৫২
২০১৩	৬৬.২৬
২০১৪	৬৩.৮৮
২০১৫	৬৭.৩৮
২০১৬	৮৫.০৫
২০১৭	৭৮.৯৫
২০১৮	৮২.১৩
২০১৯	৯৬.০৭

(১৪) করোনাকালে কার্যক্রম

i. করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণকালে স্বাস্থ্য বিধি মেনে দেশের ১৬৭টি চা বাগানের স্বাভাবিক কার্যক্রম যথা: পাতা চয়ন, রক্ষণাবেক্ষন, চা তৈরি ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যাহত ছিল। ফলে জানুয়ারি ২০২০ হতে জুলাই ২০২০ পর্যন্ত ৩৩.৯৯ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদিত হয়েছিল।

ii. করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণকালে স্বাস্থ্য বিধি মেনে বাংলাদেশ চা-বোর্ড কর্তৃক সরকারের দেয়া ভর্তুকি মূল্যের সার বাগান সমূহে বিতরণ অব্যাহত রাখা হয়। জানুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত সময়ে বাগান সমূহে ১০,৬২১ মেট্রিক টন ইউরিয়া, ২,৯১৮ মেট্রিক টন টিএসপি, ৭,০৪৪ মেট্রিক টন এমওপি, এবং ৩৭০ মেট্রিক টন ডিএপি সার সারবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে বাগানসমূহের চা উৎপাদন ব্যাহত হয়নি; এবং

iii. করোনাকালে চা বাগানে উৎপাদিত চায়ের বিক্রয় নিশ্চিত করার জন্য চট্টগ্রাম এবং শ্রীমঙ্গল নিলাম কেন্দ্রে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে ২০২০-২০২১ নিলাম বর্ষের

২.ঊ) আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর (সিসিআইএ্যান্ডই)

(১) পটভূমি

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর আমদানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত অবস্থায় ছিল। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বাধীনতার মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে পদার্পন করে তিনি দেশের বিধ্বস্ত আমদানি ও রপ্তানি ব্যবস্থা তথা বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর গুরুত্বারোপ করে এর উন্নতিকল্পে মনোযোগ দেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল কৃষি ও শিল্প খাতের যুগপৎ উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৩ সালে আমদানি ও রপ্তানি দপ্তর পুর্নগঠন এবং পণ্য আমদানির লাইসেন্সিং ব্যবস্থা সহজীকরণ করে ত্বরিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জনগণের আয় ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পূর্ববর্তী সময়ে দেশের আমদানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল ধরে বিস্তৃত। Defense of India Rules এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে ১৯৪০ সালে ভারতবর্ষের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের ওপর প্রথম নিয়ন্ত্রণের সূচনা হয়। মূলতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে নৌ-পরিবহণ ব্যবস্থা মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হলে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার ভারত প্রতিরক্ষা বিধি জারি করে। এ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সীমিত নৌ-পরিবহনের প্রেক্ষিতে কেবল যুদ্ধ প্রচেষ্টার সাথে জড়িত এবং অতি প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীকে পরিবহণের অগ্রাধিকার প্রদান করা। ভারত বিভাগের পর পাকিস্তানে বৈদেশিক মুদ্রার মারাত্মক অভাব দেখা দিলে উপর্যুক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হয় এবং এর পরিধি আরও বিস্তৃত করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আমদানি ও রপ্তানি (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫০ জারি করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫০ সালের আমদানি নিয়ন্ত্রণ আইনের মৌলিক কাঠামো ঠিক রেখে প্রথম সংশোধনী আনেন ১৯৭৫ সালে।

আমদানি ও রপ্তানি (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫০ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলেই পণ্য আমদানি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সকল সরকারী নির্দেশাবলী এবং বিধি বিধান প্রণীত ও জারী করা হয়ে থাকে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই সব বিধি বিধানেও পরিবর্তন ও সংশোধন আনা হয়। বর্তমানে সাধারণভাবে আমদানি সংক্রান্ত বিধি ও পদ্ধতি যথা আমদানিকারকগণের শ্রেণি বিন্যাস ও নিবন্ধন, আমদানি খাতে প্রদেয় ফিস এবং আমদানি সংক্রান্ত বিষয়ের আবেদনের নিষ্পত্তি উপর্যুক্ত আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা বলে প্রণীত ২'টি আদেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এ দু'টি আদেশ হচ্ছেঃ (ক) The Importers, Exporters and Indentors (Registration) Orders, ১৯৮১ এবং (খ) The Review, Appeal and Revision Order, 1977.

অনুরূপভাবে উপর্যুক্ত আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে প্রণীত আমদানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ তফসিল, ১৯৮৮ (Import Trade Control Schedule 1988) এর মাধ্যমে ১লা জুলাই ১৯৮৮ হতে হার্মোনাইজড পদ্ধতির অধীনে পণ্যের নতুন শ্রেণি বিন্যাস প্রবর্তিত হয়। এসব সাধারণভাবে প্রযোজ্য বিধি বিধান ছাড়াও উপর্যুক্ত আইনের ক্ষমতা বলে সরকার প্রতি ৩ (তিন) বছর অন্তর আমদানি বাণিজ্য সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট বিধি বিধান সম্বলিত আমদানি নীতি আদেশ ও রপ্তানি নীতি প্রণয়ন করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে আমদানি নীতি আদেশই হলো বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের মুখ্য হাতিয়ার। আমদানি ও রপ্তানি (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫০ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক প্রণীত ও আদেশ হিসাবে জারিকৃত আমদানি নীতি আদেশ আইনগতভাবে বাস্তবায়নের দায়িত্ব আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের ওপর ন্যস্ত।

বর্তমানে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বৈদেশিক আমদানি বাণিজ্যের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্যশস্য, কৃষি উপাদান, শিল্পের মেশিনারী, কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ, জ্বালানী এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের চাহিদার একটি বৃহৎ অংশ বিদেশ থেকে আমদানির মাধ্যমেই মিটানো হয়ে থাকে। জাতীয় বাজেটের অর্থ সংস্থানের ক্ষেত্রে আমদানি উদ্ভূত কর ও শুল্ক দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের প্রধানতম আয়ের উৎস। দেশের অর্থনীতিতে আমদানি বাণিজ্যের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অদূর ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে ধারণা করা যায়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারসাম্য অর্জন অর্থাৎ রপ্তানি আয়ের তুলনায় আমদানি ব্যয় হ্রাস করা সরকারের অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

(২) রূপকল্প (Vision)

বৈশ্বিক বাণিজ্য সহজতর করার প্রয়াসে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকদের সহায়তা প্রদান।

(৩) অভিলক্ষ্য (Mission)

জনস্বার্থ ও জননিরাপত্তা বিবেচনা করে বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে সকল ব্যবসায়ীকে নিবন্ধন ও পারমিট প্রদান, সেবা সহজীকরণে অনলাইন সেবা প্রদানের মাধ্যমে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরি, শিল্পায়নে দেশী বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন এবং বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ডাটাবেজ তৈরি ও সংরক্ষণ।

(৪) আমদানি ও রপ্তানি দপ্তরের প্রধান কার্যাবলি

এক সময়ে আমদানি ও রপ্তানি অধিদপ্তর আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে পূর্ণ নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করতো। অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ এবং বিশ্বায়ন ও পরিবর্তিত বিশ্ব বাণিজ্যের প্রেক্ষাপটে পূর্বেকার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বহুলাংশে শিথিল ও সহজীকরণের মাধ্যমে বর্তমানে সহায়ক ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে এ দপ্তর দায়িত্ব পালন করছে। এ দপ্তরের বর্তমান কার্যাবলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হলো:

i. ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি ও শিল্পের বিকাশে আমদানিকারক, রপ্তানিকারক ও ইন্ডেন্টরদের অনুকূলে আমদানি নিবন্ধন ও নিবন্ধন সনদপত্র (আইআরসি) জারি, রপ্তানি নিবন্ধন ও নিবন্ধন সনদপত্র (ইআরসি) জারি, ইন্ডেন্টিং সার্ভিসের নিবন্ধন ও রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র (ইন্ডেন্টিং সার্ভিসেস) জারি;

ii. সকল নিবন্ধিত আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকদের নিবন্ধন সনদপত্র নবায়ন ও প্রয়োজনে নিবন্ধন সনদপত্র স্থগিত বা বাতিলকরণ;

iii. নিবন্ধন প্রদানসহ নবায়নকালে সনদপত্রসমূহ বার্ষিক ফি বা নবায়ন ফি হিসেবে সরকারের কর ব্যতিত রাজস্ব প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;

iv. বিভিন্ন ধরণের আমদানি পারমিট, রপ্তানি পারমিট ও ক্লিয়ারেন্স পারমিট প্রদান;

v. আমদানি নীতি আদেশ প্রণয়ন, সংস্কার ও প্রকাশনায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে প্রত্যক্ষ সহায়তা প্রদান এবং ইহার বাস্তবায়ন;

vi. বিরাজমান অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আমদানি নীতি আদেশ ও রপ্তানি নীতির যে কোন পরিবর্তন, সংযোজন, সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়ে সময়ে সময়ে গণবিজ্ঞপ্তি জারিসহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

vii. এইচ.এস. কোড নম্বর, পণ্যের শ্রেণী বিন্যাস অথবা বিবরণ সম্পর্কে বিরোধসহ অন্যান্য বিষয়ে শুল্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমদানিকারকের উদ্ভূত সমস্যা নিষ্পত্তিকরণ;

viii. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলাসহ দেশী ও বিদেশি মেলায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে আমদানি রপ্তানির জন্য আমদানি ও রপ্তানি পারমিট প্রদান;

ix. বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প, বিদেশি ও বহুজাতিক কোম্পানিসমূহের আমদানি ও রপ্তানি নিবন্ধন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে বিদেশি উদ্যোক্তা কর্তৃক ইক্যুইটি শেয়ারের বিপরীতে আমদানির জন্য পারমিট/অনুমতি প্রদান;

x. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশি দূতাবাসসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অনুকূলে ব্যক্তিগত মালামালের জন্য রপ্তানি পারমিট জারিকরণ; এবং

xi. আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকদের ডাটাবেজ তৈরি ও সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যান সংক্রান্ত কার্যক্রম।

(৫) সাংগঠনিক কাঠামো

আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের প্রধান হিসেবে প্রধান নিয়ন্ত্রক দায়িত্ব পালন করে থাকেন। প্রধান নিয়ন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১৪টি আঞ্চলিক কার্যালয় রয়েছে, যা নিম্নরূপ:

(৬) অধিদপ্তরের নিম্নোক্ত অফিস হতে অর্ধ শতাধিক সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে

আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ঢাকা
আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, চট্টগ্রাম
আমদানি ও রপ্তানি যুগ্ম নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, রাজশাহী
আমদানি ও রপ্তানি যুগ্ম নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, খুলনা
আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, বরিশাল
আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, সিলেট
আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, রংপুর
আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ময়মনসিংহ
আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, কুমিল্লা
আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, বগুড়া
আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, পাবনা
আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, দিনাজপুর
আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, সিরাজগঞ্জ
আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, নওগাঁ

(৭) অত্র অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ হলো

➢ **আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র (আইআরসি)**

১. বাণিজ্যিক আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র;
২. শিল্প নিবন্ধন সনদপত্র (১ম/২য়/৩য় এডহক, নিয়মিত); এবং
৩. বহুজাতিক আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র;

➢ **রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র (ইআরসি);**

১. সাধারণ রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র;
২. বহুজাতিক রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র;
৩. ইন্ডেন্টিং সার্ভিস রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র;

- আমদানি পারমিট জারিকরণ (আইপি);
- রপ্তানি পারমিট জারিকরণ (ইপি);
- রপ্তানি কাম আমদানি পারমিট জারিকরণ (ইপি কাম আই পি);
- ক্লিয়ারেন্স পারমিট জারিকরণ (সিপি);
- আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র হতে অব্যহতি; এবং
- আমদানি ও রপ্তানি অনুমতি/পূর্বানুমতিপত্র জারিকরণ।

(৮) জনবল (কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূণ্যপদ
অধিদপ্তর (মোট পদ সংখ্যা)	২৭৬	৯২	১৮৪

(৯) শূন্য পদের বিন্যাস

যুগ্ম সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ (যেমন: ডিসি, এসপি)	অন্যান্য ১ম শ্রেণীর পদ	২য় শ্রেণীর পদ	৩য় শ্রেণীর পদ	৪র্থ শ্রেণীর পদ	মোট
প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০৬	১৫	৮৯	৭৪	১৮৪

(১০) সেবা সহজীকরণের নিমিত্তে 'Online Licensing Module (OLM)/ (Digitalization/ Automation)' প্রবর্তন:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে এবং বিশ্বব্যাপী চলমান বাণিজ্য যুদ্ধের প্রতিযোগিতায় সম্মুখ যোদ্ধা দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরসহ ১৪টি আঞ্চলিক দপ্তরের মাধ্যমে আমদানিকারক, রপ্তানিকারক ও ইন্ডেন্টরদের অনলাইন নিবন্ধন সেবা Online Licensing Module (OLM) গত ১ জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হতে চালু করা হয়েছে। OLM মাধ্যমে সেবাগ্রহিতাগণ ঘরে বসেই আমদানি, রপ্তানি, রপ্তানি (ইন্ডেন্টিং সার্ভিস) নিবন্ধন সম্পন্ন করতে পারছেন। অচিরেই আমদানি পারমিট (আইপি), রপ্তানি পারমিট (ইপি), আইপি কাম ইপি, ইপি কাম আইপি, ক্লিয়ারেন্স পারমিট ইত্যাদি সেবার আবেদন ওএলএম এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে। পূর্বে সেবা অনুমোদনের জন্য ৩ কর্মদিবস সময় লাগত যা বর্তমানে সর্বনিম্ন ১ ঘন্টা ৪৫ মিনিটের মধ্যে ইস্যু করা সম্ভব হচ্ছে। দ্রুততর সময়ের মধ্যে সেবা অনুমোদনের ফলে গ্রাহকের Time, Visit, Cost (TVC) শূন্যে নেমে এসেছে। উক্ত IT Based, অনলাইন (OLM) সেবা কার্যক্রমটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অনলাইন সেবা (OLM) কার্যক্রম চালুর ফলে যে সকল সুযোগ-সুবিধা গ্রাহক পর্যায়ে প্রদান করা হচ্ছে তা নিম্নরূপ:

- বিশ্বের যে কোন স্থান থেকে সেবা গ্রহণ করা যায়;
- আবেদন করতে কিংবা সনদ গ্রহণের জন্য অফিসে আসার প্রয়োজন নেই;
- ডকুমেন্ট এর হার্ডকপি দাখিলের প্রয়োজন নেই;
- আবেদনের অনুমোদন কোনো পর্যায়ে রয়েছে তা গ্রাহক ট্র্যাকিং করে জানতে পারেন;
- অনুমোদন প্রক্রিয়া উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সহজে মনিটরিং করতে পারছেন;

আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে Online Licensing Module (OLM) এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি

- আমদানিকারক, রপ্তানিকারক এবং ইন্ডেন্টরদের তথ্য কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে;
- দালাল বা মধ্যবর্তী লোকের সহায়তার প্রয়োজন নেই এবং
- অর্থ, শ্রম ও সময় সাশ্রয় হচ্ছে।

(১১) আইন ও বিধিমালার যুগোপযোগীকরণ:

অত্র অধিদপ্তর নিম্নোক্ত আইন ও আদেশ যুগোপযোগী করে বাংলা ভাষায় প্রনয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

- The Imports and Exports (Control) Act, 1950;
- The Review, Appeal and Revision Order, 1977; এবং
- The Importers, Exporters and Indentors (Registration) Orders, 1981.

(১২) Ease of Doing Business বাস্তবায়নে সহযোগিতা

ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে সময়, অর্থ ও অনুসরণীয় ধাপ হ্রাসকরণের মাধ্যমে ব্যবসায়িক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনার মাধ্যমে অত্র প্রধান আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর Ease of Doing Business ইনডেক্সে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করেছে। এলক্ষ্যে অত্র অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম এর মধ্যে রয়েছে:

- Online Licensing Module (OLM) চালু করা হয়েছে, যার ফলে সকল সেবাসমূহ অটোমেশন এর আওতায় এসেছে এবং Ease of doing business বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে;
- সকল প্রকার নিবন্ধনের ক্ষেত্রে প্রদেয় কাগজপত্রের সংখ্যা কমানো হয়েছে;
- প্রণীতব্য আমদানি নীতি আদেশ ২০১৮-২১-এ নিবন্ধন ফি কমানোসহ একই সাথে সর্বোচ্চ ৫ বছরের জন্য নবায়ন করার বিধান সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) ও যৌথ মূলধোনি কোম্পানি ও ফার্মসমুহের পরিদপ্তর (আরজেএসসি) এর সাথে অনলাইন ইন্টিগ্রেশনের লক্ষ্যে 'সমঝোতা স্মারক' স্বাক্ষর করা হয়েছে। ফলে ভবিষ্যতে শিল্প সেবাগ্রহীতা বিডা'র Online one stop service (OSS) এর আওতায় সুবিধা ভোগ করতে পারবে;
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ ব্যাংক এর সাথে অনলাইনের মাধ্যমে ইন্টিগ্রেশনের লক্ষ্যে 'সমঝোতা স্মারক' স্বাক্ষর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে; এবং
- সেবার প্রদানের গুণগত মানের উন্নতির পাশাপাশি ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে দ্রুত সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। সার্বিকভাবে সেবা নিস্পত্তির সময় অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

(১৩) বিভিন্ন সেবার নিস্পত্তির পরিসংখ্যান

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন নিবন্ধন সনদ নতুন ইস্যু ও রি-রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে নবায়নের, পারমিট ও পূর্বানুমতি জারির পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

(ক) নিবন্ধন ও নিবন্ধন সনদপত্র নিস্পত্তির পরিসংখ্যান

ক্র.নং	সেবার নাম	আবেদন প্রাপ্তি	নিস্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন	রিজেক্টেড	নিস্পত্তির হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র (বাণিজ্যিক)	৩০,৫৪১	২৭,৭৪১	২,৬৫৩	১৪৭	৯০.৮৩%
২.	আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র (শিল্প)	৭,৪৯৩	৫৬৩৬	১৮২৫	৩২	৭৫.২১%
৩.	রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র (সাধারন)	১১,৯৮৩	১০,৬৫৭	১২৮৮	৩৮	৮৮.৯৩%
৪.	ইন্ডেন্টিং রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র	১৩১৯	১১২২	১৯৪	০৩	৮৫.০৬%
৫.	বহুজাতিক আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র	৬৬৩	৫৪৯	১১২	০২	৮২.৮০%
৬.	বহুজাতিক রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র	৮১৭	৭০১	১১৪	০২	৮৫.৮৮%
মোট সংখ্যা		৫২,৮১৬	৪৬,৪১১	৬১৮১	২২৪	৮৭.৮৭%

(খ) পারমিট ও অনুমতি/পূর্বানুমতি জারির পরিসংখ্যান

ক্র.নং.	সেবার নাম	নতুন নিষ্পত্তি	মেয়াদ বৃদ্ধি	মোট
১	২	৩	৪	৫
১	আমদানি পারমিট জারীকরণ (আইপি)	২৬৫১	১৩৫২	৪০০৩
২	রপ্তানি পারমিট জারীকরণ (ইপি)	১৫১৫	৫২	১৫৬৭
৩	রপ্তানি-কাম-আমদানি পারমিট জারি (ইপি-কাম-আইপি)	৯০৭	৬৩৫	১৫৪২
৪	আই আরসি হতে অব্যাহতি প্রদান	৩৩	--	৩৩
৫	সামরিক পারমিট জারি	০৯	--	০৯
৬	ক্লিয়ারেন্স পারমিট (সিপি)	২৩	--	২৩
৭	রিপ্লেসমেন্ট আমদানি পারমিট	২২৭	--	২২৭
৮	পুনঃরপ্তানির অনুমতি প্রদান	৭৪	--	৭৪
৯	অন্ট্রাপো পারমিট	০৭	--	০৭
১০	জাহাজীকরণের সময়সীমা বৃদ্ধি	৬২০	--	৬২০
১১	হাসপাতাল/এনজিও/বিশ্ববিদ্যালয়ের আইপি জারি	৮৬	--	৮৬
	সার্বিক নিষ্পত্তি:	৬১৫২	২০৩৯	৮১৯১

(১৪) নিবন্ধিত আমদানিকারক, রপ্তানিকারক ও ইন্ডেনটরদের ডাটাবেজ তৈরিকরণ

এই প্রথমবারের মত আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকদের ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫২,৮৯৬টি আমদানিকারক, রপ্তানিকারক ও ইন্ডেনটর এর তথ্যাদি OLM এর ডাটাবেজ এ অর্ন্তভুক্ত হয়েছে। ফলে ভবিষ্যতে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকদের তথ্য সরকারের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক সরবরাহ করার সুযোগ সৃষ্টি হলো।

(১৫) Online Integration- এর লক্ষ্যে সমঝোতা-স্মারক স্বাক্ষর:

সেবাগ্রহীতাদের স্বচ্ছ ও সহজ সেবা প্রদানে বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের সাথে আন্তঃসংযোগের (অনলাইন ইন্টিগ্রেশন) উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), যৌথমূলধনী কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (আরজেএসসি) এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর আওতাধীন Natinal Single Window (NSW) এর সাথে Memorendum of Understanding (MoU) স্বাক্ষর করা হয়েছে। বিডা এর সাথে MoU স্বাক্ষরের ফলে বিডা'র ওয়ানস্টপ সার্ভিস (ওএসএস) এর সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। এ ছাড়া অন্যান্য সরকারী দপ্তরের সাথে যেমন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর আওতাধীন TIN and Customs , বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সোনালি ব্যাংক এর সাথে Memorendum of Understanding (MoU) স্বাক্ষরের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা'র) সাথে সিসিআইএন্ডই এর সমঝোতা-স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

(১৬) ই-নথির বাস্তবায়নে সফলতা অর্জন

বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার নথি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ই-নথি'র বাস্তবায়ন ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। বর্তমানে আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের শতভাগ নথি ই-ফাইলে নিষ্পত্তি হচ্ছে। মহামারী করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর কারণে স্বাস্থ্য ঝুঁকির সময়ে শতভাগ নথি ই-ফাইলে নিষ্পত্তি করায় সরকারী কার্যক্রমে পূর্ণ গতিশীলতা বজায়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। অত্র দপ্তর নথি নিষ্পত্তির মাসিক তালিকায় জুন, ২০২০ মাসের প্রতিবেদনে মধ্যম শ্রেণীর ৫৩টি দপ্তরের মধ্যে ১০ম স্থান অর্জন করে।

(১৭) করোনাকালে কার্যক্রম

করোনা মহামারী কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে অত্র অধিদপ্তরের অনলাইন সেবা পদ্ধতি 'ওএলএম' ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে সকল সেবা প্রদান অব্যাহত ছিল। কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ রোধকল্পে দেশে উৎপাদিত ফেস মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার রপ্তানি নিষিদ্ধ করে গত ১২ মার্চ ২০২০খ্রি. তারিখে গণবিজ্ঞপ্তি (নং-৩৬/রপ্তানি) জারি করা হয়েছিল। এ ছাড়া করোনা ভাইরাসের প্রভাব মোকাবেলায় শিশুখাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে গুড়াদুধ আমদানির আমদানি নীতি আদেশের অনুচ্ছেদ ১৬ এর উপ অনুচ্ছেদ ১৭(ঘ) শর্ত সাময়িকভাবে স্থগিত করে গত ০৫ এপ্রিল ২০২০খ্রি. তারিখে গণবিজ্ঞপ্তি (নং-৩৮/আমদানি) জারি করা হয়েছিল। অনলাইনে সকল প্রকার সেবা প্রদান অব্যাহত রেখে সরকারি নির্দেশনা অনুসরণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত আকারে অফিস খোলা রেখে যথানিয়মে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এ সময়ে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের মালামাল আমদানির জন্য আমদানি পারমিট (আইপি)সহ অন্যান্য সকল কার্যক্রম ই-নথির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। মার্চ, ২০২০ হতে জুলাই, ২০২০ পর্যন্ত সময়ে অত্র অধিদপ্তর হতে ২৯৭৬টি প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন সনদপত্র প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, সরকারী বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মালামাল ও যন্ত্রাংশ আমদানির জন্য ৪৬৬ টি আমদানি পারমিট(আইপি), ১১২টি রপ্তানি পারমিট, ১৬৫ টি রপ্তানি-কাম আমদানি পারমিট প্রদান করা হয়েছে। ফলে করোনা মহামারীর সময়ে সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের কোনো সমস্যা হয়নি এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীগণও কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়া আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পেরেছেন।

আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের Online Licensing Module (OLM) এর রিফ্রেশমেন্ট ট্রেনিং অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলে সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ড. মোঃ জাফর উদ্দীনকে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করা হয়

২.খ) যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (আরজেএসসি)

(১) পটভূমি

যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার তথা অর্থনীতির বিনির্মাণে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। এ প্রতিষ্ঠানটি সরকারের কর বহির্ভূত রাজস্ব আয়েরও একটি অন্যতম উৎস। ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনামলে যৌথমূলধন ব্যবসার প্রসারের লক্ষ্যে ১৯১৩ সনে কোম্পানি আইনের আওতায় এ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। ভারত বিভক্তির পর প্রথমে যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর চট্টগ্রামে স্থাপন করা হলেও পরবর্তীতে ১৯৬২ সালে পরিদপ্তরটি ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীতে চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে বিভাগীয় দপ্তর স্থাপন করা হয়।

যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর The Company Act, 1994; The Society Registration Act, 1860; The Partnership Act, 1932 এবং The Trade Organizations Ordinance, 1961 এর অধীনে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। পরিদপ্তরটির প্রধান কাজ হচ্ছে কোম্পানি, সোসাইটি, ট্রেড অর্গানাইজেশন এবং পার্টনারশীপ ফার্ম এর নিবন্ধন প্রদান এবং নিবন্ধনকৃত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত বার্ষিক বিধিবদ্ধ রিটার্নসমূহ রেকর্ডভুক্তকরণপূর্বক গ্রাহকের চাহিদা মোতাবেক সার্টিফাইড কপি প্রদান করা। উল্লেখ্য যে, এ সকল আইনের আওতায় ২০১৯ সনের আগস্ট মাস পর্যন্ত বিভিন্ন ধরণের ২,৩৫,৫৪৫ টি প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন গ্রহণ করেছে।

পরিদপ্তরটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ এর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। নিবন্ধন প্রক্রিয়া দ্রুততার সাথে সম্পন্নের জন্য ও এ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে জানুয়ারি, ২০০৯ সন হতে এ দপ্তর স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি প্রবর্তনে নানামুখী কার্যক্রম শুরু করে। এসকল কর্মসূচি বাস্তবায়নে নির্ধারণ করা হয় বিভিন্ন মেয়াদি লক্ষ্য, যা এনে দেয় যুগান্তকারী সাফল্য ও গ্রাহক সেবায় যোগ করে ভিন্ন মাত্রা। পরিদপ্তরটি বর্তমানে অনলাইনে কোম্পানির নামের ছাড়পত্র প্রদান, নিবন্ধন, রিটার্ন ফাইলিং, অনলাইন ব্যাংকিং ও মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ফিস আদায়সহ ডিজিটাল স্বাক্ষর চালু করেছে। এ সকল যুগান্তকারী কার্মকাণ্ড পরিদপ্তরটিকে ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় সেবা প্রদানের দিক থেকে প্রথম ডিজিটাল অফিস হিসেবে দেশে ও বিদেশে পরিচিতি করে তুলছে। ফলে বাংলাদেশের ব্যবসা নিবন্ধন প্রক্রিয়া বিশ্বমানে উন্নীত হয়েছে।

(২) যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করেছে

২.১) আরজেএসসি'র বর্তমান অন লাইন সেবাসমূহ

i. আরজেএসসি ২০০৯ সাল হতে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নামের ছাড়পত্র প্রদান করে আসছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৩০,৫০৭টি নামের ছাড়পত্র ইস্যু করা হয়েছে;

ii. এ পরিদপ্তর ২০০৯ সাল থেকে অনলাইনে নিবন্ধন প্রক্রিয়া চালু করে। বর্তমানে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নিবন্ধন প্রদান চালু করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ পরিদপ্তর হতে ১১,২২৫টি প্রতিষ্ঠান কে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে আবেদনের ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রায় ৫০% প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে;

iii. ২০১০ সালে অনলাইনে রিটার্ন দাখিল প্রক্রিয়া চালু করা হয় এবং ব্যাক অফিস এ্যাপ্লিকেশন এর মাধ্যমে রিটার্ন পরীক্ষা নিরীক্ষাক্রমে রেকর্ডভুক্ত করা হচ্ছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিভিন্ন কোম্পানির পক্ষ হতে ১,৪১,৯০৬টি রিটার্ন অনলাইনে দাখিল করা হয়েছে। যার মধ্যে ১,২৪,৭৩৪টি রিটার্ন রেকর্ডভুক্ত হয়েছে;

iv. আরজেএসসি রেকর্ডকৃত রিটার্নসমূহের বিপরীতে ফি প্রদান সাপেক্ষে গ্রাহক কর্তৃক চাহিত রিটার্নের সার্টিফাইড কপি ইস্যু করে থাকে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ২৯,০৮২টি ডকুমেন্ট এর সার্টিফাইট কপি ইস্যু করা হয়েছে;

v. নিবন্ধিকৃত কোম্পানির মধ্যে যে সকল কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছায় কোম্পানির অবসায়ন ঘটাতে ইচ্ছুক হয় কিংবা বিশেষ কারণে আদালত কর্তৃক অবসায়নের ঘটনা ঘটে, এ সকল কোম্পানি কর্তৃক অবসায়ন সংক্রান্ত দাখিলকৃত সকল রিটার্ন, আদেশ/নির্দেশ এ পরিদপ্তর কর্তৃক রেকর্ডভুক্ত ও আনুষাঙ্গিক অন্যান্য সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হয়। গত

অর্থবছরে ৯৩টি কোম্পানির এ প্রক্রিয়ায় অবসায়ন সম্পন্ন হয়েছে;

vi. যে সকল কোম্পানি দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করছে না কিংবা রিটার্ন দাখিল থেকে নিষ্ক্রিয় রয়েছে কোম্পানি আইনের বিধান মতে আরজেএসসির নিবন্ধন বহি হতে সেসকল কোম্পানির নাম কর্তন করা হয়ে থাকে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৩,৪১৫টি নিষ্ক্রিয় প্রতিষ্ঠানকে প্রথম নোটিশ, ১৩৮০টি প্রতিষ্ঠানকে দ্বিতীয় নোটিশ এবং ১৮১টি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে প্রথম গেজেট প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত বছরে ৩টি প্রতিষ্ঠানের নাম চূড়ান্তভাবে কর্তন করা হয়েছে;

vii. নিবন্ধিত কোম্পানিসমূহের ধারাবাহিক শেয়ার স্ট্রাকচার, ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন সহ যেকোন পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য বর্তমানে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়; এবং

viii. নিবন্ধিত কোম্পানিসমূহ ব্যাংক কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করলে উক্ত ঋণের বিপরীতে ব্যাংক এবং কোম্পানির মধ্যে ঋণ চুক্তি (Deed) সম্পাদিত হয়ে থাকে। উক্ত ঋণ নিশ্চিত (Secured) করণের লক্ষ্যে নির্ধারিত ফি প্রদান করে এ পরিদপ্তর হতে নিবন্ধন গ্রহণ করে থাকে। গত অর্থবছরে ৫৩৩৭টি ঋণচুক্তি বা বন্ধকের বিবরণী নিবন্ধন করা হয়েছে।

২.২) ডিজিটাল স্বাক্ষর বাস্তবায়ন:

জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে রিটার্ন দাখিলে রোধ ও পেপারলেস অফিস বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডারগণ কর্তৃক ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রদানের মাধ্যমে সকল রিটার্ন দাখিলের সুবিধা এবং পরিদপ্তরের সকল কার্যক্রম অনলাইন পদ্ধতিতে সম্পাদনের নিমিত্তে ও ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রদানের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সার্টিফাইড কপি ইস্যুকরণের লক্ষ্যে ২০১৯ সালের আগস্ট মাসে দোহা টেকের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়;

২.৩) হাইটেক পার্কের সাথে সমঝোতা-স্মারক স্বাক্ষর:

হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের আওতাধীন কোম্পানিসমূহের নিবন্ধন, রিটার্ন ফাইলিং সহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কার্যক্রম উক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সম্পাদনে সহায়তার জন্য হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত ওয়ান স্টপ সার্ভিসের সাথে আরজেএসসি'র সেবাসমূহ সংযুক্ত করার লক্ষ্যে ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি সমঝোতা-স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। যা দেশে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে;

২.৪) বেজা এর সাথে সমঝোতা-স্মারক স্বাক্ষর:

অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) আওতাধীন কোম্পানিসমূহের নিবন্ধন, রিটার্ন ফাইলিং সহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কার্যক্রম উক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সম্পাদনে সহায়তার জন্য অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত ওয়ান স্টপ সার্ভিসের সাথে আরজেএসসি'র সেবাসমূহ সংযুক্ত করার লক্ষ্যে ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে একটি সমঝোতা-স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। যা দেশে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে;

২.৫) সিসিআইএন্ডই এর সাথে সমঝোতা-স্মারক স্বাক্ষর:

CCI&E অফিসে আমদানি/রপ্তানি লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিবন্ধন ও মালিকানা সংক্রান্ত তথ্যাদি অনলাইনে যাচাইপূর্বক তাৎক্ষণিক সেবা প্রদানের নিমিত্তে CCI&E এ পরিদপ্তরের সাথে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি সমঝোতা-স্মারক স্বাক্ষরিত হয়;

২.৬) স্বয়ংক্রিয় সার্টিফাইড কপি প্রদান:

সেবাগ্রহীতা কর্তৃক আরজেএসসি তে রেকর্ডকৃত রিটার্নসমূহের সার্টিফাইট কপির জন্য ফি প্রদান সাপেক্ষে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ই-মেইলে ডিজিটাল স্বাক্ষরযুক্ত সার্টিফাইড কপি প্রেরণ করা হচ্ছে;

২.৭) Online Payment Gateway চালুকরণ:

সেবা গ্রহিতাগণ কর্তৃক ঘরে কিংবা অফিসে বসে সেবা প্রাপ্তির বিষয়টি সহজতর করার লক্ষ্যে দি সিটি ব্যাংক লিমিটেডের সাথে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে Online Payment Gateway Integration সংক্রান্ত সমঝোতা-স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে গ্রহিতাগণ অফিস কিংবা ঘরে বসেই ডেভিট কার্ড/ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে আরজেএসসির ফি পরিশোধ করতে পারবে এবং তাৎক্ষণিক সেবা গ্রহণ করতে পারবে;

২.৮) পুরাতন রেকর্ড ডিজিটালাইজেশন: ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ডিভিসি (ডেভেলপমেন্ট ডিজাইন কনসালটেন্টস্ লিমিটেড) এর সাথে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে সম্পাদিত চুক্তির অধীনে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রায় ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ পুরাতন রেকর্ড এর ডিজিটালাইজেশন করা হয়েছে। এর ফলে ২০১০ সাল থেকে ডিজিটাইজকৃত রেকর্ডসমূহের সাথে পুরাতন রেকর্ডসমূহের Integration করা সম্ভব হবে এবং প্রতিটি কোম্পানির জন্ম থেকে ধারাবাহিক ইতিহাস একই সাথে পাওয়া যাবে। তাছাড়া, রেকর্ড হারানো বা নষ্ট হওয়ার ঝুকি থেকেও এ পরিদপ্তর মুক্ত থাকবে। দ্রুততার সাথে যে কোন রেকর্ড খুঁজে পাওয়া যাবে এবং সার্টিফাইড কপি প্রদান সহজতর হবে;

২.৯) Ease of Doing Business: বাস্তবায়নে সহযোগিতা: Ease of Doing Business বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যবসা আরম্ভ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে সময়, অর্থ ও অনুসরণীয় ধাপ হ্রাসকরণের মাধ্যমে ব্যবসায়িক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নে কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। Ease of Doing Business এর নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করেছে:

- কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন সহজীকরণের লক্ষ্যে নামের

ছাড়পত্র এবং রেজিস্ট্রেশন প্রদান কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন হচ্ছে এবং এ সকল কার্যক্রম বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর ওয়ান স্টপ সার্ভিস এর সাথে একীভূত করা হয়েছে;

- কোম্পানি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে প্রদেয় ফিসমূহ অনলাইন গেটওয়ে এর মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে;
- কোম্পানি রেজিস্ট্রেশনে রেজিস্ট্রারকে প্রদেয় ফিসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে হ্রাসকরণ ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাতিলকরণের মাধ্যমে বিদ্যমান ফি কাঠামোটি পুনর্বিন্যাস করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে; এবং
- কোম্পানি (সংশোধন) আইন, ২০২০ জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হওয়ায় কোম্পানি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে 'কোম্পানি সিল'/কমন সীল ব্যবহারের বাধ্যতামূলক শর্তটি প্রত্যাহার/বিমোচন করা হয়েছে।

২.১০) এক ব্যক্তি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধনের আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ

এক ব্যক্তি মালিকানাধীন কোম্পানি (OPC) গঠন সংক্রান্ত বিষয়টি আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং এর পর তা মন্ত্রিসভা বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে। শীঘ্রই এ বিষয়ে আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে আইনটি প্রেরণ করা হবে। সংশোধনীর বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

i. কোম্পানি আইনে একটি আলাদা খণ্ড সংযোজনের মাধ্যমে এক ব্যক্তি কোম্পানি নিবন্ধন, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিধি-বিধান অন্তর্ভুক্তকরণ;

ii. হস্তান্তরকারীর ব্যক্তিগত উপস্থিতি বা কমিশনের মাধ্যমে শেয়ার হস্তান্তর দলিলে স্বাক্ষর নিশ্চিতকরণ;

iii. কোম্পানি অবলুপ্তির ক্ষেত্রে পাওনাদারগণের ঋণ পরিশোধের অগ্রাধিকার;

iv. কোম্পানি আইনের অধীনে সম্পাদিতব্য কোন কাজ ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সম্পাদন এবং এ ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নম্বর আইন) (সংশোধনীসহ) এর প্রয়োগ অন্তর্ভুক্তকরণ; এবং

v. অন্যূন ১৪ (চৌদ্দ) দিনের পরিবর্তে ২১ (একুশ) দিনের লিখিত নোটিশ দিয়ে কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান।

২.১১) E-TIN এর তথ্য অনলাইনে তাৎক্ষণিক যাচাই

বর্তমানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কোম্পানিসমূহের রেজিস্ট্রেশন ও অংশীদারগণের তথ্য অন লাইনে যাচাই বাছাই করছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে সম্পাদিত চুক্তির আলোকে কোম্পানি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে অংশীদারীগণের E-TINএর তথ্য অনলাইনে যাচাই করা হচ্ছে।

২.১২) স্বয়ংক্রিয় সার্টিফাইড কপি প্রদান:

হিউম্যান ইন্টারেকশন ব্যতীত অনলাইনে আবেদন প্রাপ্তির পর সার্ভারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে যাচাই-বাছাই করে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার করে বিলম্ব না করে তাৎক্ষণিক সার্টিফাইড কপি দেয়া হয়। এতে সেবা গ্রহীতাদের সময়, খরচ সাশ্রয় হয় যা অত্র পরিদপ্তরের একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ।

২.১৩) অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি:

i. অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম;
ii. ই-সরকার বিশেষ সম্মাননা প্রাপ্তি;
iii. তথ্য বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষর;
iv. ডিজিটাল স্বাক্ষর কার্যক্রম;
v. Corporate Registrar Forum (CRF)-এ অংশগ্রহণ;
vi. Signing Ceremony of Memorandum of Understanding National Single Window;
vii. বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাথে MoU চুক্তি স্বাক্ষর;
viii. ডিজিটাল স্বাক্ষর বাস্তবায়ন;
ix. সিসিআইএন্ডই এর সাথে সমঝোতা-স্মারক স্বাক্ষর;
x. অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে চালুকরণ; এবং
xi. বিডার সাথে MoU স্বাক্ষর।

২.১৪) রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের মাধ্যমে অবদান রাখা সংক্রান্ত:

যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (আরজেএসসি) ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ৯৫,৫৬,৩৯,১০০.৫০ টাকা (পঁচানব্বই কোটি ছাপান্ন লক্ষ উনচল্লিশ হাজার একশত টাকা পঞ্চাশ পয়সা) নন-ট্যাক্স রাজস্ব, ৭৩,০৯,৩৪,১৪৫.৬৮ টাকা (তেহাত্তর কোটি নয় লক্ষ চৌত্রিশ হাজার একশত পঁয়তাল্লিশ টাকা আটষট্টি পয়সা) স্ট্যাম্প Duty এবং ১৪,৩৩,৭৫,৩৩০.৮১ টাকা (চৌদ্দ কোটি তেত্রিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার তিনশত তেত্রিশ টাকা একাশি পয়সা) ভ্যাট বাবদ সর্বমোট ১৮২,৯৯,৪৮,৫৭৬.৯৯ টাকা (একশত বিরাশি কোটি নিরানব্বই লক্ষ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশত ছিয়াত্তর টাকা নিরানব্বই পয়সা) আদায় করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রদান করছে।

২.১৫) করোনাকালে কার্যক্রম

করোনা প্রাদুর্ভাবে সাধারণ ছুটি চলাকালীন সময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী ২৬ এপ্রিল, ২০২০ খ্রি. তারিখ হতে সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়। এ সময়ে পরিদপ্তরের সার্ভার চালু রাখা হয় এবং গ্রাহক কর্তৃক রিটার্ন দাখিল, কোম্পানি নিবন্ধন, রিটার্ন রেকর্ডভুক্তকরণ, বন্ধকী বিবরণী নিবন্ধন, সার্টিফাইড কপি প্রদানসহ সকল প্রকার ডিজিটাল সেবা প্রদান অব্যাহত রাখা হয়। এ ছাড়া ZOOM Application Platform ব্যবহারের মাধ্যমে সমন্বয় সভাসহ অন্যান্য সভার আয়োজন করা হয়।

আরজেএসসি ও বিডার মধ্যে *One Stop Service*-এর *MoU* স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।

চা ও ঔষধ: বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে

২.এ) বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (বিসিসি)

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (বিসিসি) এর ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব আবদুল হামিদ এর নিকট হস্তান্তর করা হয়

(১) পটভূমি

বাজার অর্থনীতির যুগে বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ প্রণয়ন করা হয় এবং এর ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সালে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে কমিশন বাংলাদেশে উৎপাদন পর্যায়ে ও বাজারে প্রতিযোগিতা বিরোধী চুক্তি, কার্টেল, কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার ইত্যাদি প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড নির্মূল, জোটবদ্ধতা নিয়ন্ত্রণ এবং মনোপলি ও ওলিগোপলি অবস্থা প্রতিরোধে কাজ করে যাচ্ছে।

(২) কমিশনের রূপকল্প (Vision)

একটি প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বাজার সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতনকরণ, সম্পৃক্তকরণ ও আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু ব্যবসায়িক পরিবেশ গড়ে তোলা।

(৩) কমিশনের উদ্দেশ্য (Mission)

i. ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজস, মনোপলি, ওলিগোপলি অবস্থা, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূলকরণ;এবং

ii. উচ্চতর জ্ঞানভিত্তিক গবেষণাধর্মী এবং তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর কমিশন গড়ে তোলা।

(৪) কমিশনের দায়িত্ব ও কর্তব্য

- বাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব বিস্তারকারী অনুশীলনসমূহকে নির্মূল করা, প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করা ও বজায় রাখা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করা;
- কোন অভিযোগের ভিত্তিতে অথবা স্বপ্রণোদিত হয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিযোগিতা বিরোধী সকল চুক্তি, কর্তৃত্বময় অবস্থান এবং অনুশীলনের তদন্ত করা;
- জোটবদ্ধতা (Merger) এবং জোটবদ্ধতা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, জোটবদ্ধতার জন্য তদন্ত সম্পাদনসহ জোটবদ্ধতার শর্তাদি এবং জোটবদ্ধতা অনুমোদন বা নামঞ্জুর সংক্রান্ত বিষয়াদি নির্ধারণ করা;

- সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনের মধ্যে প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত সার্বিক বিষয়ে প্রচার এবং প্রকাশনার মাধ্যমে ও অন্যান্য উপায়ে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা;
- প্রতিযোগিতা বিরোধী কোন চুক্তি বা কর্মকাণ্ড বিষয়ে গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ এবং অনুরূপ অন্যবিধ ব্যবস্থার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশ ও প্রচার করা এবং এর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা;এবং
- সরকার কর্তৃক প্রেরিত প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত যে কোন বিষয় প্রতিপালন, অনুসরণ বা বিবেচনা করা।

(৫) বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করছে:

i. এ্যাডভোকেসি কার্যক্রম

- বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের এ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ কমিশনের কার্যাবলি সম্পর্কে বহুল প্রচার এবং প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড বিষয়ে অভিযোগ দাখিলের বিষয়ে জনসাধারণকে উৎসাহিত করার নিমিত্ত ০৭ আগস্ট, ২০১৯ খ্রি. তারিখে দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়; এবং
- ইকোনমিক রিপোর্টাস ফোরাম মিলনায়তন, পল্টন টাওয়ারে ইকোনমিক রিপোর্টাস ফোরামের সদস্য সাংবাদিকদের নিয়ে ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ খ্রি. তারিখে "প্রতিযোগিতায় প্রবৃদ্ধি: বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়।

ii. গবেষণা

- বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের অর্থায়নে "Onion Market of Bangladesh: Role of different Players and Assessing Competitiveness" বিষয়ে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) কর্তৃক গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করা হয়েছে। গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লিখিত সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট দপ্তর অর্থাৎ কৃষি মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়; এবং
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বর্তমান সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রি. তারিখে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে সচিব মহোদয় আইনের যথাযথ প্রয়োগের জন্য কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও সক্ষমতা অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

iii. পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি রোধে সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ/প্রচার বিষয়ক এ্যাডভোকেসি

- বাজারে যোগসাজসের মাধ্যমে পেঁয়াজের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধির সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কমিশনের সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি ১৭ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রি. তারিখে দৈনিক কালের কণ্ঠ, দি ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস, দৈনিক সমকাল ও দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় এবং ১৭ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রি. তারিখে দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন ও দৈনিক আমাদের অর্থনীতি পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।

iv. প্রতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ

- জাপান ফেয়ার ট্রেড কমিশনের প্রতিনিধি দলের সাথে বিগত ২৫ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রি. তারিখে ঢাকায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের দ্বিপাক্ষিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। জাপান ফেয়ার ট্রেড কমিশনের প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা, শক্তিশালী আইনী কাঠামো, বাজারে

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক আয়োজিত এ্যাডভোকেসি ও মতবিনিময় সভা

প্রতিযোগিতার সংস্কৃতি, প্রতিযোগিতাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান ইত্যাদি বিষয়ে রয়েছে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। দ্বিপাক্ষিক এই আলোচনায় অভিজ্ঞতা বিনিময় হয় এবং JFTC থেকে সহযোগিতা পাওয়ার উপায় ও ক্ষেত্র চিহ্নতকরণে প্রয়াস নেয়া হয়।

- ১২ মার্চ, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের বৈদেশিক সহায়তা অনুসন্ধান কমিটির ৫১তম সভায় "Strengthening of the Bangladesh Competition Commission" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পে অনুদান সহায়তা প্রাপ্তির জন্য JICA-কে অনুরোধ করার লক্ষ্যে ইআরডি'র আমেরিকা ও জাপান অনুবিভাগে পিডিপিপি প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

v. প্রতিযোগিতা পলিসি বিষয়ক এ্যাডভোকেসি

- ০৫ ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রি. তারিখে বেসরকারি সংস্থা উন্নয়ন সমন্বয় এর চেয়ারপার্সন ড. আতিউর রহমানের সভাপতিত্বে 'বাংলাদেশে প্রতিযোগিতা পলিসি' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এ সেমিনারে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা পলিসির প্রয়োজনীয়তা এবং এর উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয় যা কমিশনের ভবিষ্যৎ পথ চলায় সহায়ক ভূমিকা রাখবে; এবং
- বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক আয়োজিত উৎপাদনকারী-ব্যবসায়ী ও ক্রেতার স্বার্থ সংরক্ষণে বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১২ ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রি. তারিখে টিসিবি মিলনায়তনে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারের প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপি। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক।

vi. বার্ষিক প্রতিবেদন

- প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ৩৯ ধারা অনুযায়ী কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ৯ ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রি. তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ এর নিকট বঙ্গভবনে পেশ করা হয়। জনাব টিপু মুনশি, এমপি, মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে ড. মোঃ জাফর উদ্দীন, সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়; বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন এর চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম; কমিশনের সদস্য, জনাব মোঃ আব্দুর রউফ এবং কমিশনের সচিব জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন এর উপস্থিতিতে কমিশনের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন হস্তান্তর করা হয়।

vii. মুজিব বর্ষের কার্যক্রম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত বছরব্যাপি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ১৭ মার্চ, ২০২০ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়।

viii. রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন এর কর্মকাণ্ড বিষয়ে সমাজে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে একটি রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। রচনা প্রতিযোগিতায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মিলিয়ে মোট ২৬০ টি রচনা জমা পড়ে। উক্ত রচনাসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ০২ জন শিক্ষক কর্তৃক দ্বৈত মূল্যায়নের মাধ্যমে কলেজ পর্যায়ে ০৩ জন ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ০৩ জন মোট ০৬ জন শিক্ষার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

ix. আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে কার্যক্রম

কোরিয়া ফেয়ার ট্রেড কমিশন এর সাথে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের MoU স্বাক্ষরের তারিখ নির্ধারণ হয়েছে ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রি.। জাপান ফেয়ার ট্রেড কমিশন এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের মধ্যে সমঝোতা-স্মারক স্বাক্ষরের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত খসড়া সমঝোতা-স্মারক পুনঃ ভেটিংসহ অনুমোদন প্রদানের জন্য ০৫ মার্চ, ২০২০ খ্রি. তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়;

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

(৬) করোনাকালে কার্যক্রম

i. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের জারীকৃত নির্দেশনার আলোকে স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন করে করোনাকালীন অফিস কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়;

ii. করোনা ভাইরাসজনিত রোগের প্রাদুর্ভাবের আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় বাজারে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও মাস্কের সংকট সৃষ্টি হয়। এ দুটি পণ্যের বাজারে প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার লক্ষ্যে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও মাস্কের আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের তালিকা ও তাদের আমদানির পরিমাণ ও আমদানি মূল্য বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে ০৯ মার্চ, ২০২০ খ্রি. তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। এ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ চলমান রয়েছে;

iii. পবিত্র মাহে রমজান ও কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যে কোন ধরণের ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ, কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার কিংবা প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধকল্পে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পক্ষ থেকে ১টি জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি ২৮ এপ্রিল, ২০২০ খ্রি. হতে ১৬ মে, ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত এশিয়ান টেলিভিশনে এবং ২৮ মার্চ, ২০২০ খ্রি. হতে ২ মে, ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত একাত্তর টেলিভিশনে টিভি স্ক্রলে প্রচার করা হয়;

iv. বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের করোনা (COVID-19) প্রতিরোধে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন এবং প্রত্যেকের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত বিষয়াদি মনিটরিং করার জন্য কমিশনের সচিব এর নেতৃত্বে ০১ জুন, ২০২০ খ্রি. তারিখে একটি ভিজিলেন্স টিম গঠন করা হয়;

v. ৯ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে ইংরেজি দৈনিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকায় "Non-interoperability impedes mobile financial services" শীর্ষক একটি সংবাদ প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে মোবাইলের মাধ্যমে আর্থিক সেবা (এমএফএস) প্রদানের বাজারকে সম্ভাবনাময় হিসেবে চিহ্নিত করে মনিটরিং এর আওতায় আনার জন্য বিভিন্ন তথ্যসহ মোবাইলের মাধ্যমে আর্থিক সেবা প্রধানকারীদের মধ্যে ইন্টারঅপারেবিলিটি প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের বর্তমান অগ্রগতি/অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানতে চেয়ে ২২ জুন, ২০২০ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকে পত্র প্রেরণ করা হয়;

vi. International Competition Network (ICN) বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ এর কারণে স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসহ অন্যান্য খাতের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় সরকারকে সহযোগিতার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগিতা সংস্থার উদ্যোগ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কোভিড-১৯ সময়কালীন গৃহীত কার্যক্রম এবং কোভিড পরবর্তী সময়ে গৃহীতব্য পদক্ষেপ সম্পর্কে ২৯ মে, ২০২০ খ্রি. তারিখে তথ্য প্রেরণ করা হয়; এবং

vii. ১৬-২১ জুলাই, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য Competition Law Workshop on Competition Rules in the Health Sector শীর্ষক OECD কর্তৃক আয়োজিত ওয়েবিনারে কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এবং সদস্য জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন কর্তৃক বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনার মাধ্যমে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক আয়োজিত "ব্যবসায়ী ও ক্রেতার স্বার্থ সংরক্ষণে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণ" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এম.পি.

২.ঐ) বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই)

(১) পটভূমি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং প্রধান প্রধান ব্যবসায়ী সংগঠনের মধ্যে সরকারি-বেসরকারি মালিকানাধীন অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে ২০০৩ সালে 'লাভের উদ্দেশ্যে গঠিত নয়' হিসেবে বিএফটিআই প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারি ও বেসরকারি মালিকানাধীন বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কমকর্তাবৃন্দকে বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনা করা, বিভিন্ন বাণিজ্য নীতি সম্পর্কে সরকারকে, বিশেষত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান এই সংস্থার প্রধান কর্তব্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম চালু করা সম্পর্কে ইতোমধ্যেই মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর নির্দেশে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সরকারি- বেসরকারি অংশদারীত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত এটিই এ জাতীয় প্রথম প্রতিষ্ঠান।

(২) অভীষ্ট

সর্বোচ্চ মানের গবেষণা, নীতি পরামর্শ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি খাতের সংশ্লিষ্টদের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত জ্ঞান বিকাশের মাধ্যমে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যবস্থাপনাকে পেশাগতভাবে পরিচালনা করা।

(৩) আদর্শ ও উদ্দেশ্য

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও ব্যবসায় সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে সর্বোচ্চ মানের শিক্ষা, গবেষণা, এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি 'সেন্টার অব এক্সিলেন্স' হিসেবে স্থান করে নেয়া।

৪) লক্ষ্য ও দায়িত্ব

প্রতিষ্ঠানের মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- আন্তর্জাতিক ও বৈদেশিক ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি খাতের জন্য একটি গবেষণা সংস্থা (থিংক ট্যাংক) হিসেবে কাজ করা ;
- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে সরকারি ও বেসরকারি সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাবৃন্দের পেশাগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) চুক্তিসমূহ সম্পর্কে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ এবং ঐ সমস্ত চুক্তি ও পদক্ষেপের ফলাফল বাংলাদেশের জন্য কি হতে পারে তা জানানো এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন বাণিজ্য সংস্থাসমূহের মধ্যে তার প্রচারণা;
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক মতভেদ ও সেসব সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময় সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ প্রদান; এবং
- সরকারি ও বেসরকারি খাতের পেশাদারদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, অভ্যন্তরীণ ব্যবসা ও আন্তর্জাতিক বিপণন ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

(৫) বিএফটিআই এর আইনী অবস্থা

১৯৯৪ সনের কোম্পানি আইনের ২৮নং ধারার আওতায় বিএফটিআই নিবন্ধিত। আর্টিকেল অব এসোসিয়েশন এর উক্ত ধারার অধীন এটি একটি গ্যারান্টি দ্বারা পরিচালিত লিমিটেড কোম্পানি, সুতরাং এর কোন অংশীদারি মূলধন নেই।

(৬) পরিচালনা বোর্ড

সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সমান সংখ্যক সদস্য নিয়ে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পরিচালনা বোর্ড দ্বারা বিএফটিআই পরিচালিত হয়ে থাকে। মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী পদাধিকার বলে এর পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং তিনজন ভাইস-চেয়ারম্যানদের মধ্যে একজন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বাকি দুইজন ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যবসায়ী সংগঠন থেকে মনোনীত। উল্লেখ্য যে এই সবগুলো পদই পদাধিকার বলে মনোনীত হয়ে থাকে।

মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী এবং বিএফটিআই বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব টিপু মুনশি এমপি এর সভাপতিত্বে বিএফটিআই-এর খসড়া সার্ভিস রুলস এবং স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম চালুকরণ সংক্রান্ত সভায় উপস্থিত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ড. মোঃ জাফর উদ্দীনসহ বিএফটিআই বোর্ডের অন্যান্য সদস্যগণ

(৭) বিএফটিআই এর পরিচালনা বোর্ডের গঠন নিম্নরূপ

ক্র: নং:	নাম	পদবী
১	মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	চেয়ারম্যান
২	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ভাইস- চেয়ারম্যান
৩	সভাপতি, এফবিসিসিআই, ঢাকা	ভাইস- চেয়ারম্যান
৪	সভাপতি, আইসিসিবি, ঢাকা	ভাইস- চেয়ারম্যান
৫	সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	পরিচালক
৬	সচিব, ইআরডি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ঐ
৭	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ঐ
৮	রেক্টর, ফরেন সার্ভিস একডেমি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ঐ
৯	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ঐ
১০	ভাইস-চেয়ারম্যান, ইপিবি, ঢাকা,	ঐ
১১	সভাপতি, ডিসিসিআই, ঢাকা	ঐ
১২	সভাপতি, এমসিসিআই, ঢাকা	ঐ
১৩	সভাপতি, বিজিএমইএ, ঢাকা	ঐ
১৪	সভাপতি, সিসিসিআই, চট্টগ্রাম	ঐ
১৫	সভাপতি, বিটিএমএ, ঢাকা	ঐ
১৬	সভাপতি, বিসিআই, ঢাকা	ঐ

(৮) গবেষণা কার্যক্রম

বিএফটিআই এর মূল কাজের একটি হচ্ছে গবেষণা পরিচালনা করা। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পরিচালিত এই সমস্ত গবেষণা কাজের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে কার্যাদেশ প্রদানকারীদের প্রয়োজন মেটানো। নিজ উদ্যোগে এবং নিজেদের খরচে বিএফটিআই কখনও কখনও ছোট আকারের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। সরকারি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা সংস্থার জন্য বিএফটিআই ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। সদ্য সমাপ্ত কয়েকটি গবেষণা কার্যক্রমের নাম নিচে উল্লেখ করা হলো:

ক্রমিক	বিষয়	তারিখ
০১.	Assignment on 'Industry wise Awareness Building Plan and Training Need Assessment (GAP Analysis) (Package no. S28)' Conducted by the BFTI for the EC4J Project, MoC.	এপ্রিল, ২০১৯
০২.	Study on Identification of Non-Tariff Barriers faced by Bangladesh While Exporting to Major Export Destinations, Funded by the EIF of the WTO.	জুন, ২০১৯
০৩.	Feasibility Study of Third Party EXIM Cargo Transportation Through Coastal and Protocol Route Between Bangladesh and India; for the Ministry of Shipping.	জুলাই, ২০১৯
০৪.	Analysing the Gaps in issuing certificates of Standards for Export: Funded by EPB.	জুলাই, ২০১৯

(৯) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম/কর্মশালা/সেমিনার

সরকারি ও বেসরকারি খাতের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে বিএফটিআই প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। সুনির্দিষ্ট ফিসের বিনিময়ে এই প্রশিক্ষণগুলো পরিচালনা করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে পরিচালিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার কয়েকটি নাম নিচে দেওয়া হলো:

ক্রমিক	বিষয়	মাস/বছর
০১.	Training Programme on Rules and Procedures for Import, Export and Customs	২৩ হতে ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০১৯
০২.	Orientation Programme for Newly-Recruited Officials of the BFTI	১২ হতে ১৪ই নভেম্বর, ২০১৯
০৩.	Training Programme on Rules and Procedures for Import, Export and Customs	২৫ হতে ২৮শে নভেম্বর, ২০১৯
০৪.	Training Programme on Rules and Procedures for Import, Export and Customs	৯ হতে ১২ই মার্চ, ২০২০
০৫.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত জাতীয় মহিলা সংস্থার 'তথ্য আপা প্রকল্প (২য় পর্যায়)' এর আওতায় ই-কমার্স এবং ই-লার্নিং বিষয়ক ১৩টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন।	৩রা ফেব্রুয়ারি হতে ২৯শে মার্চ, ২০২০

(১০) পলিসি এডভোকেসি

বিএফটিআই আন্তর্জাতিক ও বৈদেশিক ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি খাতের জন্য একটি গবেষণা সংস্থা (থিংক ট্যাংক) হিসেবে কাজ করে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক মতভেদ ও সেইসব সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময় সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ প্রদান এবং বিভিন্ন বাণিজ্য নীতি সম্পর্কে সরকারকে, বিশেষত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে, পরামর্শ প্রদান এই সংস্থার প্রধান কর্তব্য। সাম্প্রতিক কয়েকটি পলিসি এডভোকেসির নাম নিচে দেওয়া হলো:

ক্রমিক	বিষয়	সময়
০১.	"স্বল্পোন্নত দেশের কাতার থেকে বাংলাদেশ বেরিয়ে যাওয়ার পর কি হবে?---" শিরোনামে একটি মতামত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি, বেসরকারি সংস্থা/দপ্তর এবং বাণিজ্য সংগঠনগলোতে প্রেরণ করা হয়েছে।	সেপ্টেম্বর, ২০১৯
০২.	'স্টিল/ইস্পাত শিল্পের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ' বিষয়ক একটি Write-up বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।	অক্টোবর, ২০১৯
০৩.	'Co-Sponsorship of the Investment Facilitation for Development' সংক্রান্ত বিএফটিআই এর মতামত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।	অক্টোবর, ২০১৯
০৪.	বাংলাদেশ-ভারত জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ট্রেড এর ১২তম সভা ও বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের অনুষ্ঠেয় সভার আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে বিএফটিআই এর মতামত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।	নভেম্বর, ২০১৯
০৫.	'BFTI's Inputs for the 5th Bangladesh-Thailand Joint Trade Committee Meeting' – এর ওপর বিএফটিআই এর একটি মতামত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।	ডিসেম্বর, ২০১৯
০৬.	বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে ব্রেক্সিটের প্রভাব বিষয়ক বিএফটিআই এর প্রতিবেদনটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।	ফেব্রুয়ারি, ২০২০
০৭.	'Import of Fabrics from Bangladesh by Sri Lankan Apparel Industries' সংক্রান্ত বিএফটিআই এর প্রতিবেদনটি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।	ফেব্রুয়ারি, ২০২০
০৮.	'CORONAVIRUS- Assessing the Impacts on Bangladesh Economy' বিষয়ক বিএফটিআই এর প্রতিবেদনটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।	ফেব্রুয়ারি, ২০২০
০৯.	'Fourth Industrial Revolution: Global and Bangladesh Perspective' বিষয়ক বিএফটিআই এর প্রতিবেদনটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।	মার্চ, ২০২০
১০.	BFTI's comments on the formation of a Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA) pursuant to Article 25 Of the DSU এর ওপর মতামত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।	জুন, ২০২০

(১১) সাম্প্রতিক সময়ে উল্লেখযোগ্য কর্মশালা ও সেমিনারসমূহ

ক্রমিক	বিষয়	সময়
০১.	EC4J প্রকল্পের অধীনে বিএফটিআই কর্তৃক 'Industry wise Awareness building Plan and Training Need Assessment (GAP analysis) for ESQ Compliance for the Light Engineering Sector' শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমের জন্য একটি Consultation Workshop বিএফটিআইতে অনুষ্ঠিত হয়।	জুলাই ২০১৯
০২.	Validation Workshop on the Study on Analysing the Gaps in Issuing Certificates of Standards for Export sponsored by the EPB.	জুলাই ২০১৯
০৩.	National Consultation Workshop on Cross-border Paperless Trade Facilitation in Bangladesh, jointly organised by BFTI, UNESCAP and MoC.	জুলাই ২০১৯
০৪.	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিএফটিআই এবং National Board of Trade (NBT), Sweden এর যৌথ আয়োজনে বিএফটিআইতে দুইটি Project Planning, Designing and Finalisation Workshop অনুষ্ঠিত হয়।	১০ ও ১১ই ডিসেম্বর, ২০১৯
০৫.	মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী এবং বিএফটিআই বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় জনাব টিপু মুনশি এমপি এর সভাপতিত্বে বিএফটিআইএর খসড়া সার্ভিস রুলস এবং স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম চালু করা সংক্রান্ত একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।	১৯শে ডিসেম্বর, ২০১৯

(১২) চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

ক্রমিক	বিষয়	সময়
০১.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত জাতীয় মহিলা সংস্থার 'তথ্য আপা প্রকল্প (২য় পর্যায়)' এর আওতায় ই-কমার্স এবং ই-লার্নিং বিষয়ক প্রশিক্ষণটি চলমান রয়েছে।	জুন, ২০২০

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্য অর্জনে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও সহজীকরণের উদ্দেশ্যে বিএফটিআই আয়োজিত 'রুলস এন্ড প্রসিজারস ফর এক্সপোর্ট, ইমপোর্ট এন্ড কাস্টমস' শীর্ষক প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সার্টিফিকেট প্রদান করেন সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ড. মোঃ জাফর উদ্দীন

(১৩) চলমান গবেষণা কার্যক্রম

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একটি কমপ্রিহেনসিভ ইকনোমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট (CEPA) করার কথা চলমান রয়েছে। এই ধরণের চুক্তির যৌথ সম্ভাব্যতা জরিপের কাজের জন্য ভারত হতে দায়িত্বরত আছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ফরেইন ট্রেড (আইআইএফটি) এর পক্ষে সেন্টার ফর রিজিওনাল ট্রেড (সিআরটি) এবং বাংলাদেশের পক্ষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এ দায়িত্ব অর্পন করেছে বিএফটিআই এর ওপর। এ কাজের জন্য দুই দেশের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক পর্যায়ে যোগাযোগ হয়েছে। সিআরটি এর পক্ষ হতে আগামী ২৫শে আগস্ট, ২০২০ তারিখে বিএফটিআই এবং সিআরটি এর মধ্যে প্রথম আনুষ্ঠানিক সভার আয়োজন করা হয়েছে। ইউএনএসক্যাপ উক্ত সম্ভাব্যতা জরিপের কাজের জন্য বিএফটিআইকে কারিগরি সহযোগিতা দিতে সম্মত হয়েছে। এই সম্ভাব্যতা জরিপ কাজটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে পরিচালিত হবে। বিএফটিআই এই কাজের কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে যা শীঘ্রই অনুমোদিত হবে বলে আশা করা যায়। এই জরিপ পরিচালনার জন্য বিএফটিআই তার নিজস্ব লোকবল ছাড়াও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দেশীয় একজন ও দু'জন আন্তর্জাতিক পরামর্শক নিয়োগ করেছে।

(১৪) চলমান প্রকল্পসমূহ

i. 'বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জনে চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার লক্ষ্যে এর মূল চালিকাশক্তি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নেতৃত্বদানকারি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে সহায়তা প্রদানে বিএফটিআইকে শক্তিশালীকরণ'-শিরোনামে একটি প্রকল্পের খসড়া TAPP বিএফটিআই কর্তৃক প্রস্তুত সম্পন্ন করে তা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে; এবং

ii. বিএফটিআই, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, এবং ইআরডি-অর্থ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে National Board of Trade (NBT), Sweden -এর অর্থায়নে একটি Development Co-operation Project (Capacity Building of Ministry of Commerce for Trade Agreements Negotiation Project শিরোনামে একটি প্রকল্পের খসড়া TAPP চূড়ান্ত করার কাজ চলমান রয়েছে।

(১৫) করোনাকালে কার্যক্রম

করোনাকালে বিএফটিআই সরকারি নির্দেশ মোতাবেক স্বাস্থ্যবিধি মেনে দপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রম চালু রেখেছিল। এ সময়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও সেল হতে প্রদত্ত একটি মতামত ৪ঠা জুন, ২০২০ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। কমপ্রিহেনসিভ ইকনোমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট (CEPA) এর Technical Proposal-এ বর্ণিত outline এর প্রেক্ষাপটে Feasibility Study প্রণয়নের লক্ষ্যে তথ্যাদি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক অনুচ্ছেদভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণ প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়াও, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের 'তথ্য আপা প্রকল্প (২য় পর্যায়)' এর আওতায় ই-কমার্স এবং ই-লার্নিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান ছিল।

চামড়াজাত পণ্য, ফুটওয়্যার ও প্লাস্টিক পণ্য: রপ্তানি বাণিজ্যে অবদান রাখছে

২.৩) বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (বিপিসি)

(১) ভূমিকা

বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (বিপিসি) বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সাতটি পণ্যভিত্তিক কাউন্সিল এর প্রশাসনিক সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ও সরাসরি তত্ত্বাবধানে রপ্তানি বহুমুখীকরণ, পণ্যের মান উন্নয়ন ও নিশ্চিতকরণ, লাগসই ও আধুনিক প্রযুক্তি আহরণ, কমপ্লায়েন্স প্রতিপালন, পণ্য বিপনণ ইত্যাদি বিষয় সামনে রেখে সরকারি ও বেসরকারি (বাণিজ্য এসোসিয়েশনসমূহ) খাতের যৌথ উদ্যোগে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) মডেলের আলোকে এই খাত (পণ্য ও সেবা)ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এর আওতায় পণ্য ভিত্তিক কাউন্সিলসমূহ মূলতঃ কৌশলগতভাবে নির্বাচিত পণ্য ও সেবা সম্পর্কিত উপখাতসমূহের সার্বিক উন্নয়ন ও যোগান সংশ্লিষ্ট সীমাবদ্ধতা উত্তরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করে থাকে। দ্রুত পরিবর্তনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায় বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনসহ দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে গতিশীল করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে রপ্তানি নীতি ২০০৯-১২ কার্যকর করা হয়েছে। উক্ত রপ্তানি নীতিতে, সক্রিয় কাউন্সিলসমূহের কর্মকাণ্ড জোরদার ও সুসংহত করা ছাড়া আরও সময়োপযোগী কাউন্সিল গঠনে উৎসাহিত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়ার ব্যাপারে জোরালো ভাবে উল্লেখ রয়েছে। খাতভিত্তিক কাউন্সিল গঠনের আওতায় যথাক্রমে: (ক) আইসিটি, (খ) লেদার সেক্টর, (গ) লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোডাক্ট, (গ) মেডিসিনাল প্লান্টস্ এন্ড হারবাল প্রোডাক্টস্ (ঙ) ফিসারী প্রোডাক্টস্ (চ) এগ্রো প্রোডাক্টস্ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এবং (ছ) প্লাস্টিক প্রোডাক্টস্ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল ইতিমধ্যে সক্রিয় রয়েছে এবং উক্ত কাউন্সিলগুলো খাতভিত্তিক বিভিন্ন রপ্তানিমুখী উন্নয়নের কাজে অবদান রেখে চলেছে। বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এর আওতায় একটি পূর্ণাঙ্গ-আভ্যন্তরীণ গবেষণা সেল গঠনের কাজও এগিয়ে চলেছে। উল্লেখ্য যে, বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP) মডেলের একটি সফল নিদর্শন।

(২) বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠনের প্রেক্ষাপট

রপ্তানি বহুমুখীকরণের মাধ্যমে দেশীয় পণ্য প্রস্তুতকারী ও রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিতকরণপূর্বক একক পণ্য নির্ভরশীলতা কমিয়ে রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি আনবে এই লক্ষ্য সামনে রেখে বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠন করা হয়। দেশীয় প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ আন্তর্জাতিক বাজারে একটি প্রতিযোগিতাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করতে পারলে রপ্তানি বহুমুখীকরণ কার্যত সহজতর হয়। সে ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকদের আন্তর্জাতিক বাজারে উপস্থিতির পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ক্রেতা দেশসমূহের কমপ্লায়েন্স প্রতিপালনের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় আনার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় পণ্যের সুদৃঢ় অবস্থান অর্জনের মূল মন্ত্র হচ্ছে পণ্যের গুণগত মান ও মূল্যমান এর একটি সুসমন্বয়, যা আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগী পণ্যসমূহের কাতারে দেশীয় পণ্যের জন্য একটি তুলনামূলক সুবিধাজনক অবস্থান নিশ্চিত করে। আমাদের দেশের তৈরি পোশাক শিল্প ব্যতীত বেশীরভাগ রপ্তানিমুখী শিল্পই এখনও অনগ্রসর বলা চলে। সে প্রেক্ষিতে মনে করা হয় যে দেশীয় রপ্তানিখাতের সম্প্রসারণে দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য স্থিরপূর্বক ব্যাপক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে যোগ্যতার প্রমান রাখা সম্ভব। উপরোল্লিখিত প্রেক্ষাপটে 'Bangladesh Export Diversification Project (BDXDP)' শীর্ষক বিশ্ব ব্যাংকের বাস্তবায়িত একটি প্রকল্পের সফলতার আলোকে এবং জাতীয় রপ্তানি নীতি ২০০০-২০০৬ এর নিরিখে ২০০২ সালে আইসিটি বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠনের মাধ্যমে বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল যাত্রা শুরু করে। এক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া রপ্তানি সম্ভাবনাময় খাতসমূহের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে একটি কমন প্লাটফর্ম তৈরি করাই ছিল বিপিসির মূল উদ্দেশ্য।

(৩) বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠনের উদ্দেশ্য

i. উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও রপ্তানিযোগ্য পণ্যের বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে পণ্যের সরবরাহ/যোগান সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণ ও দূরীভূতকরণের মাধ্যমে ব্যবসায় বাণিজ্যের সর্বস্তরে দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি করা এবং রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানসম্মত পণ্য উৎপাদন, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড (Compliance Factors) অনুসরণপূর্বক মোড়কজাতকরণ, বাজারজাতকরণের সুযোগ সৃষ্টিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবং

ii. পণ্যভিত্তিক কাউন্সিলের মাধ্যমে পণ্যের মান উন্নয়ন, উন্নত, লাগসই ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে, উচ্চমূল্যের পণ্য উৎপাদন ও ডিজাইনের উৎকর্ষ সাধনে কার্যকর ভূমিকা পালন।

(৪) বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এর সেক্টর কাউন্সিলসমূহ

ক্রঃ নং	কাউন্সিলে নাম	গঠনের তারিখ
১	আইসিটি বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল	ডিসেম্বর, ২০০২
২	লেদার সেক্টর বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল	ফেব্রুয়ারি, ২০০৪
৩	লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোডাক্ট বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল	মার্চ, ২০০৪
৪	মেডিসিনাল প্লান্টস্ এন্ড হারবাল প্রোডাক্টস্ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল	এপ্রিল, ২০০৬
৫	ফিশারি প্রোডাক্টস্ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল	মার্চ, ২০০৮
৬	এগ্রো প্রোডাক্টস্ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল	জুন, ২০১১
৭	প্লাস্টিক প্রোডাক্টস্ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল	মে, ২০১৮

(৫) বিপিসি ও সেক্টর কাউন্সিলগুলির পরিচালনা কমিটি

(১) কো-অর্ডিনেশন কমিটি

বিপিসি ও ৭টি সেক্টর কাউন্সিলের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি কো-অর্ডিনেশন কমিটি রয়েছে। বর্তমানে উক্ত কমিটির সদস্য সংখ্যা মোট ৪৫ জন। পদাধিকার বলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় বিপিসির চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো বিপিসির ভাইস চেয়ারম্যান এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিগণ ও সেক্টর সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনসমূহের সভাপতিগণ উক্ত কমিটির সদস্য। এই কমিটি সরকারি নীতিমালার আলোকে কর্ম পরিকল্পনা অনুমোদন, ব্যয় বরাদ্দকরণ, নীতি নির্ধারণ এবং পণ্যভিত্তিক কাউন্সিলসমূহের সার্বিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক ব্যয়সমূহের চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করে থাকে এবং কাউন্সিলসমূহের সার্বিক কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করে থাকে। এভাবে কাউন্সিল কো-অর্ডিনেশন কমিটি কাজ করে আসছে এবং কাউন্সিল কো-অর্ডিনেটর চেয়ারম্যান এর সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে কর্ম পরিচালনা করছে।

(২) কার্যনির্বাহী কমিটি

প্রতিটি সেক্টর কাউন্সিলের ১টি করে কার্যনির্বাহী কমিটি রয়েছে। পদাধিকার বলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় প্রতিটি সেক্টর কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো উক্ত সেক্টর কাউন্সিলসমূহের ভাইস-চেয়ারম্যান এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিগণ ও সেক্টর সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনসমূহের সভাপতিগণ উক্ত কমিটির সদস্য। কার্যনির্বাহী কমিটিতে সেক্টর কাউন্সিলের কর্ম পরিকল্পনা অনুমোদন, ব্যয় বরাদ্দকরণ, নীতি নির্ধারণ এবং পণ্যভিত্তিক কাউন্সিলসমূহের সার্বিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক ব্যয়সমূহের চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করে থাকে।

"ডিজিটাল বাংলাদেশ" মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়

(৬) বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এর কর্মপরিধি

রপ্তানি পণ্য বাস্কেটে নতুন পণ্য সংযোজন ও বাজার বহুমুখীকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত এ সকল খাতভিত্তিক বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলসমূহ প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই পরিবেশ দূষণ ও কমপ্লায়েন্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ, সেলস কিট প্রণয়ন, ডকুমেন্টরি তৈরি, উন্নয়ন নীতি বিশ্লেষণ ও প্রতিক্রিয়া প্রদান, পলিসি এডভোকেসি কার্যক্রম, দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, পণ্যের মান উন্নয়ন ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতামূলক ওয়ার্কশপ ও সেমিনার আয়োজন, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে।

- এছাড়াও, বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল: (ক) বাজার সংশ্লিষ্ট তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়; (খ) রপ্তানি খাতে ব্যবসায়িক নিয়মনীতি পরিবর্তনের প্রভাব; (গ) রপ্তানি খাতে প্রযুক্তি উন্নয়নের প্রভাব; এবং (ঘ) রপ্তানি খাতে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় ফোরাম হিসেবে কাজ করে থাকে।
- বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ইভেন্টসমূহের (যেমন: পণ্য প্রদর্শনী, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা, বাজার ব্যবস্থার পরিবর্তন ইত্যাদি) বিষয়ে তথ্য বিতরণের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে থাকে।
- বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল: (ক) নতুন বাজার যাচাই ও প্রচলিত বাজারের পরিসমাপ্তি; (খ) বাজার অধিগ্রহণ ও সংযুক্তির ফলাফল বিশ্লেষণ; (গ) দেশীয় ও বিদেশি প্রেসারগ্রুপ এর কার্যক্রম; (ঘ) দেশীয় রপ্তানি বাজার বিশ্লেষণ; (ঙ) বাজার জরিপ; এবং (চ) রপ্তানি প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলী নিয়ে গবেষণা পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রনয়ণ করে থাকে। এসকল ক্ষেত্রে গবেষণার উদ্দেশ্য থাকে কাউন্সিল সংশ্লিষ্ট পণ্য সেক্টরসমূহের সক্ষমতা, দুর্বলতা, বাজার সুবিধা ও বাজার ঝুঁকি বিশ্লেষণ।
- রপ্তানিযোগ্য পণ্যের গুণগত মান ঠিক রেখে উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে বিপিসির সেক্টর কাউন্সিলের সরাসরি তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন প্রদর্শনী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে; এবং
- বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল সংশ্লিষ্ট পণ্যভিত্তিক সেক্টরসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী ও স্বার্থ রক্ষাকারী সংঘ এবং পলিসি এডভোকেসির ক্ষেত্রে সেক্টরসমূহের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে।

বেসিস সফট্ এক্সপো-২০২০ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব আবদুল হামিদ

(৭) বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এর আয়ের উৎস

১) সরকারী অনুদান (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে);

২) সেক্টর কাউন্সিলের সদস্য এসোসিয়েশন হতে বাৎসরিক চাঁদা;

৩) ব্যাংক সুদ; এবং

৪) বাস্তবায়িত প্রকল্প হতে সার্ভিস চার্জ।

(৮) ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের পণ্যভিত্তিক ৭টি কাউন্সিলের বাস্তবায়িত কার্যক্রম

নিম্নে ছকে বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের সাতটি পণ্যভিত্তিক কাউন্সিলের ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাস্তবায়িত কার্যাবলির সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হলো:

ক্র: নং	কার্যক্রমসমূহের বিবরণ	কার্যক্রম সংখ্যা
১	গবেষণা/প্রকাশনা	২১
২	কর্মশালা/সেমিনার	২২
৩	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৫২
	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (অন লাইন)	১০৭
৪	প্রমোশনাল কার্যক্রম	১০
৫	সচেতনামূলক কার্যক্রম	০৪
৬	গবেষণা নির্ভর প্রদর্শনী প্রকল্প বাস্তবায়ন	০২
	সর্বমোট	২১৮

(৯) ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বিভিন্ন সেক্টর কাউন্সিল কর্তৃক প্রকাশিত প্রকাশনাসমূহ

i. আইসিটি বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল

- Booklet Publication on Internet Security for Digital Bangladesh Fair;
- BACCO Newsletter Publication 2020; and
- Bangladesh BPO Industrial Survey.

ii. লেদার সেক্টর বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিj

- Publishing a Profile & Directory of Bangladesh Tanners Association
- Publication on LWG Certification Including Compliances in Tannery Industry in Bangla Version as per LWG Rules & Regulations;
- Publishing a Business Start Up Handbook for Manufacturers & Exporters;and
- Printing Leaflet for Awareness Campaign on Proper Flaying, Preservation of Raw Hides & Skins.

iii. মেডিসিনাল প্লান্টস এন্ড হারবাল প্রোডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল

- Commercially Important Medicinal Plants of Bangladesh;
- Business Directory on Herbal Products of Bangladesh; and
- বাংলাদেশের ঔষধি উদ্ভিদের পরিচিতি।

বেসিস সফট্ এক্সপো-২০২০ সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি

(iv) ফিশারি প্রোডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল

- মাছ চাষে বায়োফ্লক পদ্ধতি;
- চিংড়ি রপ্তানি সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার নিয়ে তথ্য পত্র (ভলিওম-০২);
- Shrimp & Fish of Bangladesh (Fish Album);and
- বঙ্গোপসাগরের জীববৈচিত্র্য, সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার।

v. এগ্রো প্রোডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল

- Profile Directory of BAPA;
- Publication on Organic Farming: Principle, Practice and Prospect;
- Preparation of BAPMA Directory of Ago-Based Products;and
- A Manual on Cashew Nut Production, Preservation, Processing, Export & Present Status, Capacity and Potentiality of Bangladesh.

vi. প্লাস্টিক প্রোডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল

- BIPET Brochure;
- BIPET Leaflet;and
- Guideline for COVID-19

(১০) উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সহায়তায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ

বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিদেশি দাতা এবং সরকার কর্তৃক খাতভিত্তিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প সরাসরি বাস্তবায়ন করেছে এবং বাস্তবায়নকারী অংশীদার হিসেবে কাজ করেছে। বর্তমানেও বিভিন্ন প্রকল্পে বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল কাজ করে যাচ্ছে। খাতভিত্তিক উন্নয়ন ও রপ্তানি সম্প্রসারণের জন্য নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ component বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যথা: ১. Export Competitiveness for Jobs Project (Funded by World Bank Group for Leather, Light Engineering and Plastic Sector), ২."ই-বাণিজ্য করবো, নিজের ব্যবসা গড়বো" শীর্ষক প্রকল্প এবং ৩. Export Launchpad Bangladesh Project। ইতঃপূর্বে নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ component বিপিসি এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে:

i. Agribusiness for Trade Competitiveness Project (ATC-P) (Funded by Swiss Contact for Agro, IT & Fish Sector);
ii. Bangladesh Economic Growth Programme Funded by USAID for Leather, Agro & Fish sector;
iii. Bangladesh Leather Service Centre Project Funded by ITC-Geneva for Leather Sector;
iv. The base Line Survey for Leather Sector SMEs in Footwear & Leathergoods Funded by Abdul Monem Foundation;
v. Capacity Building of BPC Funded by KATALYST;
vi. Design & Development of Leather Products Project Funded by GIZ for Leather Sector;

বেসিস সফট এক্সপো-২০২০ সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি

vii. Asia Trust Fund Project Funded by EU for Leather Sector;

viii. Assistance for Capacity Building Project for Light Engineering Sector Funded by SEDF;and

ix. Awareness Build Up Programme for Leather Sector Funded by PRICE Project, USAID.

(১১) অন্যান্য উল্লেখ্যযোগ্য কর্মকাণ্ড

i. অনলাইন প্রশিক্ষণ

করোনা ভাইরাসের প্রার্দুভাবের কারণে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা অনেকটা অসম্ভব ছিল। তাই ২০১৯-২০ অর্থবছরের নির্ধারিত প্রশিক্ষণগুলি অনলাইনে করা হয়। উক্ত অর্থবছরের বিভিন্ন সেক্টরভিত্তিক কাউন্সিলে সর্বমোট ১০৭ টি অনলাইন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৪৫০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ii. সেক্টরভিত্তিক বিভিন্ন প্রকাশনা সক্টরভিত্তিক ইন্ডাষ্ট্রির চাহিদা অনুযায়ী ২১ টি গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশ করা হয়েছে।

iii. "ই-বাণিজ্য করবো, নিজের ব্যবসা গড়বো" প্রকল্প বাস্তবায়ন ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে বিপিসি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে ''ই-বাণিজ্য করবো, নিজের ব্যবসা গড়বো" প্রকল্পে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করে ই-বাণিজ্যের মাধ্যমে তরুণ উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে কাজ করছে, যা মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত প্রায় ৫০ টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১,২৫০ প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

iv. লেদার সেক্টরের জন্য টিভিসি (ভিডিও ডকুমেন্টরি ''জাতীয় সম্পদ চামড়া, রক্ষা করবো আমরা") শীর্ষক ডকুমেন্টরি তৈরি লেদার সেক্টরের জন্য টিভিসি ''জাতীয় সম্পদ চামড়া, রক্ষা করবো আমরা" শীর্ষক ভিডিও ডকুমেন্টরি তৈরি করা হয়। ঈদুল আযহার পূর্বে স্বাস্থ্য বিধি মেনে কোরবানীর চামড়া ছাড়ানো, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাত করণে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচার করা হয়।

v. ক্লাস্টারভিত্তিক চিংড়ি (Black Tiger) উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গবেষনা নির্ভর প্রদর্শনী প্রকল্প বাস্তবায়ন

vi. Black Tiger চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে খুলনার ডুমুরিয়ায় "Cluster Approach to Increase BT Production in a Compliant Manner With Possibilities for Scaling up and Contribution to Increase in the Exports of Bangladesh Shrimp" প্রদর্শনী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। যার প্রত্যক্ষ সুফল আমাদের মৎস্য উৎপাদন ২-৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

vii. গ্রামীণ যুব-মহিলাদের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিতে মাছ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান

viii. চিংড়ির চারণভূমিখ্যাত খুলনায় বিভিন্ন উপজেলার গ্রামীণ পিছিয়ে পড়া ৩০০ নারীকে কর্মমুখী, সময়ের চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল, অধিকতর সক্ষম ও কার্যকর করা সর্বোপরি তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর জন্য মাছ ও চিংড়ি চাষ বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। ফলে উক্ত অনগ্রসর নারী সমাজের অর্থনৈতিক মুক্তির ক্ষেত্রে এরূপ কর্মসূচিসমূহ যথেষ্ট অবদান রেখেছে বলে বিবেচনা করা হয়।

(১২) করোনাকালে কার্যক্রম

i. করোনা ভাইরাসের প্রার্দুভাবের কারণে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা অনেকটা অসম্ভব ছিল। তাই ২০১৯-২০ অর্থবছরের নির্ধারিত প্রশিক্ষণগুলো অনলাইনে করা হয়। উক্ত অর্থবছরের বিভিন্ন সেক্টরভিত্তিক কাউন্সিলে সর্বমোট ১০৭ টি অনলাইন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৪৫০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; এবং

ii. ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে বিপিসি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে ''ই-বাণিজ্য করবো, নিজের ব্যবসা গড়বো" প্রকল্পে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করে ই-বাণিজ্যের মাধ্যমে তরুণ উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে কাজ করছে, যা মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত প্রায় ৫০টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১,২৫০ প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। করোনাকালেও এ বিষয়ে অনলাইনে প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত ছিল।

"ই-বাণিজ্য করবো, নিজের ব্যবসা গড়বো" প্রকল্প আয়োজিত সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ড. মোঃ জাফর উদ্দীন

বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এর কো-অর্ডিনেটর জনাব এ. এইচ. এম সফিকুজ্জামান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পদ্মা সেতু

মালনীছড়া চা বাগান, সিলেট

পায়রা বন্দর

মেট্রো রেল